তারারহস্যতন্ত্র।

শ্রীমৎ প্রসন্নকুমার শাস্ত্রি ভট্টাচার্য্য-

অনুবাদিত।

এবং

শ্রীমৎ প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী

কর্ত্তৃক

২৮।১ নং বিডন রো, কলিকাতা,

"শাস্ত্র প্রচার" কার্য্যালয়

হইতে প্রকাশিত।

২৮।১ নং বিডন রো, কলিকাতা,

"শাস্ত্র-প্রচার প্রেসে"

শ্রীকুস চন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৩ সাল।

মূল্য ।৶০ আনা। মাশুল /০ আনা।

শাস্ত্রপ্রচার প্রেস।

এই প্রেসে বাঙ্গালা ইংরাজি চেক, বিল, পত্র, রসিদ এবং সকল প্রকার পুস্তক সুলভ মূল্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রূপে অতি শীঘ্র ছাপা হইয়া থাকে। মফস্বলের লেখকগণ ভারার্পণ করিলে, আমরাই প্রুফ্ দেখিয়া দেই। মফস্বল-বাসী লেখকগণ ঘরে বসিয়াই যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে পুস্তকাদি ছাপাইতে পারেন, তদুপযোগী সমস্ত ব্যবস্থাই আমরা করিয়াছি। রিপ্লাইকার্ড বা টিকিট সহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় লিখিলে বিশেষ সংবাদ জানিতে পারিবেন।

ঠিকানা—পি, এস্ ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজার "শাস্ত্রপ্রচার" প্রেস,
২৮।১ নং বিডন রো দুর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত ।

তারারহস্যম্‌

প্রথমঃ পটলঃ।

ওঁ নমস্তারায়ৈ॥ তারাং সারতরাং ত্রিলোকজননীং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদাং সর্ব্বাদ্যাং শুভদাং সদাশিবময়ীং দেবৈঃ সদাবন্দিতাম্‌। নত্বা রাজে সরোজে সকলগুণময়ীং তদ্রহস্যং তনোমি ব্রহ্মানন্দতনুভবস্সুতঃ সাধকানাং হিতায়॥ ব্রহ্মা বিষ্ণুরুমাপতিস্ত্রিভুবনে সৃষ্টিং স্থিতিং প্রালয়ং তনোতীমাং ধ্যাত্বা সকলগুণকরীং তারিণীং মোক্ষদাত্রীং। ভজন্তি যদি মনুঃ নৈব গৃহ্নাতি চৈতৎ ত্যক্ত্বা চেমাং স্বজনভজনাদধঃ-

---

যিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতল সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি ভক্তগণকে সকল বিষয়ের সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন, যিনি সকলের আদিভূত (মূল), যিনি সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপ রূপ ধারণ করিয়া সকলের কল্যাণসাধন করিয়া থাকেন, যিনি সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ স্বরূপা, মূলাধারে যাঁহার বসতি, সেই তারা দেবীকে নমস্কার করিয়া ব্রহ্মানন্দগিরি আমি সাধকগণের হিত কামনায় তারারহস্য প্রণয়ন করিতেছি।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিগুণস্বরূপা, মোক্ষদায়িনী তারাকে ধ্যান করিয়া ত্রিভুবনে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন। যাহারা

কারং (দধন্ধকারং) প্রয়াতি॥ জ্ঞাত্বা চৈতদ্রহস্যং ভজতি যদি জনঃ শ্রীতারকাং তারকাং লভেচ্ছ্র‍ত্তাং সিদ্ধিং সুরনরখগপতের্দ্দুর্লভাং তারকায়াঃ। নচেদযস্ত স্থানং সকললয়কল্পং যাতি নিত্যং দুরন্তং সদা দুঃখং শোকং ন চ গতিরপি প্রাপ্তা আবাধ্যবাধ্যা॥ ১॥

তারাসারং সমালোক্য তারানিগমমেব চ। মহানীলং মহাচীনং নীলতন্ত্রং শিবপ্রিয়ম্। তারাকল্পং শক্তিকল্পং শক্তিসারং তথৈব চ। রুদ্রযামলকঞ্চৈব নীলসারস্বতন্তথা। লিঙ্গতন্ত্রং যোনিতন্ত্রং যোঢ়াতন্ত্রং মহাগতম্। তারায়াঃ কুলসর্ব্বস্বং ঊর্দ্ধাম্নায়ং বিশেষতঃ। নানাশাস্ত্রাণি চালোক্য তারায়া মন্ত্র-

---

যদি ভক্তিপূর্ব্বক ইহাঁর আরাধনা করেন তবে ব্রহ্মাদির ন্যায় সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি ইহাঁকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার পূজা কিম্বা আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহার অধোগতি হইয়া থাকে।

যিনি এই তারারহস্য অবগত হইয়া নিস্তারকারিণী তারাকে আরাধনা করিয়া থাকেন, তিনি দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বাদি খেচরগণের ও দুর্লভ তারাদেবীর সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু এই রহস্য না জানিয়া তারার আরাধনা করিলে কদাপি আরাধনা জন্য ফললাভ করিতে পারিবে না, পরন্তু শোক দুঃখময় দুস্তর নরকে চিরকাল বাস করিতে হইবে॥ ১॥

তারাসার, তারানিগম, মহানীল, মহাচীন, শিবপ্রিয় নীলতন্ত্র তারাকল্প, শক্তিকল্প, শক্তিসার, রুদ্রযামল, নীলসারস্বত, লিঙ্গতন্ত্র, যোনিতন্ত্র, যোঢ়াতন্ত্র, তারাকুলসর্ব্বস্ব, ঊর্দ্ধাম্নায় সংহিতা ইত্যাদি

সিদ্ধয়ে। বক্ষ্যে রহস্যং তারায়া ব্রহ্মানন্দো হিতায় বৈ ॥ ২ ॥
ইতি প্রথমং মঙ্গলাচরণং ॥

নানাশাস্ত্রার্থবিলোকনপূর্ব্বকং শ্রীমত্তারাদেব্যা রহস্যং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষাণাং তারামন্ত্রেণ দায়কম্। সকলগুরুমতং প্রাতঃকৃত্যাদিক্রিয়াজ্ঞানার্থং, দেবতানিরূপণাদিগ্রন্থঃ সাধকহিতায় ব্রহ্মানন্দেন ময়া যত্নেন ক্রিয়তে ॥ ৩ ॥

প্রথমে নিগমে কল্পে রত্নদ্বীপে সুরালয়ে। শ্রুত্বা কালীমুখাদ্বাক্যং ন চ হৃষ্টঃ সদাশিবঃ। পুনঃ পুনঃ পৃচ্ছ্যমানং প্রশ্নঞ্চৈবাকরোচ্ছিবা। যয়া মূর্ত্ত্যা করালাস্যং রাবণং

নানাবিধ শাস্ত্র বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ব্রহ্মানন্দগিরি তারামন্ত্র সিদ্ধির নিমিত্ত লোকের হিতকামনায় তারারহস্য বর্ণন করিব ॥ ২ ॥

আমি ব্রহ্মানন্দগিরি বিবিধ শাস্ত্রার্থ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক দেবতার স্বরূপ ও মন্ত্রাদি নিরূপণাত্মক তারারহস্য নামক গ্রন্থ সাধকগণের হিতকামনায় প্রণয়ন করিতেছি, ইহাতে গুরুবর্গের মতানুযায়ী প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি ক্রিয়াজ্ঞানোপযোগী বিষয়গুলি সন্নিবেশিত ও তারামন্ত্র লিখিত হইল। তারার সাধনা করিলে ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

প্রথম নিগম কল্পে রত্নদীপস্থ সুরালয়ে সমাসীন সদাশিব কালিকা-মুখ নিঃসৃত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া পরিতোষ লাভ করিতে পারিলেন না, বিধায় পূর্ব্বপৃষ্ট প্রশ্নগুলি বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে মূর্ত্তিতে বিকট-বদন রাবণকে বিনাশ

নাশিতং পুরা। বরাভয়করা দেবী খড়্গমুণ্ডধরা তথা। ললজ্জিহ্বা চোগ্ররূপা কালী সর্ব্বৈঃ সুপূজিতা। তদা চিন্তান্বিতা দেবা রুদ্রার্থং সর্ব্বদা প্রিয়ে। দেবতাভিঃ সমং ব্রহ্মা স্তুতিং কর্ত্তুং সমাগতঃ। দৃষ্ট্বা তান্ মোক্ষদা দেবী কবিত্বধনদায়িনী। প্রাপ্তলজ্জা মহাদেবী দক্ষিণে খড়্গমানয়েৎ। লজ্জয়া নম্রবক্ত্রা চ তস্মাল্লম্বোদরী পরা। রুদ্রাদ্বিগলিতং বাসো ব্রহ্মা চর্ম্মাম্বরং দধৌ। কাঞ্চীমুদ্রাং প্রগৃহীত্বা কর্ত্রীং কৃত্বাথ দক্ষিণে। ভূমৌ চ মুকুটং ক্ষিপ্ত্বা তত্র রুদ্রং সমানয়েৎ। ভূমৌ নিপত্য দেবেশং পপাত চরণান্তিকে। অযুতং দ্বাদশং দেবি পুস্তকং চাবলোকিতম্। কলাং বক্তুং ন শক্তোঽহং বদ যোগং সুরেশ্বরি। মাতর্ম্মে কালিকে দেবি

করিয়াছিলেন, বরাভয়করা খড়্গ ও মুণ্ডধারিণী, লোলরসনা, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, সেই কালিকা দেবী সকলেরই বিশেষ পূজিতা। প্রিয়ে! তৎকালে রুদ্রের নিমিত্ত দেবগণ চিন্তাকুল হইলে, ব্রহ্মা দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া স্তব করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। বাক্ পটুতা, ধন ও মোক্ষবিধায়িনী কালিকা দেবী তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া লজ্জিত হইলেন ও অবনত মস্তকে বাম হস্তধৃত খড়্গ দক্ষিণ হস্তে আনয়ন করিলেন। তৎকালে রুদ্রের পরিধেয় চর্ম্মাম্বর স্খলিত হইলে ব্রহ্মা তাহা ধারণ করিলেন। অনন্তর কাঞ্চীমুদ্রা গ্রহণ, দক্ষিণে খড়্গ ধারণ ও শিরস্থ মুকুট ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তথায় রুদ্রকে আনয়ন করিলেন। তখন দেবাদিদেব মহাদেব ভূমিতে চরণ সমীপে পতিত হইয়া বলিলেন, হে সুরেশ্বরি! আমি একশত বিংশতি সহস্রবার পুস্তক অবলোকন করিয়াছি,

প্রসীদ ভক্তবৎসলে ॥৪॥ শ্রুত্বা বাক্যং শিবস্যাপি, হসিত্বো-বাচ তারিণী। তদ্রূপাঃ পুরুষাঃ সর্ব্বে মদ্রূপাঃ সকলাঃ স্ত্রিয়ঃ। ইমং যোগং মহাদেব ভাবয়স্ব দিনে দিনে। পাদপদ্মে ততো নীলপদ্মং দত্তং মনোহরম্। গৃহীত্বা বামহস্তেন তত্তোয়ৈরভিষিচ্য চ। রুদ্রদত্তং পানপাত্রং বিধৃতং বামপাণিনা। এতেন তারা সা জাতা শীর্ষেঽক্ষোভ্যো ভুজঙ্গমঃ। মহাকালঃ স এব স্যাত্তারারূপং জগত্রয়ে ॥ ৫ ॥ যস্যাশ্চ স্মরণে সদ্যো ভোগমোক্ষঃ করস্থিতঃ। এবম্ভূতা মহাদেবী ব্রহ্মাণ্ডশূন্য-

---

তথাপি তোমার মাহাত্ম্য কলামাত্র বলিতেও সক্ষম হইতেছি না, অতএব হে ভক্ত-বৎসলে! মাতঃ কালিকে। আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া যোগ উপদেশ কর ॥ ৪ ॥

তারিণী দেবী সদাশিবের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—পুরুষ মাত্রেই তোমার রূপ এবং স্ত্রী মাত্রই আমার রূপ, হে মহাদেব! প্রতিদিন এই যোগ ভাবনা কর। তখন সদাশিব দেবীর চরণ-কমলে মনোহর নীলকমল সমর্পণ করিলে দেবী তাহা বাম হস্তে গ্রহণ ও সেই জলে অভিষিক্তা হইয়া মহাদেব প্রদত্ত পানপাত্র (সুরাভাণ্ড) বাম হস্তে ধারণ করিলেন, এইরূপে দেবী, তারা মূর্ত্তি ধারণ করিলে অক্ষোভ্যনামক মহাকাল মস্তকে সর্পরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, এই প্রকারে ত্রিজগতে তারারূপের আবির্ভাব হইয়াছে ॥ ৫ ॥

যাহাকে স্মরণ করিলে মনুষ্যের তৎক্ষণাৎ ভুক্তি ও মুক্তি করতলবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। ঈদৃশী মহাদেবী তারা ব্রহ্মাণ্ড শূন্যের

মধ্যগা। সৃষ্টিকরী মহাদেবী তারারূপা ত্রয়ান্বিতা। দ্বিতীয়ে শূন্যে চণ্ডে চ সুবিরাড়্রূপধারিণী। তৃতীয়ে চ মহাশূন্যে তড়িৎকোটিসমপ্রভা। নিরাকারা নিরাধারা তারা সর্ব্বার্থসাধিকা। চতুর্থে শূন্যমাশ্রিতা বিষ্ণুঃ পালয়তে ধ্রুবম্। তস্মাজ্জাতশ্চতুর্ব্বক্ত্রঃ সৃষ্টিং বিতনুতে ধ্রুবম্। পঞ্চশূন্যে মহাদেবী শিবরূপা ত্রিলোচনা। লয়ং নয়তি ব্রহ্মাণ্ডং মহাকালেন লালিতা। পুনর্ব্রহ্মাণ্ডনির্ম্মাণার্থং মহাবিদ্যা চ তারিণী। সর্ব্বান্তে কালিকাং মূর্ত্তিং ত্যক্ত্বা বস্ত্রং পুনর্দধৌ॥ ষষ্ঠে শূন্যময়ং ব্রহ্ম বিশ্বং বিশ্বেশ্বরস্তথা। মহামহাশব্দা পরা

মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক সকলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়ে শূন্য আশ্রয় করিয়া নিখিল ভুবনব্যাপিনী বিরাট্‌রূপে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। তৃতীয়ে মহাশূন্যে অবস্থান করিয়া কোটি বিদ্যুৎ প্রভায় বিরাজ করেন, ইহাঁর কোন আকার বা আধার নাই। চতুর্থে শূন্য অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করিয়া থাকেন। সেই বিষ্ণু হইতে চতুরানন উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। পঞ্চশূন্যে সেই ত্রিলোচনা মহাদেবী শিবরূপিণী হইয়া মহাকালের সহায়তা অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডের সংহার করিয়া থাকেন। মহাবিদ্যা তারিণী মহাপ্রলয়ের অবসানে পুনর্ব্বার সৃষ্টি সাধনার্থ কালিকা মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া আবার বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নিজমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন, এইরূপে ষষ্ঠে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর ব্রহ্ম সকলই শূন্যময় হইয়া থাকেন। তখন মহামহা শব্দে পরিকীর্ত্তিতা মূল তারিণীই কেবল কালিকারূপে

কালিকা বীজতারকা। পঞ্চশূন্যে স্থিতা তারা সর্ব্বান্তে কালিকা স্থিতা ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থা-
বধূতবিরচিতে তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যো-
ত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে
প্রথমে পটলে সৃষ্টি-
প্রকরণ-পটলঃ।

সাধকো ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় যোষাদর্শনং কৃত্বা চোত্তরাস্যঃ স্বনাভৌ দক্ষিণহস্তোপরি বামহস্তং দত্ত্বা শিরসি দ্বাদশার্ণসরসিরুহোদরসহস্রদলকমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং নানালঙ্কারভূষিতং রক্তশক্তিবামভাগং ত্রিনয়নং বিম্বাধরং শক্তিবদনারবিন্দং সমালোকয়ন্তং হৃষ্টমানসং স্বস্তিকাসনস্থং বিভাব্য

বিরাজ করেন এইরূপে দেবী তারা পঞ্চশূন্যে এবং কালিকা মহাপ্রলয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

তারারহস্যের সৃষ্টি প্রকরণ নামক
প্রথম পটল সমাপ্ত ॥

সাধক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে (রাত্রির শেষ পাদে) উত্থান ও স্ত্রীর মুখাবলোকন পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখ হইয়া স্বকীয় নাভি দেশে দক্ষিণ হস্তের উপরিভাগে বাম হস্ত বিন্যাস করিয়া শিরস্থ দ্বাদশবর্ণাত্মক পদ্মোদর মধ্যে সহস্রদলকমলে অবস্থিত, শুভ্রবর্ণ, বিবিধভূষণে বিভূষিত, রক্তবর্ণা শক্তির দক্ষিণভাগে উপবিষ্ট, নয়ন ত্রিতয়াম্বিত,

মানসোপচারৈরারাধ্য ঐঁ ইতি অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সমর্প্য প্রণমেৎ। ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ (ক)॥ ১॥ উত্থায় পশ্চিমে যামে ভাবয়েদ্‌ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ। ভাবয়েৎ স্বগুরুং ততঃ ইতি পাঠান্তরম্। রক্তশক্ত্যা সমাযুক্তং শুক্ররূপং মহেশ্বরম্। সহস্রারে মহাপদ্মে কর্পূরধবলং গুরুম্। উত্থায় পশ্চিমে যামে তচ্চৈতন্যং সমাচরেৎ। সর্ব্ববিদ্যাস্থ সর্ব্বত্র প্রাতঃকৃত্যাদি-কর্ম্মসু। ধ্যানযোগে বামহস্তে দক্ষিণং পরিধারয়েৎ। ইতি নানাশাস্ত্রানুকুলপ্রাতঃকৃত্যাদিবচনাৎ। তারাবিষয়ে বৈপরী-

---

বিম্বাধর-সুশোভিত, শক্তি-দেবীর বদন-কমল সন্দর্শনে প্রফুল্লচিত্ত, স্বস্তিকাসনস্থ গুরুরূপী শিবকে ভাবনা ও মানসোপচারদ্বারা আরাধনা করিয়া ঐং এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া ওঁ গুহ্যাতি-গুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাত্বয়ি স্থিতে। এই মন্ত্রে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে॥ ১॥

সাধক রাত্রির শেষ যামে উত্থান করিয়া, ব্রহ্মরন্ধ্রে, রক্তবর্ণা শক্তির সহিত সহস্রার মহাপদ্মে বিরাজমান, কর্পূরের ন্যায় ধবলবর্ণ শুক্ররূপ গুরুরূপী মহেশ্বরকে ভাবনা এবং তদীয় চৈতন্য সমাধান করিবে। সমস্ত ক্রিয়া বিষয়েই প্রাতঃকৃত্যাদি সমুদায় কর্ম্ম এবং ধ্যানযোগ সর্ব্বত্রই বাম হস্তের উপরি দক্ষিণ হস্ত স্থাপন

ত্বামিতি ॥ তারাগমে। স্বনাভৌ দক্ষিণ হস্তে, বামহস্তং প্রদাপয়েৎ। ভাবয়েচ্চ সহস্রারে শ্রীগুরুং শক্তিযুক্তকম্ ॥ মহানীলেঽপি। তারাবিদ্যাসু সর্ব্বাসু ভাবনাদৌ ব্যতিক্রমঃ। স্বনাভৌ পাণ্যোর্যোগশ্চ ভূতশুদ্ধ্যাদিকে শিব। সহস্রারে মহাপদ্মে ইন্দুকুন্দ সমপ্রভং। রক্তশক্ত্যা-সমাযুক্তং ভাবয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ২ ॥

তারানিগমাদেরপি। প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্। বরাভয়করং শান্তং দেব্যাশ্চ বদনাম্বুজম্। দৃষ্ট্বা হৃষ্টং ব্রহ্মময়ং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্। নানারঙ্কার-

---

করিতে হইবে। প্রাতঃকৃত্যাদি কার্য্য বিষয়ক বিবিধশাস্ত্রীয় বচনানুসারে এইরূপ বিধিই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু তারা বিষয়ে ইহার বৈপরীত্য দেখিতে পাওয়া যায়। তারাগমে বলিয়াছেন, স্বকীয় নাভিদেশে দক্ষিণ হস্তের উপরি বাম হস্ত প্রদান পূর্ব্বক সহস্রারে শক্তির সহিত বিরাজমান শ্রীগুরুর ভাবনা করিবে। মহানীলতন্ত্রেও বলিয়াছেন, সমস্ত তারাবিদ্যাতেই ভাবনাদির ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। স্বনাভিতে উভয় হস্তের যোগ করিতে হইবে। ভূতশুদ্ধ্যাদিতেও ঐরূপ বিধি অবলম্বিত হইয়া থাকে। সহস্রার মহাপদ্মে ইন্দু ও কুন্দসন্নিভ, রক্তবর্ণ শক্তিসমাযুক্ত গুরুর ভাবনা করিবে ॥ ২ ॥

তারানিগমাদিতেও বলিয়াছেন, প্রাতঃকালে শিরোদেশে শ্বেতপদ্মাসীন গুরুর ভাবনা করিবে। তাঁহার দুই নেত্র, দুই হস্ত, হস্তে বর ও অভয় বিরাজমান। তাঁহার প্রকৃতি শান্তিগুণের

সংযুক্তং ভাবয়েৎ স্বস্তিকাসনে। সর্ব্বজ্ঞানপ্রদং দেবং জ্ঞানানন্দস্বরূপিণম্। তথাচ বাগ্‌ভবং বীজং সর্ব্বজ্ঞানবিশুদ্ধয়ে। ন জপ্ত্বা বাগ্‌ভবং বীজং তারিণীং যস্তু ভাবয়েৎ। ন সিদ্ধিস্তস্য দেবেশ বিঘ্নস্তস্য ক্রিয়াসু চ॥ প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে গুরুং সম্ভাব্য যত্নতঃ। জপ্ত্বা তু বাগ্‌ভবং বীজং সর্ব্বজ্ঞানবিশুদ্ধয়ে। ন জপ্ত্বা বাগ্‌ভবং বীজং প্রণমেচ্চ পুনঃ পুনঃ। সর্ব্বসাধারণব্রহ্মখণ্ডোক্তমন্ত্রেণ বারদ্বয়ং প্রণমেৎ তত্র প্রাণায়ামচতুষ্টয়স্যাবশ্যকত্বম্। মন্ত্রদ্বয়েন যুক্তেন প্রণমেৎ শ্রীগুরুং সদা। তারামন্ত্রবিশেষেণ কুলোক্তেন দ্বয়েন চ।

আধার। দেবীর বদনারবিন্দ দর্শন করিয়া, তাঁহার অতিমাত্র আহ্লাদ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ও পরব্রহ্মস্বরূপ, নানা অলঙ্কারে বিভূষিত, সর্ব্বজ্ঞানপ্রদ ও জ্ঞানানন্দস্বরূপ এবং স্বস্তিকাসনে বিরাজমান। এইরূপে গুরুর ভাবনা, এবং সর্ব্বজ্ঞান বিশুদ্ধির জন্য বাগ্‌ভববীজ জপ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি বাগ্‌বীজ (ঐং) জপ না করিয়া, তারিণীর ভাবনা করে, তাহার কখনও সিদ্ধি হয় না; প্রত্যুত প্রত্যেক কার্য্যে বিঘ্ন হইয়া থাকে। শক্তিসারে বলিয়াছেন, প্রাতঃকালে মস্তকে শ্বেতপদ্মে গুরুর ভাবনা করিয়া, পরে সর্ব্বজ্ঞান বিশুদ্ধির জন্য বাগ্‌ভববীজ জপ করিবে। বাগ্‌ভববীজ জপ না করিলে, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে হইবে। সর্ব্ব সাধারণ ব্রহ্মখণ্ডোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, বারম্বার প্রণাম করিবে। তন্মধ্যে চারিবার অবশ্য প্রাণায়াম করিতে হইবে। মন্ত্রদ্বয়যুক্ত সাধক তারামন্ত্রবিশেষ ও কুলোক্ত মন্ত্রদ্বিতয় সহকারে সর্ব্বদা

ততঃ স্বস্তিকাসনস্থঃ পৃথ্বীমণ্ডলাৎ সার্দ্ধত্রিবলয়াবসম্বিতাং রবি-কোটিসমপ্রভাং চন্দ্রকোটিসুশীতলাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিনীং নিরাকারস্বরূপাং পরব্রহ্মময়ীং কুণ্ডলিনীং জ্ঞানানন্দমুদিত-মানসাং মহাযোগস্বরূপিণীং মেরুদণ্ডপ্রকাশ্যপুরতঃ স্বয়ম্ভু-কনকবর্ণশীর্ষতঃ পদ্মবনসমুদ্ভবাং বহুতরপ্রণবানামেককৃত-শব্দবিভাগময়ীং তত্ত্বস্বরূপাং ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্নামধ্যতঃ চিত্রিণীং ব্রহ্মনাড়ীং প্রবেশয়েৎ। দ্বিতীয়ং পদ্মং বামতো বিভাব্য মৃদুমন্দগতিময়ীং লোলীভূতাং হৃৎপদ্মে বিশ্রাম্য গুরুযোগং বিভাব্য মানসৈঃ পূজয়েৎ। বিভাবয়েৎ সদা ভক্ত্যা সর্ব্বাদ্যাং ভুজগাকৃতিম্। ভূপদ্মে লিঙ্গমাবেষ্ট্য রাজতে ব্রহ্মরূপিণী ॥ ইতি শক্তিসারে ॥ ৩ ॥

শ্রীগুরুকে প্রণাম করিবে। অনন্তর স্বস্তিকাসনে উপবেশন করিয়া, যিনি সার্দ্ধত্রিবলয়বেষ্টিতা, যাঁহার প্রভা কোটি সূর্য্যের ন্যায়, যিনি কোটি চন্দ্রের ন্যায় পরমশীতলভাবাবিষ্টা ও স্বয়ম্ভু-লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া আছেন, যিনি নিরাকারস্বরূপা পরব্রহ্মময়ী, যিনি জ্ঞানানন্দে প্রমুদিতচিত্তা ও মহাযোগস্বরূপিণী, যিনি মূলাধার-সমুদ্ভবা, যিনি বহুতর প্রণব মধ্যে এককৃত-শব্দ-বিভাগময়ী, সেই তত্ত্বস্বরূপা কুণ্ডলিনীকে পৃথ্বীমণ্ডল (মূলাধার) হইতে ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে বিরাজমান-সুষুম্না-মধ্যস্থ ব্রহ্মনাড়ীতে প্রবেশিত করিবে। অনন্তর বামভাগে দ্বিতীয় পদ্মের ভাবনা করিয়া, সেই মৃদুমন্দগতিময়ী লোলভাবাপন্না কুণ্ডলিনীকে হৃৎপদ্মে বিশ্রাম করাইবে। পরে গুরুর সহিত কুণ্ডলিনী শক্তির সংযোগ ভাবনা

তারাসাররুদ্রাধ্যায়াদৌ। স্বয়ম্ভুনাম্নি যো নৈব লিঙ্গে ন ভাবয়েচ্ছিবে। শতকোটি জপেদ্দেবি তস্য সিদ্ধির্ন চৈব হি ॥ ৪ ॥ পূর্ব্বতো মেরুদণ্ডস্য ত্রিগুণাং গুণশালিনীম্। ইড়া-পিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না মধ্যমধ্যতঃ। চালয়েচ্ছ্যামলাং শুদ্ধিং জ্ঞানসন্দীপনীং পরাম্। তত্তৎকোটিপ্রভাযুক্তাং বিষতন্তুতনীয়সীম্। মধ্যতো ব্রহ্মনাড্যা চ রবিকোটিসমপ্রভাম্। দ্বিতীয়ে বামতো বুদ্ধ্যা গুরোরন্তিক মানয়েৎ। তত্রানীয় পরাং শুদ্ধাং জ্ঞানসন্দীপনীং শিবাম্। তড়িৎকোটি-প্রভাযুক্তাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্। পরাং কুণ্ডলিনী শক্তিং সাকারাং পরিভাবয়েৎ। তস্য মধ্যে সমানীয় রক্তবর্ণাং

করিয়া, মানস উপচার দ্বারা পূজা করিতে হইবে। যিনি মূলাধার পদ্মে স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া বিরাজ করিতেছেন, যিনি সকলের আদি, যাঁহার আকৃতি ভুজগসদৃশী, সেই ব্রহ্মরূপিণী কুণ্ডলিনীকে সর্ব্বদা ভক্তিসহকারে ভাবনা করিবে ॥ ৩ ॥

তারাসাররুদ্রাধ্যায়াদিতে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বয়ম্ভুনামক লিঙ্গে কুণ্ডলিনীর ভাবনা না করে, শতকোটি জপ করিলেও, তাহার সিদ্ধিলাভ হয় না ॥ ৪ ॥ যিনি মৃণালতন্তুর ন্যায় অতীব সূক্ষ্মা, যিনি সূর্য্যকোটিসম-প্রভাযুক্তা, যিনি সাক্ষাৎ শুদ্ধিস্বরূপিণী ও সকলেরই জ্ঞানমার্গ-প্রকাশিনী, সেই শ্যামবর্ণা গুণত্রয়বিভূষণা গুণশোভনা কুণ্ডলিনীকে মেরুদণ্ডের সম্মুখে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্য সুষুম্নার মধ্য ভাগে চালনা করিবে। পরে বুদ্ধি-সহকারে বামদিকে দ্বিতীয় পদ্মে গুরুর সমীপে আনয়ন করিয়া

প্বিভাবয়েৎ। তদা সিদ্ধিং সমাপ্নোতি নান্যথা কল্পকোটিভিঃ। জ্ঞানানন্দময়ীং সাক্ষাৎ সর্ব্বানন্দপ্রদায়িনীম্। নানালঙ্কার-ভূষাঢ্যাং ভাবয়েদ্‌গুরুসন্নিধৌ ॥ ৫ ॥ মানসৈঃ পূজয়িত্বা চ মূলমন্ত্রং শতং জপেৎ। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা চিন্তয়েৎ পর-দেবতাম্। বালাত্রিপুরসুন্দর্য্যা রূপং তত্র নিয়োজয়েৎ। উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং দ্বিভুজাং শিবসুন্দরীম্ ॥ ৬ ॥ প্রাতঃ-কৃত্যং বিধায়াথ মূলমন্ত্রং জপেন্ন চ। তস্য সিদ্ধির্ম্মহাদেবি হৃদয়ে যোগিনীগণৈঃ। এতেন গুরুসন্নিধৌ কুণ্ডলিনীং

সেই জ্ঞানমার্গপ্রকাশিনী, তড়িৎ-কোটিপ্রভা-শালিনী, ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবস্বরূপিণী, পরমকল্যাণরূপিণী, সত্ত্বগুণময়ী কুণ্ডলিনী-শক্তিকে সাকার রূপে ভাবনা করিতে হইবে। পরে তাহার মধ্যে আন-য়ন করিয়া, রক্তবর্ণা রূপে চিন্তা করিবে। এই প্রকার করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে। নতুবা, কোটি কোটি কল্পেও সিদ্ধিলাভের সম্ভা-বনা নাই। সাক্ষাৎ জ্ঞানানন্দময়ী ও সর্ব্বানন্দপ্রদায়িনী, বিবিধ অলঙ্কারভূষায় পরমশোভা-শালিনী কুণ্ডলিনীকে গুরুসন্নিধানে ভাবনা করিবে। ৫। পরে মানস উপচার দ্বারা পূজা করিয়া শতবার মূলমন্ত্র জপ এবং কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া, সেই পরদেবতার ধ্যান করিবে। অনন্তর তন্মধ্যে বালা ত্রিপুর-সুন্দরীর রূপ কল্পনা করিতে হইবে। ৬। তিনি উদীয়মান সূর্য্যসহস্রের ন্যায় প্রভাশালিনী এবং ভুজদ্বয়-সুশোভিনী শিবসুন্দরী। প্রাতঃকৃত্য অনুষ্ঠান করিয়া, মূলমন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হইবে। তাহা হইলে, সিদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, গুরুর

সাকারাং বিভাব্য মানসৈঃ সংপূজ্য মূলমন্ত্রৌত্তরশতং জপ্ত্বা সমর্প্য প্রণমেৎ ॥ ৭ ॥ ততো ভূমিং প্রণম্য কুমারীং ব্রাহ্মণাংশ্চ দৃষ্ট্বা পঠেৎ। ওঁ অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্। ব্রহ্মানন্দসদানন্দপরজ্ঞানবিধায়কঃ। তারকাভক্ত আনন্দপূর্ণানন্দসদাশিবঃ। ভৈরবোঽহং সুধাঢ্যোঽহং তত্ত্বজ্ঞোঽহং কুলস্ত্রিয়ঃ। গুরুপ্রসাদবানস্মি শক্তিসাধকসেবকঃ। লতানন্দঃ কুলানন্দঃ কুমারীদাস এব চ। কুমারীবণিকোঽহঞ্চ তারাচরণনায়কঃ *। (ক) ইতি তারানিগমোক্তং পঠিত্বা বহির্গচ্ছেৎ ॥ ৮ ॥ প্রাতঃকৃত্যং বিনা দেবি ন সিদ্ধির্জ্জায়তে

সান্নিধ্যে কুণ্ডলিনীকে সাকারা রূপে চিন্তা করিয়া, মানস-উপচার দ্বারা আরাধনা ও অষ্টোত্তর শত মূলমন্ত্র জপ করিয়া সমর্পণ করত প্রণাম করিতে হইবে। কুমারী ও বিপ্রবর্গের দর্শনানন্তর তারানিগমোক্ত (ক) চিহ্নিত স্তব পাঠ করিয়া, বহির্গত হইবে। দেবি! প্রাতঃকৃত্য না করিলে,

* অনন্তর ভূমিপ্রণাম করিয়া, কুমারী ও আমি সাক্ষাৎ দেবতা; অন্য কেহ নহি। আমিই ব্রহ্ম, এইজন্য আমি শোকের অবিষয়ীভূত। আমি সৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। আমি নিত্য-মুক্তস্বভাববান্। আমি ব্রহ্মানন্দ সদানন্দ ও পরম জ্ঞান-বিধায়ক। আমি তারকাভক্ত, আমি আনন্দস্বরূপ, আমি পূর্ণানন্দ-সদাশিব, আমি ভৈরব, আমি সুধাঢ্য, আমি কুলস্ত্রী-সমূহের তত্ত্বজ্ঞ, আমি গুরুর প্রসাদ লাভ করিয়াছি, আমি শক্তিসাধকগণের সেবক, আমি লতানন্দ ও কুলানন্দ; আমি কুমারীগণের দাস ও তদীয় বণিক্‌স্বরূপ। তারার চরণ আমার অধিনায়ক।

শিবে। ন পূজাফলমাপ্নোতি মন্ত্রজাপস্য নিশ্চিতম্। সন্ধ্যা ক্রিয়া নিষ্ফলা স্যাদ্বৈদিকী তান্ত্রিকী তথা। প্রাতঃকৃত্য-বিহীনস্য শৌচহীনা যথা ক্রিয়া ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যব্রহ্মানন্দগিরি-তীর্থাবধূতবিরচিতে তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যো-ত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে প্রথমপটলে প্রাতঃকৃত্যাদিপটলঃ।

ততঃ প্রাতঃকৃত্যানন্তরং স্নানং। সাধকানাং বৈদিকী তান্ত্রিকী প্রাতঃকালাবধিমহানিশাপর্য্যন্তং ক্রিয়া কর্ত্তব্যা। শিবপূজা তু বৈদিকতান্ত্রিকয়োরৈক্যত্বাৎ তৎপূজনঞ্চ। অতো

কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না, পূজা করিয়াও, কোনরূপ ফল সংগ্রহ হয় না এবং মন্ত্রজপ করিয়াও, ইষ্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই, তান্ত্রিকী ও বৈদিকী সর্ব্ববিধ ক্রিয়াই নিষ্ফল হইয়া থাকে। প্রাতঃকৃত্য না করিলে, ক্রিয়া মাত্রই শৌচহীন ক্রিয়ার ন্যায় হয় ॥৭—৯॥

শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূতবিরচিত-সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তম তারারহস্যে হরগৌরীসংবাদে প্রথমপটলে প্রাতঃকৃত্যাদি পটল সমাপ্ত।

অনন্তর প্রাতঃকৃত্য করিয়া স্নান করিতে হইবে। সাধকগণ প্রাতঃকাল হইতে মহানিশা পর্য্যন্ত বৈদিক ও তান্ত্রিক সমুদায় ক্রিয়া

নদ্যাদৌ গত্বা মজ্জনং কৃত্বা ওঁ অদ্যেত্যাদি শ্রীমত্তারাদেব্যাঃ প্রীতয়েঽস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য জলে ত্রিকোণং বিলিখেৎ॥ তারানিগমে। দেব্যাশ্চ প্রীতয়ে স্নানং কর্ত্তব্যং তন্ত্রবেদিভিঃ। তীর্থমাবাহ্য তোয়ে চ জপ্ত্বা মজ্জনপূর্ব্বতঃ॥ ১॥ তত্রৈব রুদ্রযামলে চ। যত্র যত্র মহাবিদ্যা ভবত্যেব উপাসিতা। তত্র তত্র ত্রিকোণঞ্চ অধোমুখমুদীরিতম্। দেবত্রিকোণে কর্ত্তব্যং ঊর্দ্ধাস্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥ তত্র। গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। (ক) ইত্যঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য প্রাণায়ামং করাঙ্গষড়ঙ্গে বিন্যস্য দেবীরূপং বিচিন্ত্য আত্মানং তারাময়ং বিভাব্য মূলং

করিবে। শিবপূজাও ঐ নিয়মে করিতে হইবে। কেমনা, বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়েরই ঐক্যবশতঃ তদীয় পূজা বিহিত হইয়াছে। এই কারণে নদীপ্রভৃতিতে গমন ও মজ্জন করিয়া, ওঁ অদ্যেত্যাদি বলিয়া, শ্রীমত্তারাদেবীর প্রীতির জন্য এই জলে আমি স্নান করিব, এইপ্রকারে সঙ্কল্প করিয়া, জলমধ্যে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। তারানিগমে বলিয়াছেন, দেবীর প্রীতির নিমিত্ত তন্ত্রবেদিগণের স্নান করা কর্ত্তব্য। জলমধ্যে তীর্থ আবাহন পূর্ব্বক জপ করিবে। রুদ্রযামলে লিখিত আছে, যে যে স্থলে মহাদেবীর উপাসনা করিতে হইবে, সেই সেই স্থলেই অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। দেব ত্রিকোণ বিষয়ে উর্দ্ধমুখ করিবে। মধ্যে, গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া, করন্যাস ষড়ঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম

শীর্ষে দশধা হৃদি দশধা জলে দশধা জপ্ত্বা ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রং বিলিখ্য ধেনুযোনিমৎস্যাঙ্কুশমুদ্রাঃ সূর্য্যাভিমুখং দ্বাদশধা বারি নিক্ষিপ্য মূলেন মূর্দ্ধানং সপ্তধাভিষিঞ্চেৎ॥ ২॥ ততঃ ইষ্টদেবতাচরণাম্বিঃসৃতজলে উদঙ্মুখঃ স্নাপয়েৎ। তারার্ণবাদৌ। তীর্থমাবাহ্য তোয়ে চ প্রাণায়ামষড়ঙ্গকৌ। দেবীরূপং জলে ধ্যায়েদাত্মানং তারিণীময়ম্। শীর্ষে হৃদি জলে জপ্ত্বা দশধা মূলমন্ত্রকম্। জলে ত্রিকোণবৃত্তঞ্চ চতুরস্রং লিখেদ্বুধঃ। অঙ্কুশং ধেনুমুদ্রাঞ্চ যোনিমৎস্যং প্রদর্শয়েৎ। রবৌ রবিজলং দত্ত্বা মূর্দ্ধানং সপ্তধা সিঞ্চেৎ॥ ইতি স্নানং॥ ৩॥

করিয়া বিশেষরূপে দেবীর রূপ চিন্তা ও আত্মাকে তারাময় ভাবনা করিতে হইবে। পরে মূলমন্ত্র শীর্ষে দশবার, হৃদয়ে দশবার ও জলে দশবার জপ করিয়া ত্রিকোণ, বৃত্ত ও চতুরস্র লিখিয়া, ধেনু, যোনিমণ্ডল, মৎস্য ও অঙ্কুশমুদ্রা প্রদর্শনসহকারে সূর্য্যাভিমুখে দ্বাদশবার জল নিক্ষেপ করিয়া, মূলমন্ত্র পাঠ করত মস্তকে সাতবার জল সেচন করিবে॥ ১—২॥ অনন্তর উত্তরমুখ হইয়া, ইষ্টদেবতার চরণ হইতে বিগলিত মনে করিয়া ঐজলে স্নান করিতে হইবে। তারার্ণবাদিতে লিখিত আছে, জলে তীর্থ আবাহন ও প্রাণায়াম ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া জলমধ্যেই দেবীর রূপ চিন্তা ও আত্মাকে তারিণীরূপে ধ্যান করিবে। পরে মস্তকে হৃদয়ে ও জলমধ্যে মূলমন্ত্র দশ বার জপ করিয়া, সলিলমধ্যে ত্রিকোণ চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া পরে অঙ্কুশ, ধেনু, যোনি ও মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া

তথাচ মহাচীনমহাতারার্ণবাদৌ। প্রকুর্য্যাদ্বৈদিকস্নানং তান্ত্রিকং তদনন্তরম্। সন্ধ্যাঞ্চ বৈদিকীং কৃত্বা তান্ত্রিকীং স্বয়মাচরেৎ। জলে ত্রিকোণং সংলিখ্য তীর্থান্যাবাহয়েত্ততঃ। তত্তেনাচমনং কৃত্বা বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রতঃ। কুশৈঃ সমূলৈরুদকম্ দদ্যাচ্ছীর্ষে চ সাধকঃ। ততশ্চ ভূমৌ দাতব্যং সপ্তধা সাধকোত্তমঃ। বামহস্তে জলং নীত্বা চাচ্ছাদ্য দক্ষিণেন চ। মন্ত্রং বারত্রয়ং জপ্ত্বা পঞ্চবর্ণান্ জপেত্ততঃ। ক্ষান্তং চন্দ্রসমাযুক্তং সপ্তবর্ণাদ্যমেব চ। বহ্নিবীজং পৃথিব্যাশ্চ বারুণং তদনন্তরম্। হঁ যঁ রঁ লঁ বঁ ইত্যেকজটামন্ত্রেঽঘমর্ষণমন্ত্রকম্।

সূর্য্যমণ্ডল উদ্দেশে দ্বাদশবার জলোৎক্ষেপ করিয়া সেই জল দ্বারা সাতবার মস্তক অভিষিক্ত করিবে। ইহাই স্নান বিধি। মহাচীন ও মহাতারার্ণবাদিতে বলিয়াছেন, প্রথমে বৈদিক স্নান ও পরে তান্ত্রিক স্নান করিয়া, প্রথমে বৈদিকী ও পরে তান্ত্রিকী সন্ধ্যা নিষ্পাদন করিবে। অনন্তর জলমধ্যে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া উহাতে তীর্থাবাহনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা আত্মতত্ত্বায স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রে আচমন করিয়া সমূল কুশ দ্বারা মস্তকে জল দিবে। পরে ভূমিতে সাতবার জলাভ্যুক্ষণ করিয়া বাম হস্তে জল লইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক বারত্রয় মন্ত্রজপ ও তদুপরে হং যং রং লং বং এইপঞ্চবর্ণ জপ করিতে হইবে। ইহাই একজটামন্ত্রে অঘমর্ষণ মন্ত্র। তত্ত্বমুদ্রা করিয়া গলিত উদকবিন্দু দ্বারা মস্তক অভিষিক্ত করিতে হইবে। পরে অবশিষ্ট সেই জল দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া বামনাড়ী যোগে ফট্ মন্ত্রদ্বারা পুরোভাগে কল্পিত শৈলে নিক্ষেপ করিবে। ঐ জল দেহস্থ

মুদ্রয়া স্নাপয়েচ্ছীর্ষং গলিতোদকবিন্দুভিঃ। মুদ্রা তু তত্ত্বমুদ্রা স্যাৎ সন্ধ্যায়াং কুলতর্পণে। তজ্জলং দক্ষহস্তেন বামনাড়ীং প্রেরোপয়ন্। অস্ত্রবীজেন মন্ত্রেণ পুরঃ পাষাণবজ্রকে। তাড়য়েৎ সাধকঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ে জ্ঞানসিদ্ধয়ে। কৃষ্ণবর্ণং জলং ধ্যাত্বা পাপেন পুরুষেণ চ। নাড়ীনাং ক্ষালনং কৃত্বা দেহস্য ক্ষালনন্তথা। ততশ্চ তর্পয়েদ্দেবীং অমৃতানন্দরূপিণীম্। দেবানৃষীংশ্চ পিতৃংশ্চ গুরুং পরগুরুন্ততঃ। পরমগুরুস্ততঃ ইতি দ্বিপাঠঃ। পরাপরগুরুঞ্চৈব পরমেষ্ঠিগুরুস্ততঃ। ততো মূলং সমুচ্চার্য্য দেবীং তারাং ততঃপরম্। শ্রীমদেকজটাং পশ্চাৎ তর্পয়ামি ততঃপরম্। গায়ত্র্যর্ঘ্যং প্রদদ্যাচ্চ ত্রযং কুসুমসংযুতম্। গায়ত্রীঞ্চ ততো ধ্যায়েজ্জপেদ্বিংশতিসংখ্যকম্ ॥ ৪ ॥ জলেহধোমুখত্রিকোণং বিলিখ্য ওঁ গঙ্গে

পাপপুরুষের সংসর্গে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে চিন্তা করিবে। এই পাপ পুরুষের বিনাশ সাধন করিতে পারিলেই সাধক সর্ব্বসিদ্ধি এবং জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। এই প্রকারে নাড়ী সকলের সহিত দেহ প্রক্ষালনপূর্ব্বক, অমৃতানন্দরূপিণী দেবীর সহিত দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু ও পরমেষ্ঠি গুরু, ইহাঁদের সকলের তর্পণ করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, দেবী তারার তর্পণ করিবে। পরে সূর্য্যমণ্ডলে দেবীর ধ্যান করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিয়া এক বিংশতি বার গায়ত্রী জপ করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠান পদ্ধতি লিখিত হইতেছে ॥৪॥ প্রথমে জলমধ্যে অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করত, ওঁ

চেত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য। ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা। ইত্যাচম্য মূলেন কুশেন সপ্তধা শীর্ষে ভূমৌ সপ্তধা দত্ত্বা বাম হস্তে জলং নীত্বা দক্ষহস্তেনাচ্ছাদ্য তেজো রূপং জলং ধ্যাত্বা মূলং ত্রিবারং তত্র জপ্ত্বা হং যং রং লং বং ইতি ত্রিরভিমন্ত্র্য গলিতোদকবিন্দুভিঃ তত্ত্বমুদ্রয়া মূর্দ্ধানং সপ্তধাভ্যুক্ষ্য শেষজলং দক্ষহস্তেনাদায় ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃপাপং প্রক্ষাল্য তজ্জলং কৃষ্ণবর্ণং ধ্যাত্বা বামকুক্ষিস্থিতং পাপপুরুষেণ সহ পুরঃকল্পিতবজ্রশিলায়াং ফড়িতি তাড়য়েৎ। ততো হস্তং প্রক্ষাল্য তারাং স্মৃত্বা একৈকাঞ্জলিনা ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি ওঁ পিতৄংস্তর্পয়ামি ওঁ গুরূংস্তর্পয়ামি ওঁ পরমগুরূং

গঙ্গে চ যমুনে চৈব, ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তীর্থাবাহন করিয়া যোনি মুদ্রা প্রদর্শন-পুরঃসর, ও আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা; ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রে আচমন করিয়া মূলমন্ত্রে কুশ দ্বারা সাতবার মস্তকে ও সাতবার ভূমিতে জলাভ্যুক্ষণ করিয়া, বামহস্তে জল লইয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন ও সেই জলকে তেজোরূপে ধ্যান করিয়া, তাহাতে মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া পরে হং যং রং লং বং এই মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রণ করিয়া তত্ত্বমুদ্রা করিয়া গলিত উদকবিন্দু দ্বারা সাতবার মস্তক অভ্যুক্ষিত করিয়া অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া ইড়া নাড়ী দ্বারা আকর্ষণ ও দেহান্তর্ব্বর্ত্তী পাপ প্রক্ষালন করিয়া সেই জলকে কৃষ্ণবর্ণ ধ্যান করত বাম কুক্ষিস্থিত পাপপুরুষের সহিত পুরোভাগে কল্পিত

স্তর্পয়ামি ওঁ পরাপরগুরূংস্তর্পয়ামি ওঁ পরমেষ্ঠিগুরূংস্তর্পয়ামি। মূলমুচ্চার্য্য দেবীং তারাং শ্রীমদেকজটাং তর্পয়ামি স্বাহা। ইতি ত্রিঃ। ততো দূর্ব্বাক্ষতরক্তপুষ্পসহিতার্ঘ্যং গৃহীত্বা ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীসূর্য্যায় প্রকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং দদে (ক)। ইতি সূর্য্যার্ঘ্যং দত্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলে দেবীং ধ্যাত্বা গায়ত্রীমুচ্চার্য্য সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ তারাদেব্যৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ ইদমর্ঘ্যং নমঃ। ইতি ত্রিঃ॥ ৫॥ ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ। ওঁ প্রাতরাধারকমলে হুতভুঙ্মণ্ডলোপরি। বাগ্বীজরূপাং বিদ্যাং তাং বিদ্যুদুপলভাস্বরাম্। পুষ্পবাণেক্ষুকোদণ্ডপাশাঙ্কুশ-

---

বজ্রশিলায়, ফট্, এই মন্ত্রে আহত করিবে। অনন্তর হস্ত প্রক্ষালন ও তারারস্মরণপূর্ব্বক এক এক জলাঞ্জলি দ্বারা ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি, ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি, ওঁ পিতৄংস্তর্পয়ামি, ওঁ গুরূংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরমগুরূংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরূংস্তর্পয়ামি, এই বলিয়া প্রত্যেকের তর্পণ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দেবীং তারাং শ্রীমদেকজটাং তর্পয়ামি স্বাহা এই বলিয়া তিনবার দেবীর তর্পণ করিয়া দূর্ব্বা, আতপ তণ্ডুল ও রক্তবর্ণ পুষ্প সহিত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া, ওঁ হ্রীং ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রে শ্রীসূর্য্যকে অর্ঘ্যদান করিয়া সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ তারাদেব্যৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ ইদমর্ঘ্যং নমঃ এই বলিয়া দেবীকে তিনবার অর্ঘ্য প্রদান করিবে॥ ৫॥ পরে সূর্য্যমণ্ডলে দেবীর ধ্যান করত গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, প্রাতঃকালে আধারপদ্মে বহ্নিমণ্ডলের উপরিভাগে বাগ্বীজরূপিণী, বিদ্যাস্বরূপিণী, বিদ্যুদ্দাম-সদৃশ-পরম-

লসৎকরাম্। স্বেচ্ছাগৃহীতবপুষীং গুরুবিদ্যাকরাত্মিকাম্॥ ৬॥ মধ্যাহ্নে হৃদয়াম্ভোজকার্ণকাসূর্য্যমণ্ডলে। কামবীজাত্মিকাং দেবীং অলক্তকরসারুণাম্। প্রসূনবাণপুণ্ড্রেক্ষুচাপপাশাঙ্কুশান্বিতাম্। পরিস্তৃতা চ মুখ্যাভিঃ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বসেবিতাম্। সায়যজ্ঞে সরোজস্থে চন্দ্রে চন্দ্রসমদ্যুতিং। শক্তিবীজাত্মিকাং চাপবাণপাশাঙ্কুশান্বিতাম্। চিন্তয়িত্বা ভগবতীং নিত্যাভিঃ পরিবারিতাম্। যুগ্মনিত্যাক্ষরাকারাং ঘণ্টিকাবরসন্নিভাং। তারাসারমতং ধ্যায়েদ্‌গায়ত্রীং তারকামনৌ। ত্রিপুরায়া বিশেষেণ দেব্যাশ্চৈকজটামনৌ। ইতি তারাসারোক্তশ্রবণাৎ॥ ৭॥ ত্রিপুরাসুন্দরীবিষয়ে চ গায়ত্র্যা ইদং ধ্যানম্। তথা নীলসরস্বতীতারাদ্যোঃ। তারায়ৈ চ পদং প্রোচ্য বিদ্মহে তদনন্তরম্। মহোগ্রায়ৈ ততো দদ্যা-

---

প্রভাশালিনী, পুষ্প, বাণ, ইক্ষু, কোদণ্ড, পাশ ও অঙ্কুশধারিণী, স্বেচ্ছাগৃহীতশরীরিণী, গুরুবিদ্যাকারময়ী এবং মধ্যাহ্নে হৃৎপদ্মের কর্ণিকাস্থ সূর্য্যমণ্ডলে কামবীজময়ী, দেবীরূপিণী, অলক্তক রসের ন্যায় অরুণবর্ণ দেহধারিণী, পুষ্প, বাণ, ইক্ষু, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশশোভিনী, মুখ্যদেবীগণে পরিবৃতা, ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বপরিসেবিতা, এবং সায়ংকালে সহস্রারপদ্মে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় দ্যুতিশালিনী, শক্তিবীজস্বরূপিণী, ধনু, শর, পাশ, ও অঙ্কুশধারিণী, নিত্যাদেবীগণে পরিবৃতা ভগবতীর চিন্তা করিবে॥ ৬॥ তারকামন্ত্রবিষয়ে, বিশেষতঃ ত্রিপুরা ও দেবী একজটার মন্ত্রবিষয়ে তারা সারোক্ত মতে গায়ত্রীর ধ্যান করিতে হইবে॥ ৬—৭॥ ত্রিপুরাসুন্দরীবিষয়ে এইরূপ গায়ত্রীর

দ্বীমহীতি ততঃপরম্। তন্নো দেবীতি চোচ্চার্য্য ততো দদ্যাৎ প্রচোদয়াৎ ॥ ইতি তারানিগমাদিনানাগ্রন্থসম্মতা গায়ত্রী জপ্তব্যা ॥ ৮ ॥ তত্র সামান্যাদৌ জপ্ত্বা দশধা সাধকোত্তমঃ। বিশেষিকাং জপেদ্বিদ্যাং গায়ত্রীং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্। শতং বা বিংশতিং বাপি যো জপেৎ সাধকাগ্রণীঃ। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ স্বয়ং তারাপুরে বসেৎ। গোঘ্নশ্চৈব কৃতঘ্নশ্চ ব্রহ্মস্ত্রীঘ্নশ্চ যো নরঃ। গুরুতল্পরতো বাপি স্নুষায়াং বা গতো যদি। এতৈঃ পাপৈর্ব্বিমুচ্যেত সত্যং সত্যং সদাশিব। কুমারীগমনাদ্দোষো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। ততশ্চ মুচ্যতে লোকো গায়ত্রীস্মরণাদপি। গায়ত্র্যা-আগমোক্তায়াঃ শতমাত্রজপাদপি। এতৈঃ পাপৈর্ব্বিমুচ্যেত

ধ্যান করিতে হইবে। নীলসরস্বতী ও তারাদির বিষয়ে ঐরূপ ধ্যান বিহিত হইয়াছে। তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবি প্রচোদয়াৎ। তারানিগমাদি নানাগ্রন্থ সম্মত এই গায়ত্রী জপ করিবে ॥ ৮ ॥ তন্মধ্যে প্রথমে সামান্যভাবে সর্ব্বসিদ্ধিদা গায়ত্রী দশবার জপ করিয়া, পরে বিশেষরূপে শত বা বিংশতিবার গায়ত্রী জপ করিবে। এইপ্রকার করিলে সাধক সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া, স্বয়ং তারাপুরে বাস করিতে পারে। হে সদাশিব! সত্য সত্যই বলিতেছি, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, কৃতঘ্নতা, গুরুপত্নীহরণ ও পুত্রবধূগমন করিলে, যে পাপ হয়, তৎসমস্তও এই গায়ত্রী জপ করিবামাত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐরূপ জপ করে, সে কুমারীগমন করিলেও, কখন পাপে লিপ্ত হয় না। গায়ত্রীর স্মরণ

সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি। এতৈঃ পাপৈর্বিমুক্তৈশ্চ বিশেষস্মরণাদপি। তস্মান্নিগদিতা বিদ্যা জপ্তব্যা সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৯ ॥ কূর্চবীজং সমুদ্ধৃত্য ভগবত্যেকজটে ততঃ। বিদ্মহে ঘোরদ্রংষ্ট্রে চ ধীমহীতি ততঃ পরম্। তন্নস্তারে ততো জপ্ত্বা ততো পদ্যং প্রচোদয়াৎ। হূঁ ভগবত্যেকজটে বিদ্মহে ঘোরদংষ্ট্রে ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ ॥ ইতি শতং বিংশতিং বা জপ্ত্বা সমাপ্য মূলমন্ত্রোত্তরশতং জপেৎ। গায়ত্রীং পরিজপ্যাথ মূলমন্ত্রং জপেন্ন চ। সা সন্ধ্যা নিষ্ফলা জ্ঞেয়াপ্যভিচারায় কল্পতে ॥ ১০ ॥ প্রাতঃসন্ধ্যাবিহীনশ্চ ন চ স্নানফলং লভেৎ। মধ্যাহ্নসন্ধ্যাহীনশ্চ ন পূজাফল-

---

মাত্রেই তত্তৎ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। অয়ি সুরেশ্বরি! সত্যসত্যই বলিতেছি, আগমোক্ত এই গায়ত্রী শতমাত্র জপ করিলে ঐ সকল পাপ বিনষ্ট হয়। বিশেষ গায়ত্রীর জপ করিলেও, ঐরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। এই জন্য সিদ্ধিকামী পুরুষ এই ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রীর জপ করিবে ॥ ৯ ॥ হূঁ ভগবত্যেকজটে বিদ্মহে ঘোরদংষ্ট্রে ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ, এই গায়ত্রী শত বা বিংশতিবার জপ করিয়া, জপ সমাপনান্তে একশত আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। গায়ত্রী জপ না করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিলে সন্ধ্যা নিষ্ফলা হয়। উহা আভিচারিক কার্য্যরূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ প্রাতঃসন্ধ্যা না করিলে, স্নানফললাভে বঞ্চিত হইতে হয়। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা না করিলে, পূজাফলপ্রাপ্তি হয় না এবং সায়ংসন্ধ্যা না করিলে, জপের বিঘ্ন সংঘটিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞ সাধক

মাপ্নুয়াৎ। সায়ংসন্ধ্যাবিহীনস্য জপবিঘ্নঃ সদা ভবেৎ। তস্মাৎ সুন্দরি তত্ত্বজ্ঞঃ সন্ধ্যাত্রয়মুপাচরেৎ ॥ ১১ ॥ প্রাতর্ন তর্পণঞ্চ কার্য্যং ন চ সায়ং বিশেষতঃ। মধ্যাহ্নে তর্পণং কৃত্বা যথোক্তফলবান্ ভবেৎ ॥ ১২ ॥ অর্ঘ্যহীনা তু যা সন্ধ্যা শোকদুঃখপ্রদা মতা। অর্ঘ্যং ত্রিসন্ধ্যং দেয়ঞ্চ অন্যথা নিষ্ফলো জপঃ। সমস্তাপি চ গায়ত্রী সত্যং সত্যং বরাননে। ততঃ সংহারমুদ্রয়া তত্তেজঃ স্বহৃদয়ে নয়েৎ। প্রণম্য চ পূজাঞ্চরেৎ। ইত্যেবং সন্ধ্যা শ্রীমদেকজটাবিষয়া ইতি ॥ ১৩ ॥

অথোগ্রতারাসন্ধ্যা। মূলেন ত্রির্জ্জলং দেবতায়ৈ দত্ত্বা বামহস্তে জলং পূর্ব্ববদাচ্ছাদয়ন্ জপাঘমর্ষণং চ ততস্তত্বাচমন ততো মূলমুচ্চার্য্য শ্রীমদুগ্রতারাং দেবীং তর্পয়ামি নমঃ।

সন্ধ্যাত্রয় নিষ্পাদন করিবে। প্রাতঃকালে বিশেষতঃ, সায়ংকালে তর্পণ করিবে না। কেবলমাত্র মধ্যাহ্নে তর্পণ করিয়া যথোক্ত ফল লাভ করিবে ॥ ১১ ॥ অর্ঘ্যপ্রদান না করিয়া, সন্ধ্যা করিলে, ঐসন্ধ্যা শোক দুঃখ প্রদায়িনী হয়। এই কারণে তিন সন্ধ্যাতেই অর্ঘ্যপ্রদান করিবে, অন্যথা জপ নিষ্ফল হইয়া থাকে। অয়ি বরাননে। সত্য সত্যই বলিতেছি, সমস্তা গায়ত্রীও অর্ঘ্যদান না করিলে বিফল হইয়া থাকে। এই প্রকারে সন্ধ্যোপসনা করিয়া অনন্তর সংহারমুদ্রাসহায়ে সেই তেজঃ স্বকীয় হৃদয়ে আনয়ন করিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক পূজায় প্রবৃত্ত হইবে। ইহাই একজটাবিষয়ক সন্ধ্যা বিধি ॥ ১২—১৩ ॥

এক্ষণে উগ্রতারার সন্ধ্যাবিধি লিখিত হইতেছে। মূলমন্ত্রে তিনবার দেবতার উদ্দেশে জলদান করিয়া, বাম হস্তে পূর্ব্ববৎ জল আচ্ছাদন, জপ, অঘমর্ষণ ও ওঁ আত্মতত্বায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে

ইতি ত্রিঃ। ততঃ ওঁ হ্রীঁ হং সঃ ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ইতি গায়ত্র্যা সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ শ্রীমদুগ্রতারায়ৈ ইদমর্ঘ্যং নমঃ ইতি ত্রিঃ ॥ ১৪ ॥ ততো গায়ত্রীং ধ্যায়েৎ। মূলেন ত্রির্জ্জলং দত্ত্বা দেবতায়ৈ বরাননে। ততো দেব্যা প্রকর্ত্তব্যমঘমর্ষণমুত্তমম্। ততস্ত্বাচমনং ততঃ স্যাদিষ্টতর্পণম্। অর্ঘ্যং দত্ত্বা চ গায়ত্র্যা ধ্যানং কুর্য্যাচ্চ সাধকঃ। দেবতাতর্পণে চৈব তুষ্টাঃ স্যুর্গুরুপঙ্ক্তয়ঃ। শরীরেঽস্যাস্ততো দেব্যাঃ সন্তি শাশ্বতারাজসাঃ। সর্ব্বসাধারণঞ্চাত্র ধ্যানং সর্ব্বজয়াবহম্। সর্ব্বদেবময়ী যস্মাৎ তারিণী ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ১৫ ॥ প্রাতঃ। উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং পুস্তকঞ্চাক্ষরাম্বুজাম্। কৃষ্ণাজিনাম্বরীং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতাম্বরে ॥ মধ্যাহ্নে। শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাম্। গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥ সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেত্ততঃ। শুক্লাং শুক্লা-

---

আচমন করিয়া পরে মূলোচ্চারণ পূর্ব্বক তিনবার শ্রীমদুগ্রতারাদেবীং তর্পয়ামি নমঃ এই বলিয়া তর্পণ করত, ওঁ হ্রীঁ হং স ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ এই বলিয়া অর্ঘ্যদান করিয়া সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ শ্রীমদুগ্রতারায়ৈ ইদমর্ঘ্যং নমঃ এই বলিয়া তিনবার অর্ঘ্য প্রদান করিয়া গায়ত্রীর ধ্যান করিবে ॥ ১৪—১৫ ॥

ধ্যান যথা,—প্রাতঃকালে তারকিত অম্বরপ্রদেশে উদীয়মান-সূর্য্যসহস্রসন্নিভা, পুস্তকহস্তা, কৃষ্ণাজিন-পরিধানা, ব্রহ্মরূপিণী গায়ত্রীর ধ্যান করিবে। মধ্যাহ্ন কালে, দেবী শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা, শঙ্খচক্রশোভিতকরা, গদাপদ্মধারিণী, সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়া বলিয়া

স্মরধরাং বৃষাসনস্থিতাশ্রয়াম্। ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলধৃ-নৃকরোটিকাম্। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্য-সেৎ ॥১৬॥ লজ্জাবীজং সমুদ্ধৃত্য উগ্রতারাপদং ততঃ। সম্বো-ধনান্তং দেবেশি বিদ্মহে তদনন্তরম্। শ্মশানবাসিনি পদং ধীমহীতি ততঃ পরম্। তন্নস্তারে সমুদ্ধৃত্য প্রচোদয়াৎ পদং ততঃ। সম্বোধনান্তং দেবেশি ততঃ স্যাত্তু প্রচোদয়াৎ। হ্রীঁ উগ্রতারে বিদ্মহে শ্মশানবাসিনি ধীমহি তন্নস্তারে প্রচো-দয়াৎ। ততঃ সামান্যগায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা সমাপ্য বিশেষ-গায়ত্রীং অষ্টোত্তরশতং জপেৎ। ততঃ সংহারমুদ্রয়া তত্তেজঃ স্বহৃদয়ে নয়েৎ ॥ ইত্যুগ্রতারাসন্ধ্যা ॥ ১৭ ॥ মূলেন জলং সংশোধ্য সূর্য্যাভিমুখং পঞ্চধা জপ্ত্বা জলঞ্চ পঞ্চ দত্ত্বা ওঁ হ্রীঁ স্বাহা ইত্যাচম্য কৃতাঞ্জলিঃ। ওঁ শ্মশানালয়মধ্যস্থাং চতু-

---

ধ্যান করিবে। সায়াহ্ন কালে, সেই বরদা দেবী গায়ত্রীকে শুক্লবর্ণা, শুভ্রবস্ত্রপরিধানা, বৃষাসনে আসীনা, ত্রিনয়না, পাশ, শূল, ও মনুষ্য শিরোহস্থিমালা-সুশোভিতা ও সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে সন্নিবিষ্টারূপে ধ্যান করিয়া, সাধনা করিবে ॥ ১৬ ॥ পরে, হ্রীং উগ্রতারে বিদ্মহে শ্মশানবাসিনি ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ। এই সামান্য গায়ত্রী দশধা জপ করিয়া, জপ সমাপনপূর্ব্বক বিশেষ গায়ত্রী অষ্টোত্তরশত বার জপ করিবে। পরে সংহারমুদ্রাযোগে সেই তেজ স্বকীয় হৃদয়ে আনয়ন করিবে। ইহাই উগ্রতারার সন্ধ্যা ॥ ১৭ ॥ মূলমন্ত্রে জল সংশোধন করিয়া সূর্য্যাভিমুখে পাঁচবার সেই জল দান করিয়া, ওঁ হ্রীং স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে আচমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া, ওঁ শ্মশানালয়-

র্ব্বর্গপ্রদায়িনীম্। মহামেঘপ্রভাং দেবীং নীলপদ্মে বিরাজিতাম্। সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যাং লোচনং হরনেত্রতঃ (ক)। ইতি পঠিত্বা জলে ষট্‌কোণমণ্ডলং বিলিখ্য তীর্থমাবাহ্য তত্ত্বাচমনং কৃত্বা মূলেন ত্রির্জ্জলং ভূমৌ দত্ত্বা ইত্যঘমর্ষণপর্য্যন্তং ততশ্চৈকজটাবত্তর্পণম্॥ অর্ঘ্যঞ্চ জলমূলে চ সংশোধ্য মূলমন্ত্রকম্। পঞ্চবারং জলং দত্ত্বা পূজাবচ্চাচমনঞ্চরেৎ। সূর্য্যস্য মণ্ডলং দেবীং ধ্যাত্বা তদ্বদাচমনঞ্চরেৎ। ততশ্চৈকজটাবচ্চ সন্ধ্যাং কুর্য্যাত্তু সাধকঃ। অর্ঘ্যে তু গায়ত্র্যা সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ তারাদেবৈ্য শ্রীনীলসরস্বত্যৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা॥ ইতি ত্রিঃ॥ ১৮॥ ততো ধ্যানং॥ প্রাতঃ। সূর্য্যমণ্ডলসংলগ্নাং মুক্তাহারবিশোভিতাম্। দ্বিনেত্রাং দ্বিভুজাং দেবীং চতুর্ব্বক্ত্রাং সরোজজাম্।

মধ্যস্থাং ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রপাঠসহকারে জলমধ্যে ষট্‌কোণ লিখিয়া, তীর্থাবাহনপুরঃসর ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে আচমন করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্রে তিনবার ভূমিতে জল দিয়া, একজটাবৎ তর্পণ করিতে হইবে। তাই বলিয়াছেন, অর্ঘ্য প্রদান করিয়া, পাঁচবার মূলমন্ত্রজপসহকারে পাঁচবার জল দিয়া, পূজার ন্যায়, আচমন করিবে। সূর্য্যমণ্ডল ও দেবী উভয়েরই ধ্যান করিয়া, পূর্ব্ববৎ আচমন করিবে। অনন্তর সাধক একজটার ন্যায় সন্ধ্যা করিবে। অর্ঘ্য প্রদান সময়ে গায়ত্রীজপসহকারে, সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ তারাদেবৈ্য শ্রীনীলসরস্বত্যৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা এই বলিয়া তিনবার অর্ঘ্য প্রদান করিয়া ধ্যান করিবে॥ ১৮॥ ধ্যান যথা,—প্রাতঃকালে দেবীকে সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতা, মুক্তাহারবিভূষিতা, দ্বিনেত্রা, দ্বিভুজা, চতুর্ব্বদনা ও পুষ্প-সমুদ্ভবারূপে চিন্তা

মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ চতুর্হস্তাঞ্চ ভৈরবীম্। মুক্তামাণিক্য-যুক্তাভির্নানাহারাদিশোভিতাম্। মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদাং দেবীং গায়ত্রীং সাধকাগ্রণীঃ। সায়াহ্নে সূর্য্যসংস্থাঞ্চ পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিলোচনাম্। মাহেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং জগজ্জঙ্গমপালিকাম্। তারং পূর্ব্ববং সমুদ্ধৃত্য নীলসরস্বতীপদম্। ধীমহি প্রথমং যোজ্যং সর্ব্বদায়ৈ চ বিদ্মহে। তন্নঃ শিবে পদঞ্চোক্ত্বা ততো দদ্যাৎ প্রচোদয়াৎ। ওঁ নীলসরস্বতী ধীমহি সর্ব্বদায়ৈ বিদ্মহে তন্নঃ শিবে প্রচোদয়াৎ। ততঃ সর্ব্বমেকজটাবৎ ॥ ১৯ ॥ তারার্ণবে চ মহাচীনবিশেষঃ। স্ত্রীণাঞ্চাপি চ শূদ্রাণাং ব্রাহ্মণানাং পৃথক্ পৃথক্। ব্রাহ্মণেন প্রকর্ত্তব্যং যদ্যদুক্তং হি পুস্তকে। অন্যথা নিষ্ফলং বিদ্যাৎ সর্ব্বা পূজাদিকা ক্রিয়া। প্রাতঃকৃত্যং

করিবে। মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপা, চতুর্হস্তা, মুক্তামাণিক্যযুক্ত বিবিধহারাদিশোভিতা, মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদা ভৈরবীরূপে ভাবনা করিবে। সায়াহ্নে সূর্য্যসংস্থিতা, পঞ্চবক্ত্রা, ত্রিলোচনা, মাহেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী ও জগতীস্থজঙ্গমপালিকারূপে ধ্যান করিতে হইবে। পরে নীলসরস্বতীর গায়ত্রী জপ করিবে। গায়ত্রী যথা ;—ওঁ নীলসরস্বতী ধীমহি সর্ব্বদায়ৈ বিদ্মহে তন্নঃ শিবে প্রচোদয়াৎ। ইহার পর অন্যান্য অনুষ্ঠান সমস্তই একজটার ন্যায় করিবে ॥ ১৯ ॥ তারার্ণবে লিখিত আছে, স্ত্রী, শূদ্র ও ব্রাহ্মণ ইহাদের সকলেরই পৃথক্ পৃথক্ পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুস্তকে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ বিহিত বিধানে তৎসমস্তই অনুষ্ঠান করিবেন। এই প্রকার না করিলে, তাঁহার সমস্ত পূজাদি

তথা স্নানং তথা সন্ধ্যাত্রয়ং শিবঃ। স্ত্রীশূদ্রয়োস্তারমন্ত্রে লজ্জাবীজং প্রকীর্ত্তিতম্। সর্ব্বত্র পূজা হোমাদাববিশেষো জ্ঞেয়ো বিধিঃ। ইতি নীলসরস্বতীসন্ধ্যা ॥ ২০ ॥

ততো দেব্যা মনুং বক্ষ্যে তারায়াশ্চ সদাশিবে। যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ২১ ॥

অথ বীজকোষো মহানীলতারানিগমাদৌ। ব্রহ্মা পৃথ্বী বামনেত্রং চন্দ্রবিন্দুসমন্বিতম্। কামবীজং সমাখ্যাতং ত্রৈলোক্যজয়দায়কম্। ক্ষান্তরেফসমাযুক্তং বামনেত্রং সচন্দ্রকম্। লজ্জাবীজমিতি খ্যাতং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্। ষষ্ঠস্বরসমোপেতং

ক্রিয়া বিফল হইবে। প্রাতঃকৃত্য, স্নান ও সন্ধ্যাত্রয় এই কয়টী অবশ্যই করিতে হইবে। স্ত্রী ও শূদ্র উভয়ের প্রণবমন্ত্র স্থলে লজ্জাবীজ হ্রীং নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর যেস্থলে স্বাহামন্ত্র আছে, সেখানে নমঃশব্দ প্রযোগ করিবে। পূজা ও হোমাদি সকল স্থলেই বিধির সমতা জানিবে। ইহাই নীলসরস্বতীর সন্ধ্যা ॥ ২০ ॥

অয়ি সদাশিবে! যাহার বিজ্ঞানমাত্রেই লোক জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে, সেই তারা দেবীর মন্ত্র বলিব ॥ ২১ ॥

অতঃপর মহানীলতন্ত্র ও তারানিগমাদিতে লিখিত বীজকোষ লিখিত হইতেছে। যথা,—ব্রহ্মাশব্দে ক, পৃথিবীশব্দে ল, বামনেত্র শব্দে ঈ এবং চন্দ্রবিন্দুশব্দে অর্দ্ধচন্দ্র। ইহাদের যোগে এই কামবীজ (ক্লীং) উদ্ধৃত হইল। এই কামবীজ দ্বারা ত্রৈলোক্য বিজয়ে সমর্থ হওয়া যায়। ক্ষান্ত অর্থাৎ হ, রেফ অর্থাৎ র, বামনেত্র অর্থাৎ দীর্ঘ ঈকার এবং সচন্দ্রক অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দুসমন্বিত হইয়া, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক লজ্জাবীজ অর্থাৎ হ্রীং মন্ত্র উদ্ধৃত হয়।

হঙ্কারং চন্দ্রখণ্ডকম্ । কুর্চ্চবীজমিতি খ্যাতং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ । পবর্গস্য দ্বিতীয়ঞ্চ টবর্গস্যাদ্যমেব চ । সর্ব্বরক্ষাকরং মন্ত্রং অস্ত্রবীজং প্রকীর্ত্তিতম্ । চন্দ্রখণ্ডসমোপেতং দ্বাদশস্বর-মীরিতম্ । বাগ্‌ভবং তচ্চ বিজ্ঞেয়ং বাচঃসিদ্ধিপ্রদায়কম্ । ত্রয়োদশস্বরং দেবি চন্দ্রখণ্ডবিভূষিতম্ । তারং প্রণবমিত্যুক্তং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকম্ । পঞ্চমস্বরসংযুক্তং হকারং বর্ম্মবীজকম্ । জলোঽগ্নির্ব্বিন্দুসংযুক্তং চতুর্দ্দশস্বরান্বিতম্ । অঙ্কুশং বীজ-মাখ্যাতং ত্রৈলোক্যং শুভভাবুকম্ । নাদিভান্তং বিসর্গান্তং

ষষ্ঠ স্বরযুক্ত অর্থাৎ ঊকারযুক্ত হ চন্দ্রখণ্ড অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দুর সহিত মিলিত হইলেই, কূর্চবীজ অর্থাৎ হুঁ বীজ হয়। এই মন্ত্র ত্রিভুবনে বিখ্যাত। পবর্গের দ্বিতীয় অর্থাৎ ফ এবং টবর্গের আদ্য অর্থাৎ ট এই উভয়ের যোগে সর্ব্বরক্ষাকর অস্ত্রবীজ অর্থাৎ ফট্ বীজ হইয়া থাকে। দ্বাদশ স্বর অর্থাৎ ঐকার চন্দ্রবিন্দুসম্মিলিত হইলে, বাগ্‌ভব অর্থাৎ ঐং মন্ত্র সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। বাগ্‌ভববীজের সাধনা করিলে, বাক্‌সিদ্ধি হয়। দেবি ! ত্রয়োদশ স্বর অর্থাৎ ওকার, চন্দ্রখণ্ডবিভূষিত অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দুসমন্বিত হইলে, তার অর্থাৎ ওঁ, এইরূপ পদ হইয়া থাকে। এই ওঙ্কার সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবস্বরূপ। হকার পঞ্চমস্বরসংযুক্ত অর্থাৎ হ্রস্ব উকার সহ সংমিলিত হইলে, বর্ম্মবীজ অর্থাৎ হুঁ, এইরূপ হইয়া থাকে। জল অর্থাৎ ক, অগ্নি অর্থাৎ র, বিন্দু অর্থাৎ ং এবং চতুর্দ্দশ স্বর ঔকার সংযুক্ত হইলে ক্রৌং এইরূপ হয়, ইহা অঙ্কুশবীজনামে অভিহিত। এই বীজ সাধিত হইলে, অশেষ শুভ সংসাধিত হইয়া থাকে। আদিতে ন, পরে ভান্ত ম এবং অন্তে বিসর্গ যোগ

হৃদ্বীজং পরিকীর্ত্তিতম্। হান্তং যস্য চতুর্থঞ্চ দ্বিতীয়স্বর-সংযুতম্। তদান্ত্যঞ্চ হকারঞ্চ বহ্নিজায়া প্রকীর্ত্তিতম্। ব্রহ্মাগ্নির্ব্বামনেত্রান্তং দ্বিজরাজসমন্বিতম্। বধূবীজমিতি খ্যাতং বধূরিব যশস্বিনী *। মাতা ন গোপয়েদ্বাক্যং বাল-কেভ্যঃ কদাচন। তস্মাত্তৎ পৃচ্ছতাং নাথ যদ্যহং দেব-দুর্ল্লভম্। তারামন্ত্রং মহাদেব বস্তুসিদ্ধিপ্রদায়কম্। কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। ধূমাবতী চ বগলা মহাবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২২ ॥

এতাসাং শ্রবণাদেব সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। বিষ্ণুবিদ্যা-

করিলে নমঃ এই হৃদ্বীজ উদ্ধৃত হইয়া থাকে। হান্ত অর্থাৎ স্ ও যকারের চতুর্থ অর্থাৎ ব্ দ্বিতীয় স্বরসংযুক্ত অর্থাৎ আকারের সহিত মিলিত হইলে, স্বা এই পদ হয়, তাহাতে আকারসংযুক্ত হকার যোগ করিলে স্বাহা এই বীজ হয়। স্ত্রীঁ এইটী বধূবীজ। মাতা কখন বালকগণের নিকট কোন কথা গোপন করেন না। অতএব মহাদেব! তুমি অষ্টসিদ্ধিপ্রদায়ক, দেবদুর্ল্লভ তারামন্ত্র জিজ্ঞাসা কর। আমি তোমার নিকট উহা বলিব। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী, কমলা, ধূমাবতী ও বগলা ইহাঁদিগকে মহাবিদ্যা বলিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

ইহাঁদের শ্রবণমাত্রেই মানব সর্ব্বসিদ্ধির ঈশ্বর হয়। বিষ্ণুবিদ্যা,

---

* আমাদের বিশ্বাস যে, বধূবীজ উদ্ধারের যে বচনটী মূলে লিখিত হইয়াছে, ইহার দ্বারা বধূবীজ উদ্ধৃত হয় না। যাহা প্রকৃত বধূবীজ, তাহাই অনুবাদে লিখিত হইল।

দৈববিদ্যা শিববিদ্যাবিভেদতঃ। শক্তিবিদ্যাপ্রকারেণ মো বিদ্যা বহবঃ স্মৃতাঃ। সত্যাদৌ ত্রিযুগান্তঞ্চ বিদ্যা জাগর্ত্তি এব চ। কলৌ জাগর্ত্তি কালী চ কলৌ জাগর্ত্তি পদ্মগী। কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ গোপালকালিকা। কালী তারা মহাবিদ্যা মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী। মহাবিদ্যাস্থ সর্ব্বাসু কলৌ সিদ্ধিরনুত্তমা। সর্ব্ববিদ্যাময়ী দেবি কলৌ সিদ্ধিরনুত্তমা। কালিকা তারকা বিদ্যা সর্ব্বাম্নায়ৈর্ন-মস্কৃতা। তয়োর্যজনমাত্রেণ সিদ্ধঃ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ। যথা কালী তথা তারা তথা নীলসরস্বতী। সর্ব্বাভীষ্টফল-প্রদা তথা ত্রিপুরসুন্দরী। অভেদমতমাশ্রিত্য যঃ কশ্চিৎ

দেববিদ্যা, শিববিদ্যা ও শক্তিবিদ্যা ভেদে বিদ্যা বহুবিধ বলিয়া, পরিগণিত হইয়া থাকে। এই বিদ্যা সত্যাদি ত্রিযুগে জাগরিত অবস্থায় বিরাজ করে। কলিযুগে কেবল কালী ও পদ্মগী জাগরিতা থাকেন। ফলতঃ, কলিতে কালী, কলিতে কৃষ্ণ, কলিতে গোপালকালিকা এবং কালী ও তারা ইহাঁরা মহাসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। কলিযুগে সমুদায় মহাবিদ্যারই উৎকৃষ্ট বিধানে সিদ্ধি সমাহিত করা যায়। হে দেবি! কলিযুগে সর্ব্ববিদ্যাময়ীর অনুত্তম সিদ্ধি সংগৃহীত হইয়া থাকে। কালী ও তারা এই দুই মহাবিদ্যা সমস্ত আম্নায় কর্ত্তৃক নমস্কৃত এবং তাঁহাদের যজনমাত্রেই সাক্ষাৎ সিদ্ধ সদাশিব হওয়া যায়। যেমন কালী, তেমন তারা, নীলসরস্বতী এবং ত্রিপুরসুন্দরীও সকল অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। যে ব্যক্তি এই তিনের অভেদভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত

সাধয়েন্নরঃ। ত্রিলোকে স তু সংপূজ্যঃ আত্তারাসুত এব সঃ। ভেদং কৃত্বা যদা মন্ত্রী সাধয়েদত্র সাধকম্। ন তস্য নিষ্কৃতি-র্দ্দেবি নিরয়ে পচ্যতে হি সঃ। এতাসাং সাধনা নৈব প্রায়শো নাস্তি নিত্যশঃ। কেবলাং ভক্তিমাস্থায় চতুর্ব্বর্গং লভেৎ নরে। ত্রিপুরা চ মহাবিদ্যা বহুসাধনসিদ্ধিদা। যস্যাঃ প্রসাদমাত্রেণ ভোগো মোক্ষশ্চ জায়তে॥ ২৩॥

কালিকা তারকা বিদ্যা কলৌ সিদ্ধিসমৃদ্ধিদা। দুঃখং বিনা প্রসীদেতাং কলৌ জাগরণাস্তিকা। ন বা প্রয়োগবাহুল্যং ন্যাসজালাদিকেন চ। ন তত্র পশ্বাচারঃ স্যাত্তস্যাং তৎ-সাধনং শুভম্। কালিকাসাধনং দেবি মৎকৃতে কালিকার্চ্চনে।

হয়, সেই ব্যক্তিই ত্রিভুবনে তারার পুত্র এবং পরমপূজনীয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভেদবুদ্ধিতে ইহাঁদের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, দেবি! তাহার নিষ্কৃতি নাই। তাহাকে নরকে পচিতে হয়। ইহাঁদিগের সাধনা বড়ই ক্লেশকর। অতএব একমাত্র ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া ইহাঁদের সাধন করত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিবে। মহাবিদ্যা ত্রিপুরা বহুসাধনায় সিদ্ধি দান করেন। তাঁহার প্রসাদমাত্রেই ভোগ এবং মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে॥ ২৩॥ কালী ও তারা এই দুই মহা-বিদ্যাই কলিযুগে সিদ্ধিসমৃদ্ধি বিধান করেন। ইহাঁরা কলিযুগে নিত্য জাগরিতা হইয়া আছেন। অনায়াসেই ইহাঁরা প্রসন্না হইয়া থাকেন। ইহাঁদের সাধনায় প্রয়োগবাহুল্য বা ন্যাসবাহুল্য করিতে হয় না এবং পশ্বাচার অবলম্বন করিবার ও আবশ্যকতা নাই। হে দেবি! আমার প্রণীত কালিকার্চ্চনতন্ত্রে কালিকাসাধন সবি-

রাজতে তদ্ধি তত্রৈব প্রবুধ্য সাধনঞ্চরেৎ। তস্যা মূর্ত্তি-র্দ্বিতীয়া যা সৃষ্টিমূলে ব্যবস্থিতা। সাধনঞ্চাত্র তস্যাশ্চ সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদায়কম্। ধনং ধান্যং সুতং (সুতং) জায়াং ভোগং মোক্ষন্তথৈব চ। অচিরাল্লভতে বাণীং যস্যাঃ স্মরণমাত্রতঃ। নাধীত্য ছন্দঃশাস্ত্রাণি বিনালাপং কবেরপি। গদ্যপদ্যময়ী বাণী বক্ত্রে তস্য প্রজায়তে। অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। অদর্শনং স্থৌল্যরূপং বহ্নিস্তম্ভং জলস্য চ *। চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভূতানাং স্তম্ভকো বিভুরেব সঃ। মন্ত্রসিদ্ধি-

শেষ রূপে কীর্ত্তন করিয়াছি। সেই সাধনপদ্ধতি বিশিষ্টবিধানে অবগত হইয়া কালিকার সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। এই কালিকার যে দ্বিতীয় মূর্ত্তি, যিনি সৃষ্টির মূলে বিরাজ করেন, সেই তারার সাধন করিলে, সর্ব্ববিধ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। অধিক কি, তৎসাধন প্রভাবে ধন, ধান্য, পুত্র, কলত্র, ভুক্তি, মুক্তি অচিরাৎ লাভ করিতে পারা যায়। তাঁহার স্মরণ করিলে, কোনরূপ ছন্দঃশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং কবির সহিত আলাপ না করিয়াই তৎ-ক্ষণাৎ গদ্যপদ্যময়ী বাণী প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে এবং অণিমা লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, অদর্শন, স্থৌল্যরূপ, বহ্নিস্তম্ভ, চন্দ্র সূর্য্যাদির স্তম্ভন ইত্যাদিতে প্রভু হওয়া যাইতে পারে এবং

* অণিমা, অণু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম হওয়ার ক্ষমতা, লঘিমা, লঘু অর্থাৎ হালকা হওয়া, ব্যাপ্তি বৃহৎ হওয়া, প্রাকাম্য, প্রাচুর্য্য প্রদর্শন, মহিমা, মহত্ত্ব প্রকাশ, অদর্শন, লোক সমক্ষে অদৃশ্য হওয়া, স্থৌল্যরূপ, আত্মদেহকে খুব স্থূল করণ, বহ্নিস্তম্ভ, অগ্নিতে বিচরণ করিবার শক্তি, জলস্তম্ভ, জলমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া থাকার শক্তি।

স্তথা সিদ্ধিঃ পুরাণাগমসিদ্ধিভাক্। উপচারবিশেষেণ রাজপত্নীং বশং নয়েৎ। চতুঃষষ্টিপ্রকারেণ সিদ্ধিরাকাশগামিনী। পঞ্চশূন্যে স্থিতা তারা সর্ব্বান্তে কালিকা স্থিতা। সিদ্ধয়ঃ সন্তি যত্রাপি তদানীয় প্রদীয়তে। যদি সাধয়িতুং দেবি শক্যতে তারকা কুলে। তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি সর্ব্বদা কুলমণ্ডলে। কুলাচারবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ। ব্রহ্মঘ্নস্ত কৃতঘ্নশ্চ গুরুযোষাগতশ্চ যঃ। কন্যাগতঃ স্নুষাগশ্চ ব্রাহ্মণীগোগবীগতঃ। হিংসাবান্ সর্ব্বজন্তূনাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। পৃথিব্যাং রেতসাং পাতঃ শিবপূজাবহির্মুখঃ। শৃণু বৎস মহাদেব মহাপাতকিনো যথা। এতেভ্যো মূচ্যতে দেব

মন্ত্রসিদ্ধি, পুরাণসিদ্ধি ও আগমসিদ্ধি হইয়া থাকে। বলিতে কি, উপচারবিশেষ দ্বারা ইহাঁর আরাধনা করিলে রাজপত্নীকেও বশবর্ত্তিনী করা যাইতে পারে এবং চতুঃষষ্টিপ্রকার আকাশগামিনী সিদ্ধিও লাভ করা যায়। দেবী তারা পঞ্চশূন্যে অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্বের বিলয় হইলে প্রকাশ পান। আর মহাবিদ্যা কালিকা সকলের অন্তে মহাপ্রলয়ে বিরাজমান হন। হে দেবি! যদি তারকার সাধন করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা হইলে, সর্ব্বদা কুলমণ্ডলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। কুলাচার-বিহীনের সিদ্ধিও নাই, সদ্গতিও নাই। হে বৎস মহাদেব! ব্রহ্মহত্যা, কৃতঘ্নতা, গুরু-পত্নীগমন, কন্যা গমন, পুত্রবধূর সংসর্গ, ব্রাহ্মণীগমন ও গবীগমন এবং জন্তুর, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের হিংসা করিলে, শিবপূজাবহির্মুখ হইলে এবং পৃথিবীতে রেতঃপাত করিলে, যে সকল মহাপাতক

তারামন্ত্রঃ শ্রুতো যদি। সর্ব্বপাপৈর্ব্বিনির্মুক্তঃ সর্ব্বপাপযুতোঽপি সঃ। কুলদীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তারায়া দেশিকো নরঃ। কুলাচারবিহীনশ্চেৎ সর্ব্বপাপৈরবাপ্যতে। কুলাচাররতো যস্তু তর্পয়েৎ কুলদেবতাম্। নিত্যং শ্রীতারকাং দেবীং তস্য সিদ্ধিঃ করে স্থিতা। আচারজ্ঞানবান্ যশ্চ ক্রিয়তে ন কুলক্রিয়া। পচ্যতে নরকে ঘোরে কল্পকোটি-শতৈরপি। পরদাররতো যশ্চ চক্রমধ্যে ভবেন্নরঃ। শুনীবিষ্ঠাক্রিমিভূর্ত্বা তিষ্ঠেৎ কল্পাযুতং ভুবি। সাধনঞ্চ সমাসাদ্য পরযোষারতো ভবেৎ। মাতুর্যোনিং পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্ব্ব-

---

সঞ্চিত হয়, তারামন্ত্র শ্রবণমাত্র তৎসমস্ত পাপ হইতেই মানব মুক্ত হইয়া থাকে। যে মানব সর্ব্বপাপযুক্ত হইলেও, সর্ব্বপাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি কুলদীক্ষাবিহীন, তাহার সিদ্ধি, বা সদ্গতি, কিছুই হয় না। সেই জন্য, সর্ব্বপ্রযত্নে তারামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কুলাচারবিহীন হইলে, মানব সমস্ত প্রকার পাপের আশ্রয় হয়। যে ব্যক্তি কুলাচাররত হইয়া নিত্য কুলদেবতা দেবী শ্রীতারকার তর্পণ করে, স্বয়ং সিদ্ধি তাঁহার করে, অবস্থিতি করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি আচার-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও, কুলক্রিয়ায় পরাঙ্মুখ হয়, সে কল্পকোটিশত বৎসর ঘোর নরকে যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি চক্রমধ্যে পরদারগমন করে, সে কুকুরীবিষ্ঠার কৃমি হইয়া, কল্পাযুতকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বাস করে। সাধনমার্গের অনুসারী হইয়াই, পরস্ত্রীর সংসর্গী হইবে। নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিকল্প সাধক মাতৃযোনি ত্যাগ

যোনিষু। নির্ব্বিকারো নির্ব্বিকল্পো ভবেৎ সাধকসত্তমঃ।
মাতৃপদং সপ্তমাতৃপরং তারানিগমাদিদর্শিতং॥ ২৪॥

শক্যাতে যস্তু বৈ দাতুং স্বযোষাং ভক্তবৎসলাম্। তদা যোষাং সমানীয় হ্যন্যযোষাং সাধয়েদ্ধ্রুবম্। স এব সাধকশ্রেষ্ঠো নির্ব্বিকল্পায় নিশ্চয়ম্। সাধকেভ্যঃ প্রদীয়েত তদান্যাং পরিগৃহ্যতে। ন দাতুং শক্যতে যস্তু স্বযোষাং দেববৎসলঃ। নটীং স তাং সমানীয় সাধয়েচ্ছক্তিসাধনম্। স্বযোষাং দীয়তে যস্তু চক্রমধ্যে তু সাধকঃ। গুরুভ্যঃ সাধকেভ্যশ্চ তস্য শীর্ষে বসাম্যহম্। সর্ব্বসিদ্ধিস্তস্য দেব চক্ষুযোস্তস্য গোচরা॥ ইত্যাদি তারানিগমাদিচীনাস্তম্॥২৫॥

করিয়া, আর সকল যোনিতেই বিহার করিবে। এখানে মাতৃপদে সপ্তমাতা বুঝিতে হইবে। তারানিগমাদিতে এইপ্রকার উক্ত হইয়াছে॥ ২৪॥

যে ব্যক্তি ভক্তবৎসলা স্বকীয় যোষাকে দান করিতে পারে, সে পরকীয় যোষাকে সমানয়ন করিয়া, সাধন করিতে সমর্থ হয় এবং সেই ব্যক্তিই সাধকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাহাকেই নির্ব্বিকল্প বলা যাইতে পারে। যিনি সাধকদিগকে স্বকীয় যোষা দান করিতে সমর্থ তিনি পরকীয় স্ত্রী সংগ্রহ করিতে অধিকারী। যে দেববৎসল সাধক স্বকীয় যোষা দান করিতে না পারে, সে নটীকে আনয়ন করিয়া শক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। যে সাধক চক্রমধ্যে গুরু ও সাধকবর্গকে স্বকীয় যোষা দান করে, আমি তাহার মস্তকে বাস করি। হে দেব! সমস্ত সিদ্ধি তাহার চক্ষুর গোচর হইয়া থাকে। তারানিগম ও চীন ক্রমে এইরূপ লিখিত হইয়াছে॥ ২৫॥

অথ বিদ্যা বক্ষ্যতে। তারকত্বাৎ সদা তারা তস্যা ভেদ-বিভেদতঃ। আদ্যাকল্পে মুক্তকেশী রুদ্রস্তত্র জটা স্বয়ম্। তস্মাদৈকজটা প্রোক্তা মন্ত্রশ্চাস্যা নিরূপ্যতে। বশিষ্ঠারাধিতা বিদ্যা ন তু শীঘ্রফলা যতঃ। অতস্তেনাপি মুনিনা শাপো দত্তঃ সুদারুণঃ। ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়ং ফলদাত্রী ন কস্যচিৎ। তত্তদুদ্ধারিতং তেন শিবেন গুরুণা স্বয়ম্। লজ্জা-বীজং বধূবীজং কূর্চ্চবীজমতঃপরম্। অস্ত্রান্তমনুনা খ্যাতং পঞ্চরশ্মিস্বরূপকম্॥ ইতি চৈকজটাবিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্রেষু গোপিতা। সর্ব্বশাস্ত্রে গোচরা চ কামিনী সিদ্ধিদায়িনী।

এক্ষণে তারামন্ত্র কথিত হইতেছে। তারক অর্থাৎ সকলকে সংসার হইতে উদ্ধার করেন, এইজন্য ইহঁার নাম তারা। আদ্যকল্পে মুক্তকেশী হইয়াছিলেন। মহাদেব স্বয়ং তাহঁার জটা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। এইজন্য তাঁহার নাম একজটা। এইক্ষণে ইহঁার মন্ত্র নিরূপিত হইতেছে। বশিষ্ঠদেব এই বিদ্যার আরাধনা করেন। কিন্তু শীঘ্র ফললাভে সমর্থ হন নাই। এইজন্য এই দেবতার প্রতি অতীব দারুণ শাপ প্রদান করেন। সেই অবধি এই বিদ্যা কাহা-রই ফলদাত্রী হয় নাই। তদ্দর্শনে চরাচর গুরু স্বয়ং মহাদেব ইহার উদ্ধার করেন। প্রথমে লজ্জাবীজ অর্থাৎ হ্রীঁ, পরে বধূবীজ অর্থাৎ স্ত্রীং, পরে কূর্চ্চবীজ অর্থাৎ হুঁ, পরে অস্ত্র অর্থাৎ ফট্, এই পঞ্চাক্ষরসম্পন্ন অর্থাৎ হ্রীঁ স্ত্রীং হুং ফট্ ইহাই একজটার মন্ত্র। ইহা সকল শাস্ত্রেই গোপন করা হইয়াছে এবং সকল শাস্ত্রেই প্রচারিত আছে। ইহার সাধনা করিলে সমস্ত কামনা ও সকল সিদ্ধি

মহাপাতকলক্ষেণ লিপ্তো যদি চ মানবঃ। এতস্যাঃ শ্রবণাদ্দেবি জীবন্মুক্তো ভবেদ্ধ্রুবম্ । শ্রীতারা নৈব দাতব্যা ভূমি স্বর্গ-রসাতলে। যদি প্রদীয়তে দেবীং নিরয়ে পচ্যতে ধ্রুবম্ । শূদ্রোঽপি যদি মোহেন আরাধয়তি শ্রীযুতাম্। তারকাদ্যাং মহাবিদ্যাং পতনস্তু সুনিশ্চিতম্ । স্ত্রীণাঞ্চাপি বরারোহে নিষিদ্ধং সর্ব্বদৈব হি। আদৌ শ্রী একজটা উদ্ধারিতা ততঃ শ্রীতারা নোক্তা সর্ব্বত্র দোষশ্রবণাৎ ॥ স্বীয়মর্ম্মত্বাচ্চ ॥ শ্রীবীজাদ্যা যদা বিদ্যা তদা শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী। বাগ্‌ভবাদ্যা যদা বিদ্যা বাগীশত্বপ্রদায়িনী। পঞ্চরশ্মির্ম্মহাবিদ্যা লভ্যতে যদি ভাগ্যতঃ। তস্য ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব শঙ্কর ॥ ইত্যেকজটাদেব্যাঃ শক্তিসিদ্ধিমন্ত্রম্ ॥ ২৬ ॥

সংগৃহীত হয়। লোকে যদি লক্ষ লক্ষ মহাপাতক করে, তাহা হইলেও, ইহার শ্রবণমাত্রে নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ভূমি, স্বর্গ বা রসাতলে কাহাকেও এই বিদ্যা দিবে না। যদি কেহ এই বিদ্যা প্রদান করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নরকে পচিতে হয়। শূদ্র যদি মোহবশতঃ শ্রীবীজযুক্ত ও ওঁকারাদ্য এই মহাবিদ্যা আরাধনা করে, নিশ্চয়ই তাহার পতন হইয়া থাকে। অয়ি বরারোহে! স্ত্রীগণের পক্ষেও এই বিদ্যার আরাধনা সর্ব্বদাই নিষিদ্ধ। প্রথমে একজটার মন্ত্র উদ্ধার করিয়া পরে তারার মন্ত্র বলিবে না। ইহাতে সর্ব্বত্রই দোষশ্রুতি আছে। আদিতে শ্রীবীজসংযুক্ত হইলে, ইহা সর্ব্বতোমুখী শ্রীরূপে প্রাদুর্ভূত হয় এবং বাগ্‌ভববীজযুক্ত হইলে, বাগীশত্ব প্রদান করিয়া থাকে। এই পঞ্চাক্ষরী মহাবিদ্যা ভাগ্য-

লজ্জাদ্যা চাপরা চাসৌ ভোগমোক্ষপ্রদায়িকা। সার্দ্ধ-পঞ্চাক্ষরং মন্ত্রং মহাসিদ্ধিপ্রদায়কম্। এতস্যা গায়ত্রী। তারায়ৈ বিদ্মহে মোক্ষদায়ৈ ধীমহি তন্নো নীলে প্রচোদয়াৎ। ইতি তারামন্ত্রগায়ত্রী ॥ ২৭ ॥

কামাখ্যা চাপরা বিদ্যা কামতারা প্রকীর্ত্তিতা। ভোগ-মোক্ষপ্রদা দেবী সর্ব্বশাস্ত্রে প্রপূজিতা ॥ ইতি কামতারামন্ত্রঃ। অস্যা গায়ত্রী তথৈব। কামাখ্যায়ৈ বিদ্মহে কুলকৌলিন্যৈ ধীমহি তন্নঃ শ্যামে প্রচোদয়াৎ ॥ ইতি একজটাভেদঃ ॥২৮॥

অথোগ্রতারা। কূর্চ্চাদ্যা পঞ্চরশ্মির্যা বিদ্যা খ্যাতা মহী-তলে। উগ্রতারা সমাখ্যাতা স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে। অন্যাস্তু

বশতঃ লাভ করিতে পারিলে, ভোগ ও মোক্ষ করস্থ হইয়া থাকে। ইহাই একজটাদেবীর শক্তিসিদ্ধিমন্ত্র ॥ ২৬ ॥

আদিতে লজ্জাবীজ যোগ করিয়া সাধন করিলে, এই বিদ্যা ভুক্তিমুক্তি প্রদান করে। এই সার্দ্ধপঞ্চাক্ষর মন্ত্র মহাসিদ্ধি সংঘটন করিয়া থাকে। ইহার গায়ত্রী যথা, তারায়ৈ বিদ্মহে ইত্যাদি মূলে দৃষ্টি কর। তারামন্ত্রের গায়ত্রী এই কথিত হইল ॥ ২৭ ॥

অপর বিদ্যার নাম কামাখ্যা। ইহাকে কামতারা বলিয়া থাকে। এই বিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্রেই বিশেষরূপে পূজিতা এবং ভুক্তি-মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। কামাখ্যায়ৈ ইত্যাদি কামতারার গায়ত্রী মূলে দৃষ্টি কর। কামাখ্যা বিদ্যা একজটার প্রকার ভেদমাত্র ॥ ২৮ ॥

এইক্ষণ উগ্রতারার মন্ত্র কথিত হইতেছে। হুং স্ত্রীং ত্রীং হুং

স্মরণাৎ সদ্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ভোগমোক্ষপ্রদা দেবী সর্ব্বতন্ত্রেষু পূজিতা॥ অস্যা গায়ত্রী তত্রৈব। উগ্রতারে ধীমহি সিদ্ধিসারে বিদ্মহে তন্নো নীলে প্রচোদয়াৎ॥ ইত্যুগ্রতারাগায়ত্রী ॥ ২৯ ॥

তত্রৈব মন্ত্রঃ। বধূ লর্জ্জা ততঃ কূর্চ্চং অস্ত্রান্তোঽয়ং মহামনুঃ। শম্ভুপত্নী সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা। অস্যা গায়ত্রী তত্রৈব। ওঁ শম্ভুপত্ন্যৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ ॥ ৩০ ॥

আদৌ কূর্চ্চং ততো লজ্জা বধূবীজমতঃপরম্। ফড়ন্তশ্চ মহামন্ত্রঃ সর্ব্বতন্ত্রশুভাবহঃ। মহাকালপ্রিয়া দেবী ভোগ-

---

ফট্ এই মন্ত্র ভূমি, স্বর্গ এবং রসাতলে উগ্রতারার মন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। সাধক ইহার স্মরণমাত্রেই পাপ মুক্ত হয়। ইহা সর্ব্বতন্ত্রেই পূজিত হইযা থাকে। ইহার সাধনা করিলে, ভোগ ও অপবর্গ লাভ হয়। ইহার গায়ত্রী যথা, উগ্রতারে ধীমহি সিদ্ধিসারে বিদ্মহে তন্নোনীলে প্রচোদয়াৎ। ইহাই উগ্রতারার গায়ত্রী ॥ ২৯ ॥

ইহার মন্ত্র, যথা,—প্রথমে বধূ অর্থাৎ স্ত্রীং তৎপরে লজ্জা অর্থাৎ হ্রীং তৎপরে কূর্চ্চ অর্থাৎ হুং, অনন্তর অস্ত্র অর্থাৎ ফট্। এই বিদ্যার নাম শম্ভুপত্নী। ইহা সকল তন্ত্রেই গোপিত হইয়াছে। ইহার গায়ত্রী যথা;—ওঁ শম্ভুপত্ন্যৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ ॥ ৩০ ॥

আদিতে হুঁ পরে হ্রীং স্ত্রীং ফট্। এই মহামন্ত্র সর্ব্বতন্ত্রে শুভাবহ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই বিদ্যা মহাকালপ্রিয়া এবং ভোগ

মোক্ষপ্রদায়িনী। হূং স্ত্রীং স্ত্রীং ফট্॥ এতস্যা গায়ত্রী। ওঁ তারকায়ৈ বিদ্মহে মহাকালপ্রিয়ায়ৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তীঃ প্রচোদয়াৎ॥ ইতি মহাকালপ্রিয়াগায়ত্রীমন্ত্রঃ॥ ৩১॥

অথ নীলসরস্বত্যাঃ প্রকরণম্। তারাদ্যেকজটামন্ত্রো নীলবাণ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। যস্যাস্তু স্মরণাৎ সম্যগ্ বাগীশত্বং লভেদ্ ধ্রুবম্॥ অস্যা গায়ত্রী। ওঁ নীলসরস্বত্যৈ ধীমহি শ্রীতারায়ৈ বিদ্মহে তন্নো দেবি প্রচোদয়াৎ॥ বাগ্‌ভবাদ্যা চৈকজটা মহানীলসরস্বতী। অস্যাস্তু স্মরণাৎ সদ্যঃ সর্ব্বসিদ্ধী-শ্বরো ভবেৎ॥ অস্যা গায়ত্রী তৃতীয়সন্ধ্যায়াং লিখিতা। উগ্রতারাসন্ধ্যায়াং গায়ত্রী শ্রুতা॥ ৩২॥

অথ কুল্লুকাপ্রকরণম্। সা কুল্লুকা বিদ্যামন্ত্রস্তু। সর্ব্বত্র

ও মোক্ষ প্রদান করে। ইহার গায়ত্রী যথা,—ওঁ তারকায়ৈ বিদ্মহে মহাকালপ্রিয়ায়ৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তীঃ প্রচোদয়াৎ। ইহা মহাকাল-প্রিয়া-গায়ত্রী॥ ৩১॥

অনন্তর নীলসরস্বতীর প্রকরণ কথিত হইতেছে। তারাদি একজটার মন্ত্রই নীলসরস্বতীর মন্ত্র। ইহার স্মরণমাত্রেই বাগীশত্ব লাভ হইয়া থাকে। ইহার গায়ত্রী যথা, - ওঁ নীলসরস্বত্যৈ ধীমহি শ্রীতারায়ৈ বিদ্মহে তন্নো দেবি প্রচোদয়াৎ। ঐং বীজাদি একজটার মন্ত্রই মহানীলসরস্বতী মন্ত্র। ইহার স্মরণমাত্রেই সাধক সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির অধীশ্বর হইয়া থাকেন। ইহার গায়ত্রী তৃতীয় সন্ধ্যায় লিখিত হইয়াছে॥ ৩২॥

অতঃপর কুল্লুকাপ্রকরণ লিখিত হইতেছে। ইহার প্রয়োগ সর্ব্বত্র

প্রয়োগে পদ্মাবতী চ। লজ্জাবধূকূর্চ্চবীজপ্রয়োগঃ সিদ্ধিদায়কঃ। কুল্লুকেয়ং সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা। প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য পদ্মে পদ্মে পদং ততঃ। মহাপদ্মে পদং প্রোচ্য পদ্মাবতী পদং ততঃ। মায়ে স্বাহা মহামন্ত্রঃ প্রযোগঃ সিদ্ধিদায়কঃ। অত্র শাস্ত্রে মায়ে ইতি শ্রবণাল্লজ্জাদ্বয়ম্। অত্র যে সম্বোধনান্তমায়াশব্দং বদন্তি তে ম্লেচ্ছাঃ। তারানিগমে। পদ্মাবতীপ্রকরণে। তারং পদ্মে চ পদ্মে চ মহাপদ্মে ততঃ পরম্। পদ্মাবতী ততো লজ্জাদ্বয়ং স্বাহা ততো মনুঃ। তারকত্বাৎ সদা তারা যা কালী সৈব নিশ্চিতা। বহবোঽস্যাস্তু মন্ত্রাঃ স্যুঃ সর্ব্বতন্ত্রাগমাদিষু। শক্তিসিদ্ধা মহাবিদ্যাঃ সারাৎ

পদ্মাবতীনামে অভিহিত হইয়া থাকে। হ্রীং স্ত্রীং হূং এই বীজত্রয়ের প্রয়োগ সিদ্ধি প্রদান করে। ইহারই নাম সর্ব্বতন্ত্র-গোপিতা কুল্লুকা। প্রথমে প্রণব, পরে পদ্মে পদ্মে বলিবে। তৎপরে মহাপদ্মে পদ প্রযোগ করিয়া, পদ্মাবতী পদ যোজনা করিবে। অনন্তর হ্রীং হ্রীং স্বাহা পদ সন্নিবদ্ধ করিতে হইবে। এই মহামন্ত্রের প্রয়োগে সিদ্ধি সমাহিত হয়। এখানে মায়ে শব্দে লজ্জাবীজদ্বয় বুঝিতে হইবে। যাহারা সম্বোধনান্ত মায়াশব্দ বলিয়া থাকে, তাহারা ম্লেচ্ছ। তারানিগমে পদ্মাবতীপ্রকরণে বলিয়াছেন, প্রথমে প্রণব, পরে পদ্মে পদ্মে মহাপদ্মে বলিয়া, পদ্মাবতীপদ প্রয়োগপূর্ব্বক লজ্জাদ্বয় ও স্বাহাশব্দ বিন্যস্ত করিবে। সকলের তারণকর্ত্রী বলিয়া, তারা নাম হইয়াছে যিনি তারা, তিনিই কালী। সমস্ত তন্ত্র ও আগমাদিশাস্ত্রে ইহার বহুবিধ মন্ত্র সন্নিবিষ্ট

সারতরাঃ স্মৃতাঃ। অষ্টবিদ্যাসমো নাস্তি ভূতলে সিদ্ধিদো মনুঃ। এতাসাং সর্ব্বমন্ত্রাণাং দেবতাস্ত্রিতয়াঃ স্মৃতাঃ। আদ্যা চৈকজটা প্রোক্তা দ্বিতীয়া চোগ্রতারকা। তৃতীয়া নীলবাণী স্যাদ্ভোগমোক্ষপ্রদা মতা॥ তত্র একজটামন্ত্রোদ্ধারাদেকলক্ষণং লিখিতং সংক্ষেপতঃ। উগ্রাপত্তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা। নীলয়া বাক্প্রদা যস্মাত্তস্মান্নীলসরস্বতী। অত্র লকারপাঠস্তু ন তদা নীলসরস্বতীতি ভবতি। নীলা লীলা চাবক্রমেণ সা কদা ইত্যর্থঃ। অতোঽন্যথা ভ্রান্তা বদন্তি। এতাসামষ্টমন্ত্রাণাং ঋষিচ্ছন্দাংসি সাধক। শৃণু চান্যৎ প্রবক্ষ্যামি রহস্যং মম সম্মতে। নীলাচারাদিকং দৃষ্ট্বা পুরশ্চরণ-

---

আছে। মহাবিদ্যা সকল শক্তিসিদ্ধা ও সারাৎসারা বলিয়া পরিগণিত। অষ্টবিদ্যার সমান ভূতলে সিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র আর নাই। ইহাদের মন্ত্রসকলের তিনটী অধিষ্ঠাত্রীদেবতা। প্রথমার নাম একজটা, দ্বিতীয়া উগ্রতারা, তৃতীয়া নীলসরস্বতী। ইহারা সকলেই ভোগ মোক্ষ প্রদান করেন। তন্মধ্যে একজটার মন্ত্রোদ্ধারাদিতে তদীয় স্বরূপাদি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। যেহেতু, ইনি উগ্র আপৎ হইতে উদ্ধার করেন, এইজন্য ইঁহার নাম উগ্রতারা। নীলা অর্থাৎ অবলীলাক্রমেই বাক্শক্তি প্রদান করেন, সেইজন্য ইহার নাম নীলসরস্বতী। এই স্থানে লকার পাঠ অর্থাৎ লীলা, এই প্রকার পাঠ হইবে না। কেননা, তাহা হইলে, নীলসরস্বতীপদ সিদ্ধ হয় না; লীলসরস্বতী হইতে পারে। এই অষ্ট মহাবিদ্যার অষ্টমন্ত্রের ঋষি, ছন্দ ও রহস্য আমার মতানুসারে কীর্ত্তন করিব,

মেব চ। প্রত্যেকঞ্চ প্রবক্ষ্যামি অষ্টমন্ত্রঞ্চ তারকে। অক্ষোহ্‌ভ্যোহস্য ঋষিঃ প্রোক্তো বৃহতীচ্ছন্দ এব চ। বীজং লজ্জামনুঃ প্রোক্তং শক্তিঃ কূর্চ্চমিতীরিতম্‌॥ কীলকং নিজবীজঞ্চ বধূবীজস্থসিদ্ধকম্‌। লক্ষসংখ্যং জপেন্মন্ত্রং ফলমূলে বনে রতঃ। নক্তং তাম্বূলপূর্ণাস্যঃ শক্তিসঙ্গকুলে রতঃ॥ নীল-পদ্মৈশ্চ জুহুয়াম্মধুরেণ ত্রয়েণ চ। আদ্যমন্ত্রে তদ্‌ভেদে চ সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ। উগ্রতারামনৌ বৎস বিধিরেবং ন সংশয়ঃ। লক্ষদ্বয়ঞ্চ তদ্‌ভেদে পুরশ্চরণকর্ম্মসু। নীলবাণী নীলকল্পে মন্ত্রেভেদসমন্বিতে। লক্ষদ্বয়ং জপান্মন্ত্রং তদা সিদ্ধিরনুত্তমা। সর্ব্বতারাসু বিদ্যাসু পুরশ্চরণকর্ম্মসু। জুহুয়ান্নীলপদ্মৈশ্চ বিল্বপত্রৈরভাবতঃ। ঋষিশ্ছন্দস্তথা বীজং শক্তিকীলকমেব

শ্রবণ কর। ইহার ঋষি অক্ষোভ্য, ছন্দ বৃহতী, বীজ হ্রীং, শক্তি হূং এবং কীলক নিজবীজ। বধূবীজ দ্বারাই ইহা সম্যক্‌রূপে সিদ্ধি দান করে। রাত্রিতে শক্তিসঙ্গ ও কুলাচাররত হইয়া, তাম্বূলপূর্ণ বদনে ঐরূপ বিধানে জপ করিতে হইবে। মধুরত্রয়সংযুক্ত নীল-পদ্ম দ্বারা হোম করিবে। আদ্যমন্ত্রে ও তাহার ভিন্ন ভিন্নক্রমে সকল বর্ণেরই এইরূপ করিতে হইবে। হে বৎস! উগ্রতারামন্ত্রে এইপ্রকার বিধি কথিত আছে, সন্দেহ নাই। তাহার ভিন্নক্রমে পুরশ্চরণ কার্য্যে লক্ষদ্বয় জপ বিহিত হইয়াছে। নীলসরস্বতী নীলকল্পে ভেদসমন্বিতমন্ত্রে লক্ষদ্বয় মন্ত্র জপ করিলে, অনুত্তম সিদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে। সকল তারামন্ত্রের পুরশ্চরণকার্য্যে নীলপদ্ম দ্বারা তদভাবে বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিবে। ইহার ঋষি, ছন্দ, বীজ

চ। সর্ব্বত্রৈব স্বয়ং বিদ্ধি আখ্যামন্ত্রবিভেদতঃ। এতাসাং নিগমাগমসাধারণগ্রন্থমতে এতদেব যথা নিরূপিতম্। তত্র ব্রহ্মানন্দবচঃ। জপমন্ত্রে চ তারায়াঃ সাধনে শক্তিজং কুলম্। বীরভাবরহস্যোক্তং ত্যক্ত্বা সাকারমাপ্নুযাৎ॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যব্রহ্মানন্দগিরি-
তীর্থাবধূতবিরচিতে তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যো-
ত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে সৃষ্টিপ্রকরণঃ
প্রথমঃ পটলঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ।

তারানিগমাদৌ কামাখ্যামূলে চ।—কালীতারামন্ত্রদানে চক্রচিন্তাং করোতি যঃ। আয়ুর্ব্বিদ্যামোক্ষবাধঃ শুনীবিষ্ঠা-

---

শক্তি, কীলক, ইত্যাদি সমস্তই নাম ও মন্ত্রভেদে বুঝিয়া লইতে হইবে। আমি নিগম, আগম ও সাধারণগ্রন্থমতে ইহাদের বিষয়ে এই পর্য্যন্তই নিরূপণ করিলাম॥ ৩৩॥

তারারহস্যে প্রথম পটল সমাপ্ত॥ ১॥

তারানিগমাদি ও কামাখ্যামূলে লিখিত আছে,—যে ব্যক্তি কালী ও তারার মন্ত্রদান সময়ে চক্র চিন্তা করে, তাহার আয়ু, বিদ্যা ও মোক্ষের ব্যাঘাত হইয়া থাকে। সে কুক্কুরীর বিষ্ঠার কৃমি হইয়া

ক্রেগির্ভবেৎ। যদি ভাগ্যবশান্নাথ তারাবিদ্যা প্রলভ্যতে। ইচ্ছাসিদ্ধির্ভবেত্তস্য কিং মোক্ষশ্চাষ্টসিদ্ধয়ে। যদি মন্ত্রে গুরুঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বতন্ত্রে স্বয়ং হরঃ। ন দদ্যাত্তারকাং বিদ্যাং দাতুং নৈব বদেৎ ক্বচিৎ। যদি ভাগ্যবশাদ্বৎস কোটিজন্মতপোবলাৎ। প্রলভ্য তারকাং বিদ্যাং স ভবেৎ কল্পপাদপঃ। গোপনীয়ো গোপনীয়স্তারামন্ত্রঃ সদাশিব। যন্ত্রং মন্ত্রঞ্চ পটলং স্তোত্রং কবচমেব চ। রহস্যং গুহ্যযোঢাঞ্চ তারানিগমমেব চ। গোপনীয়ং প্রযত্নেন তারানাম প্রকাশয়েৎ। কুলকর্ম্মরতো যস্তু সত্ত্বভাববিবর্জ্জিতঃ। মন্ত্রে তন্ত্রে গুরৌ বিপ্রে লতায়াং বীরভাবতঃ। এতাদৃশায় কৌলায শঠায় ন কদাচ ন।

জন্ম লাভ করে। নাথ! যদি ভাগ্যবশে তারাবিদ্যা লাভ করা যায়, তাহা হইলে যাবতীয় অভীষ্টসিদ্ধি সজ্ঘটিত হইয়া থাকে। তাহার মোক্ষের কথা আর কি বলিব। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিও তাঁহার হস্তগত হয়। হরই মন্ত্রবিষয়ে গুরু হইয়া থাকেন। তারাবিদ্যা কাহাকেও দিবে না। দিবার কথাও কাহাকে বলিবে না। হে বৎস! যদি কোটি জন্মের তপোবলে ভাগ্যবশত তারাবিদ্যা লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে, সে কল্পপাদপ সদৃশ হইতে পারে। হে সদাশিব! তারামন্ত্র অতিশয় গোপনীয় দ্রব্য। তারার নাম কেবল প্রকাশ করিবে। তদ্ব্যতীত, তাঁহার মন্ত্র, পটল, স্তোত্র, কবচ, রহস্য, গুহ্যযোঢ়া, তারানিগম, সমস্তই অতীব যত্নসহকারে গোপনে রাখিবে। যে ব্যক্তি কুলকর্ম্মরত, কিন্তু সত্ত্বভাববিবর্জ্জিত এবং মন্ত্র, তন্ত্র, গুরু, বিপ্র, লতা, সর্ব্বত্রই বীরভাব অবলম্বন করে, এতাদৃশ কৌল ও শঠকে কখনও তারামন্ত্র

অর্থলোভী কামলোভী কর্ম্মলোভী নরঃ ক্বচিৎ। দদাতি যদি দেবেশি নিরয়ে পততি ধ্রুবং। শিবহা ত্রিষু লোকেষু শক্তিহা ব্রহ্মহা ভবেৎ। স এব ভ্রষ্টঃ কৌলেষু কোহন্যো ভ্রষ্টো মহীতলে। কুলীনায় মহেচ্ছায় শ্রদ্ধাভক্তিপরায় চ। কৌলসেবাযুতায়াপি শক্তিসেবারতায় চ। তারাভক্তায় শিষ্টায় সদানন্দায় শূলধৃক্। এতেভ্যশ্চ প্রদাতব্যং হ্যন্যথা মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ। সদ্‌গুরুং লক্ষণাক্রান্তং স্বয়ং লক্ষণসংযুতঃ। প্রাপ্য দীক্ষা প্রকর্ত্তব্যা হ্যন্যথা নিষ্ফলা ক্রিয়া ॥ ১ ॥ বিল্বমূলে শ্মশানে বা পর্ব্বতে বা নদীতটে। গুরুগেহে মহাপীঠে সিদ্ধিপীঠে শিবালয়ে। একলিঙ্গে তড়াগে বা বৃষশূন্যশিবা-

---

দিবে না। হে দেবেশি! অর্থলোভ, কামলোভ ও কর্ম্মলোভের বশবর্ত্তী হইয়া যে মনুষ্য ইহা দান করিবে, নিশ্চয়ই সে নিরয়ে পতিত এবং ত্রিভুবনে শিবহত্যা, শক্তিহত্যাও ব্রহ্মহত্যার মহাপাতক ভাগী হইবে। তাহার ন্যায়, ভ্রষ্ট আর পৃথিবীতে কাহাকেও দেখা যায় না। যে ব্যক্তি কুলীন ও মহাশয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তিসম্পন্ন, যে ব্যক্তি কৌলগণের সেবাপরতন্ত্র ও শক্তিসেবাতে সংসক্ত এবং যে ব্যক্তি তারার প্রতি ভক্তিযুক্ত, শিষ্ট ও সদানন্দ, তাহাকে তারাবিদ্যা প্রদান করিবে। ইহার বিপরীত বিধানে প্রবৃত্ত হইলে, দাতা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। লক্ষণাক্রান্ত সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হইলে, স্বয়ং লক্ষণযুক্ত হইয়া, দীক্ষাগ্রহণ করিবে। ইহার অন্যথা করিলে, ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া থাকে ॥১॥ বিল্বমূল, শ্মশান, নদীতট, পর্ব্বত, গুরুগৃহ, মহাপীঠ, সিদ্ধিপীঠ কিম্বা শিবালয়, অথবা একলিঙ্গ,

লয়ে। দীক্ষাং কুর্য্যাৎ সদা মন্ত্রী জপঞ্চাপি সমাচরেৎ। পঞ্চ ক্রোশান্তরে যত্র ন লিঙ্গান্তরমীক্ষতে। তচ্চৈকলিঙ্গমাখ্যাতং মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদায়কং। যদি ভাগ্যবশাদ্দেবি গঙ্গাতীরং প্রলভ্যতে। তত্র চেৎ ক্রিয়তে দীক্ষা কোটিকোটিগুণায়তে। মাতুর্দীক্ষাং পিতুর্দীক্ষাং দীক্ষাং মাতামহস্য চ। সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ। দীক্ষা তৃতীয়দিবসে কৃত্বা ক্ষৌরাদিকং শুভং। হবিষ্যং তদ্দিনে কার্য্যমুপবাসং পরেঽহনি। গুরো-রাজ্ঞাং সমাদায় স্বয়ং পুষ্পাদিকঞ্চরেৎ। পঞ্চঘটাংশ্চ সংস্থাপ্য তত্র দেবান্ প্রপূজয়েৎ। প্রথমে গণনাথঞ্চ দ্বিতীয়ে চ সদা-শিবং। তৃতীয়ে সুন্দরীং দেবীং চতুর্থে পরদেবতাং। পঞ্চমে

তড়াগ বা বৃষশূন্য শিবালয়, এই সকল স্থলে দীক্ষাগ্রহণ ও সর্ব্বদা জপসাধন করিবে। পঞ্চক্রোশের মধ্যে যে স্থলে অন্যলিঙ্গ লক্ষিত না হয়, তাহাকেই একলিঙ্গ স্থান বলিয়া থাকে। এই একলিঙ্গ স্থান মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদ। হে দেবি! যদি ভাগ্যবশতঃ গঙ্গাতীর লাভ করা যায়, এবং যদি তথায় দীক্ষাগ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে, উহা কোটি কোটি গুণ ফল প্রদান করে। মাতা, পিতা, মাতামহ এবং কনিষ্ঠ সহোদরের নিকট এবং বৈরিপক্ষের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবে না। দীক্ষার তৃতীয় দিবসে ক্ষৌরাদি শুভকার্য্য সম্পাদন করিয়া সেইদিনে হবিষ্য এবং পর দিবস উপবাস করিবে। পরে গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, স্বয়ং পুষ্পাদিসমা-হরণে প্রবৃত্ত হইবে। অনন্তর পঞ্চঘট সংস্থাপন করিয়া, তাহাতে দেবগণের সম্যগ্ বিধানে পূজা করিবে। সর্ব্ববিৎ গুরু প্রথম

সর্ব্বদেবাংশ্চ সর্ববিদ্‌গুরুসত্তমঃ। স্বস্তিবাচ্য ততঃ কুর্য্যাৎ সঙ্কল্পং বিধিপূর্ব্বকং। ততো মূলং সহস্রঞ্চ প্রজপেৎ সদ্‌গুরুঃ স্বয়ং। কণ্ঠন্যাসং ততঃ কৃত্বা তত্ত্বন্যাসং ততঃপরং। পুষ্পাদ্যলঙ্কৃতং শিষ্যং চন্দনেন প্রলেপয়েৎ। ততো রত্নস্বকুম্ভস্থৈস্তোয়ৈঃ শিষ্যং প্রসিচ্য চ। শিষ্যশীর্ষে ততো হস্তং দত্বা চাষ্টোত্তরং শতং। জপেন্মন্ত্রং গুরুশ্রেষ্ঠঃ কপোলে মূলমুচ্চরন্। ঋষিচ্ছন্দঃ কীলকঞ্চ শক্তিবীজমতঃপরং। একদা দক্ষিণে কর্ণে গায়ত্রীঞ্চ ত্রিধা জপেৎ। ততো মন্ত্রং প্রবক্তব্যং স্ত্রীদীক্ষা বামতঃ সকৃৎ। এষ বিধির্দ্বিজাতীনাং স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ বামতঃ। ততঃ পরিণমেদ্দেবীং শ্রীগুরুং সর্ববলক্ষণং। স্বয়ং

ঘটে গণেশ, দ্বিতীয়ে সদাশিব, তৃতীয়ে সুন্দরী, চতুর্থে পরদেবতা ও পঞ্চমে সর্ব্বদেবতার পূজা করিয়া, স্বস্তিবাচনপুরঃসর বিধিপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন। অনন্তর গুরুদেব স্বয়ং মূলমন্ত্র সহস্রবার জপ করিয়া, বিধান ক্রমে কণ্ঠন্যাস ও পরে তত্ত্বন্যাস করিয়া, শিষ্যকে পুষ্পাদিদ্বারা অলঙ্কৃত ও চন্দনে পরিলিপ্ত করিবেন। অনন্তর রত্নময়-সুন্দর-কুম্ভস্থ জলদ্বারা শিষ্যকে অভিষিক্ত ও তদীয় মস্তকে ন্যস্তহস্ত হইয়া কপোলতলে মূলোচ্চারণপূর্ব্বক অষ্টোত্তরশতবার মন্ত্র জপ করিবেন। তৎকালে শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে ঋষি, ছন্দ, শক্তি, বীজ, কীলক এবং গায়ত্রী এই সকলের এককালেই তিনবার জপ করিতে হইবে। অনন্তর মন্ত্র বলিবেন। স্ত্রীদিগের বামকর্ণে একবার মন্ত্র বলিবেন। দ্বিজাতিদিগের ইহাই বিধি। স্ত্রী ও শূদ্রদিগের কেবল বামকর্ণে মন্ত্র

জপ্ত্বা ততো মন্ত্রং দক্ষিণাদীন্ সমাচরেৎ ॥ ২॥ তারামন্ত্রেষু সর্ব্বেষু এষা দীক্ষা প্রকীর্ত্তিতা। শিবস্য পূজনং কার্য্যং পার্থিবস্য ন চান্যথা। সামান্যার্ঘ্যং প্রকর্ত্তব্যং আসনাদীন্ বিশেষতঃ। যোনিপীঠাদ্বিষ্ণুপীঠং লিঙ্গাগ্রাত্তুল্যমূল্যকং। যোন্যধঃশেষপর্য্যন্তং ত্রিসূত্রীকরণন্ত্বিদং। ন পূজয়েৎ পার্থিবং যঃ শিবলিঙ্গং সুরেশ্বরি। নান্যপূজাফলং তস্য চাণ্ডালত্বং প্রজায়তে। দেবধ্যানং ততঃ কৃত্বা পুষ্পং শীর্ষে প্রদাপয়েৎ। প্রণবস্য চ পাশস্য কলাসংখ্যকজাপতঃ। বিশ্বং দেহং শোধয়িত্বা ভূতশুদ্ধিং সমাচরেৎ ॥ ৩ ॥ স্বনাভৌ দক্ষিণং পাণিং বামে পাণৌ বিধায় চ। চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বেন সার্দ্ধং

রঞ্জিতে হইবে। তৎপর শিষ্য ইষ্টদেবীকে এবং সর্ব্বলক্ষণযুক্ত নিজ গুরুকে প্রণাম করিবে। পরে স্বয়ং মন্ত্র জপ করিয়া দক্ষিণা প্রদানাদি কার্য্য সমাপন করিবে। ২॥ সমস্ত তারামন্ত্রবিষয়েই এইপ্রকার দীক্ষা কথিত হইয়াছে। তৎকালে পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা করিতে হইবে। ইহার অন্যথা করিবে না। সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, বিশেষতঃ আসনাদি স্থাপন করিতে হইবে। অয়ি সুরেশ্বরি! যে ব্যক্তি পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা না করে, তাহার অন্য পূজার ফললাভ হয় না। তাহাকে চণ্ডাল হইয়া জন্মিতে হয়। অনন্তর দেবতার ধ্যান করিয়া মস্তকে পুষ্প প্রদান করিবে। পরে প্রণব ও পাশমন্ত্রের ষোড়শ সংখ্যায় জপ করিয়া, সমস্ত দেহশোধনপূর্ব্বক ভূতশুদ্ধি করিবে। পরে স্বকীয় নাভিদেশে, বামহস্ততলে দক্ষিণ হস্ত নিহিত করিয়া, চতুর্ব্বিংশতি

জীবস্য তোলনং। প্রদীপকলিকাকারং সর্ব্বতেজোময়ং বিভুং। বিভেদ্যমখিলং চক্রং পরব্রহ্মণি যোজয়েৎ। মূলাধারাগ্নিশিখয়া সর্ব্বং দেহং বিদাহয়েৎ। সর্ব্বরূপং শরীরঞ্চ পাপেন পুরুষেণ চ। দক্ষনাসাপুটং ধৃত্বা কলাসংখ্যং জপেচ্চ যঃ। পূরয়িত্বা ততো বায়ুং চতুঃষষ্টিজপেন চ। কুম্ভয়েৎ পরমং বায়ুং ততো দ্বাত্রিংশতং জপেৎ। রেচয়েদ্বামতো বায়ুং লিঙ্গদেহং বিনাশয়েৎ। বহ্নিবীজজপাদ্দেবি পূর্ব্বসংখ্যাবিভেদতঃ। সর্ব্বং ভস্মময়ং ধ্যাত্বা ততো ভস্মবিরেচনং। পৃথ্বীবীজং ততো জপ্ত্বা কলয়া প্লাবয়েত্তনুং। মহাবিষ্ণুঃ স্বয়ং সাক্ষাদিত্যেবং জ্ঞানসংকুলং। পুনশ্চ চন্দ্রবীজেন

তত্ত্বের সহিত জীবকে উত্তোলিত করিবে। তৎপরে অখিল চক্র ভেদ করিয়া, সেই প্রদীপকলিকাকৃতি, সর্ব্বতেজোময়, পরমবিভাববিশিষ্ট জীবকে পরব্রহ্মে সংমিলিত করত, মূলাধারের অগ্নিশিখা দ্বারা দেহ দগ্ধ করিবে। পাপপুরুষের সহিত সমস্ত শরীর ঐরূপে দগ্ধ করিয়া, দক্ষিণনাসাধারণপূর্ব্বক ষোড়শসংখ্যায় জপ করিয়া দেহমধ্যে বায়ুর পূরণ করিতে হইবে। পরে চৌষট্টি বার জপ করিয়া, কুম্ভক করিয়া বত্রিশবার জপ করতঃ সেই বায়ুকে বাম নাড়ী যোগে রেচিত করিয়া, লিঙ্গদেহ বিনষ্ট করিবে ও পূর্ব্বসংখ্যায় রংবীজ জপ করত সকল ভস্মময় ধ্যান করিবে। তদনন্তর ভস্ম বিরেচন করিয়া, লং বীজ ষোড়শবার জপ করিয়া শরীরকে প্লাবিত করিবে। তাহা হইলে, স্বয়ং সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণু হওয়া যায়। পুনরায় চন্দ্রবীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিয়া,

চতুঃষষ্টিজপেন চ। স্থিরীকৃত্য নিজং দেহং কুম্ভয়েদ্বায়ু-মণ্ডলং। বরুণং দ্বাত্রিংশজ্জপেন অমৃতেন বিরেচয়েৎ ॥ ৪ ॥ বামহস্তে সমানীয় পয়শ্চ শুষ্কভস্মকং। যজ্ঞভস্মসমাযোগং বৃষভস্মনি কারয়েৎ। প্রজপেত্তত্র মন্ত্রঞ্চ শিবস্যাপি ষড়ক্ষরং। শূদ্রঃ পঞ্চাক্ষরং জপ্ত্বা ষোড়শং সংখ্যকং প্রিয়ে। পঠেত্তত্র মহাদেবি মন্ত্রমেতদ্দ্বয়ং পুনঃ। ওঁ অগ্নিরিতি ভস্মজলমিতি ভস্মা সর্ব্বহরা ইদং। ওঁ ভস্মমুখশ্চক্ষুংষীন্দ্রিয়াণি ভস্মানিদ্ধ্‌তাং শাম্ভবং পশুপাশবিমোক্ষণায়। ওঁ ভস্মরূপং ব্রহ্ম পরশক্তি-রিতীরিতা। পরং জ্ঞানমেব ভস্ম জরং তত্তৎস্বরূপিণং। পরমানন্দদং ভস্ম জ্ঞানকল্পে ব্যবস্থিতং। বিধারয়ামি তদ্ভস্ম শৃণু পাশবিমুক্তয়ে। ততশ্চ ব্রহ্মণে গদ্যং মন্ত্রং তস্য ষড়-ক্ষরং। শূদ্রঃ পঞ্চাক্ষরং মন্ত্রং পঠিত্বা ধারয়েৎ সদা। মৃগমুদ্রাং সমাসাদ্য ললাটে বিভূয়াচ্ছুভং ॥ ৫ ॥ মূলেন প্রণবেনাপি

নিজ দেহের স্থিরীকরণপূর্ব্বক বায়ুকে কুম্ভিত ও বত্রিশ-বার বং বীজ জপ করিয়া, বায়ুর বিরেচন করিবে। তৎপরে পরমভক্তি সহকারে সাধন করিয়া মনোহর দিব্য দেহ লাভ করিয়া ললাটে চন্দ্রমণ্ডলের ধ্যান করিয়া বিভূতি ধারণ করিবে ॥ ৪ ॥ অনন্তর জল ও শুষ্ক ভস্ম বাম হস্তে লইয়া বৃষভস্মে বহ্নিভস্মের সংযোগ করত, শিবের ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া ওঁ অগ্নিরিতি ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে। শূদ্র পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্র পাঠ করিয়া সর্ব্বদা ভস্ম ধারণ করিবে। পরে মৃগমুদ্রাপ্রদর্শনসহকারে ললাটে ভস্ম ধারণ

প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণং।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পূরকুম্ভকরেচকৈঃ। কলাচতুষ্টয়ং
তস্য দ্বিগুণেন বিরেচয়েৎ। ক্রমাৎ ক্রমাৎ ত্রয়ং কৃত্বা মান-
সেনাপি পূজয়েৎ। জ্ঞানিনামপি সিদ্ধিঃ স্যাম্মাসমেতৎ
সমাচরেৎ॥ ৬॥ পশুপতয়ে নম ইতি শীর্ষে মুখে চ হরয়ে
নমঃ। কণ্ঠে শ্রীনীলকণ্ঠায় রুদ্রায় উরসি ন্যসেৎ। কঙ্কালে
ধূমনেত্রায় মূলে শ্রীশম্ভবে নমঃ। পাদয়োর্ভৈরবায় হ শিবায়
দক্ষবাহুতঃ। কালায় বামবাহৌ চ পৃষ্ঠে জ্ঞানায় এব চ।
ক্রোধায় সর্ব্বগাত্রেষু বিন্যসেচ্ছিবপূজনে। ষড়্দীর্ঘভাজা
বীজেন হক্ষবোথ ষড়ঙ্গকং। করাঙ্গঞ্চ তথা ন্যস্য দশদিগ্বন্ধন-
ঞ্চরেৎ॥ ৭॥ হরায় নম উচ্চার্য্য মৃদঞ্চৈবাহরেৎ প্রতি।
মহেশ্বর চতুর্থ্যন্তং নমোন্তং গঠনঞ্চরেৎ। শূলপাণে ইহো-

করিবে। পরে মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া, প্রাণায়াম করিতে হইবে। কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা নাসাপুটের ধারণ করিয়া বায়ুর পূরণ, কুম্ভক ও রেচন করাকে প্রাণায়াম বলিয়া থাকে। ষোলবার জপ করিয়া পূরণ, চৌষট্টিবার জপে কুম্ভক এবং বত্রিশবার জপ করিয়া রেচন করিবে। এই প্রকার প্রাণায়াম বারত্রয়বিধান পূর্ব্বক মানস পূজা করিবে॥ ৬॥ তৎপরে মস্তকে পশুপতয়ে নমঃ বলিয়া মুখে হরয়ে নমঃ ইত্যাদি ক্রমে মূলের লিখিত ন্যাস সর্ব্বশরীরে করিতে হইবে। পরে ছয়টী দীর্ঘস্বরযুক্ত বীজ দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া, দশদিক্ বন্ধন করিবে॥ ৭॥ হরায় নমঃ এবং মহেশ্বরায় নমঃ বলিয়া, তদীয় গঠন, "হে শূলপাণে। সুপ্রতিষ্ঠোভব"

চ্চার্য্য সুপ্রতিষ্ঠো ভব স্বয়ং। প্রতিষ্ঠাপ্য ততঃ সিদ্ধে দত্ত্বা-বাহ্য প্রপূজয়েৎ ॥ ৮ ॥ পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ গন্ধঞ্চ পুষ্পং ধূপঞ্চ দীপকং। নৈবেদ্যাদীনি দত্ত্বা চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরং। মোচা-ফলং সবৃন্তঞ্চ শিবলিঙ্গে দদাতি যঃ। পুরঃ স্থিত্বা যুগ্মপাণৌ গৃহ্লামি প্রযতাত্মনঃ। পুরঃ স্থিত্বা মূলমন্ত্রং জপেদ্দশসহস্রকং। পশুপতয়ে নম ইতি লিঙ্গং সংস্থাপয়েদ্বুধঃ ॥ ৯ ॥ বিল্বপত্রস্য মাহাত্ম্যং বক্তুং কঃ শক্ত এব হি। বিল্বপত্রৈর্ব্বিনা দেবি লিঙ্গপূজা তু নিষ্ফলা। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা চাষ্টমূর্ত্তিং শিবস্য চ। আগ্নেয্যন্তাঃ প্রপূজ্যাথ বেদ্যাং লিঙ্গে শিবং যজেৎ। লিঙ্গবেদী ভবেদ্দেবী লিঙ্গং সাক্ষান্মহেশ্বরঃ। তয়োশ্চ পূজনাৎ স্যাতাং দেবীদেবৌ সুপূজিতৌ। ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতি-

---

বলিয়া শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে ॥৮॥ পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দান করিয়া পরমেশ্বরের পূজা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি পুরোভাগে অবস্থান পূর্ব্বক সংযতচিত্তে বৃন্তসহিত মোচাফল শিবলিঙ্গে দান করে, আমি তাহা দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া থাকি। পুরোভাগে অবস্থান করিয়া দশসহস্রবার মূলমন্ত্র জপ করত, ওঁ পশুপতয়ে নমঃ বলিয়া লিঙ্গ স্থাপন করিতে হইবে ॥ ৯ ॥ হে দেবি! বিল্বপত্রের মাহাত্ম্য বর্ণন করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। বিল্বপত্র ব্যতিরেকে লিঙ্গপূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে। পরম ভক্তিসহকারে মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে। অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত পূজা করিয়া বেদীমধ্যে লিঙ্গে শিবের পূজা করিবে। লিঙ্গবেদী সাক্ষাৎ

মূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দেবি শঙ্করায় নিবেদয়েৎ। সা পূজাফলমাপ্নোতি নান্যথা লক্ষপূজনাৎ। ততো মূলং প্রজপ্তব্যং দেবি চাষ্টোত্তরং শতং। সজলৈর্ব্বিল্বপত্রৈশ্চ জপং লিঙ্গে সমর্পয়েৎ। ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর (ক)। ত্বয়ি স্থিতে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ॥ ১৫॥ স্তোত্রঞ্চ লিঙ্গার্চ্চনচন্দ্রিকাদাবনুসন্ধেয়ং কবচঞ্চ। ততো মুখবাদ্যাদিকঞ্চরেৎ। সংপূজ্য পার্থিবং

দেবী, লিঙ্গ সাক্ষাৎ মহেশ্বর, এই উভয়ের অর্চ্চনা করিলে দেব দেবী উভয়েরই পূজা করা হইয়া থাকে। পরে ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ ইত্যাদি ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ এই পর্য্যন্ত অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। পরে মহাদেবকে তিন বার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। এই প্রকার করিলে, সেই পূজার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। নতুবা, লক্ষবার পূজা করিলেও, সেই পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে। দেবি! অনন্তর অষ্টোত্তর শতবার শিবের মূলমন্ত্র জপ করিবে। পরে সজল বিল্বপত্র দ্বারা ওঁ গুহ্যাতি গুহ্য ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রে সেই জপ লিঙ্গে সমর্পণ করিতে হইবে॥ ১৫॥ ইহার স্তোত্র ও কবচ লিঙ্গার্চ্চনচন্দ্রিকায় অনুসন্ধান করিবে। অনন্তর মুখবাদ্যাদি করিতে হইবে।

লিঙ্গং মুখবাদ্যং চরেত্তু যঃ। শিবসাযুজ্যমাপ্নোতি তথা করতলধ্বনিং। অর্দ্ধং প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রণমেৎ পার্ব্বতীশ্বরং। যাম্যাচ্চ গচ্ছেৎ কৌবেরীং পুনস্তত্রাগতিঞ্চরেৎ। পৃষ্ঠে হস্তং সমাদায় মহ্যাং জানুদ্বয়ং তথা। শীর্ষাবসায়ং দত্বা তু অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি র্ভবেৎ। যো দদ্যাৎ সম্বিদাপাত্রং শঙ্করায় মহেশ্বরি। অশ্বমেধকৃতং পুণ্যং পাত্রেণৈকেন জায়তে। দ্বাদশ্যাং শঙ্করো দেবো লিঙ্গং দৃষ্ট্বা তু পার্থিবং। সম্বিদাপাত্রমাদায় সর্ব্বং দদ্যাৎ কৃতাঞ্জলিঃ। নার্চ্চয়েচ্ছঙ্করস্যাপি লিঙ্গং যস্তু নরঃ ক্বচিৎ। ন বিষ্ণুভক্তঃ শাক্তো বা ন শৈবঃ স নরাধমঃ। নৃত্যগীতবাদ্যনামোচ্চারণেন শিবং সন্তোষ্য সংহারমুদ্রয়া

যে ব্যক্তি সম্যগ্ বিধানে শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া, মুখবাদ্য করে, এবং করতলধ্বনি প্রদান করিয়া থাকে, তাহার শিবসাযুজ্য লাভ হয়। অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করিয়া মহাদেবকে প্রণাম করিবে॥ প্রথমে দক্ষিণদিক্ হইতে উত্তর দিকে গমন করিয়া পুনরায় তথায় আগমন করিতে হইবে। পৃষ্ঠে হস্ত ও মহীতলে জানুযুগল স্থাপন করিয়া মস্তক মৃত্তিকাসংলগ্ন করত অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইবে। হে মহেশ্বরি! যে ব্যক্তি মহেশ্বরকে সম্বিদাপাত্র দান করে, তাহার সেই একমাত্র পাত্রদান দ্বারাই অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। দ্বাদশীতে শঙ্করদেব পার্থিব শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া, সর্ব্বদা পাত্রগ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত দান করেন। যে ব্যক্তি কথনও শিব লিঙ্গের পূজা করে না; অথবা বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান্ নহে; অথবা যে ব্যক্তি শাক্তও নয়, শৈবও নয়, তাহাকে নরাধম বলিয়া

ক্ষমস্বেতি বিসৃজ্য স্থানং সংস্কুর্য্যাৎ। হরস্য পার্থিবং লিঙ্গং পূজয়িত্বা নরো যদি। জলে সংস্থাপয়েদ্দেবি স দরিদ্রো ভবেদ্ ধ্রুবং। পূজয়িত্বা তু যো লিঙ্গং পার্ব্বতীপ্রিয়মুত্তমং। স্থাপয়েদ্ভুবি রৌদ্রে চ দন্দশূকং প্রয়াতি সঃ। শিবলিঙ্গং পূজয়িত্বা ভূমৌ সংপ্রাপয়েৎ কিল। অথবা স্থাপয়েত্তোয়ে দন্দশূকং ব্রজেন্ন চ। যত্র যত্র নরকশ্রুতিস্তৎ সুধীভির্ন কার্য্যং। দারিদ্র্যাভিভবশ্চ কার্য্যং। কিন্তু মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্রে উভয়ত্র দোষশ্রবণাৎ। দন্দশূকং ব্রজেন্ন চেতি শ্রবণাচ্চ। ভূমৌ প্রাপণমেব কার্য্যং তদভাবে জলে বা ক্ষিপেৎ। শম্ভুং ভাগীরথীজলং বিনা ন জলে পূজয়েৎ। ন জলে পূজ-

---

জানিবে। নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং নামোচ্চারণ করিয়া শিবকে সন্তুষ্ট করত সংহার মুদ্রা প্রদর্শন সহকারে, ক্ষমস্ব বলিয়া বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্থানসংস্করণ করিবে। শিবের পার্থিব লিঙ্গ পূজা করিয়া, যদি, জলমধ্যে উহা স্থাপন করে, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই পূজক দরিদ্র হইয়া থাকে। পার্ব্বতীর প্রিয় ও সকলের শ্রেষ্ঠ শিব লিঙ্গের পূজা করিয়া, ভূমিতে বা রৌদ্রে স্থাপন করিলে, দন্দশূক নরক লাভ হইয়া থাকে। অথবা শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া উহা জলমধ্যে স্থাপন করিলে, দন্দশূক নরক ভোগ করিতে হয় না। যে যে স্থলে নরকশ্রুতি বর্ণিত আছে, সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সেই সেই স্থানে স্থাপন করিবে না। অধিকন্তু, যাহাতে দরিদ্র হইতে না হয়, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্রে উভয়ত্রই দোষশ্রবণ আছে, অতএব ভূমিতেই রাখিবে। তদভাবে

য়েচ্ছম্ভুং ভাগীরথীজলং বিনা। ইতি যামলে। ত্রিপুরা-নন্দেন মদ্গুরুণা ব্যাখ্যাতং। পূজনে গঙ্গাজলে বিল্বপত্রা-দিভির্বিনাপি ন চ সামান্যজলে। জলে সামান্যজলে ন স্থাপয়েৎ। মুদ্রাদর্শনাদিভির্ন পূজয়েদিত্যর্থঃ॥ ১১॥ তথা তারানিগমে মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্রে চ। পার্থিবং নার্চ্চয়িত্বা তু কালীং তারাঞ্চ সুন্দরীং। অর্চ্চয়েদ্যস্ত্রিলোকস্থঃ স গচ্ছেদ্-যমযাতনাং। এতেনাদৌ মহাবিদ্যাং পূজয়িত্বা শিবপূজাং বদন্তি। তন্ন। লিঙ্গার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং। মহাবিদ্যাং পূজয়িত্বা শিবপূজাং সমাচরেৎ। অন্যথাকরণাদ্দেবি ন পূজাফলমাপ্নু-য়াৎ। ইতি মহাবিদ্যানাং প্রশংসার্থং শিববাক্যম্। তথাচ

জলে নিক্ষেপ করিবে। গঙ্গাজল ভিন্ন অন্য জল দ্বারা মহাদেবের পূজা করিবে না। যামলে এইরূপই বলিয়াছেন। মদীয় গুরুদেব ত্রিপুরানন্দ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা,—বিল্বপত্রাদি না হইলেও, ভাগীরথীর জলে শিবের পূজা করা যাইতে পারে, কিন্তু সামান্য জলের দ্বারা বিল্বপত্র ব্যতিরেকে পূজা করিবে না। জলে অর্থাৎ সামান্য জলে শিবলিঙ্গ নিক্ষেপ করিবে না। তারা-নিগম ও মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্রে বলিয়াছেন, পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা না করিয়া, ত্রিভুবনমধ্যে যে ব্যক্তি কালী, তারা ও সুন্দরীর অর্চ্চনা করে, তাহাকে যাতনা ভোগ করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহাদ্বারা প্রথমে মহাবিদ্যার পূজা করিয়া, শিবপূজা করিতে হইবে, এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা নহে। লিঙ্গার্চ্চনচন্দ্রিকায় বলিয়াছেন; মহাবিদ্যার পূজা করিয়া শিবপূজা করিবে। অন্যথা করিলে, পূজাফলপ্রাপ্তি হয় না,

ত্রিপুরাকল্পে। যাবন্ন পূজয়েল্লিঙ্গং পার্থিবং সাধকাধমঃ। তস্য পূজাং ন গৃহ্লাতি সুন্দরী তারকাসিতা ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যব্রহ্মানন্দগিরি-
বিরচিতে তারারহস্যে দ্বিতীয়-
পটলে শিবলিঙ্গপূজনং ॥

শক্তিসারে—প্রাতঃকৃত্যং চরেদাদৌ প্রাতঃসন্ধ্যাং ততঃ পরং। ততঃ স্নানং বিধায়াথ সন্ধ্যাং মাধ্যাহ্নিকীং তথা। শিবপূজাং ততঃ কুর্য্যাৎ তথান্তর্যজনং শিব। ততঃ পূজা বিধাতব্যা ততো হোমং সমাচরেৎ। বলিং দদ্যাত্ততো দেব্যৈ ষোঢ়াং কুর্য্যাত্ততঃপরং। ভোগং দত্বা মহাদেব্যৈ

ইহা কেবল মহাবিদ্যা সকলের প্রশংসার্থ, বুঝিতে হইবে। ত্রিপুরাকল্পে বলিয়াছেন, সাধকাধম ব্যক্তি যাবৎ পার্থিব লিঙ্গের পূজা না করে, তাবৎ সুন্দরী, তারা ও অসিতা তাহার পূজা গ্রহণ করেন না॥ ১১—১২ ॥

তারারহস্যে দ্বিতীয়পটলে শিবলিঙ্গ পূজন
পটল সমাপ্ত।

শক্তিসারে বলিয়াছেন, প্রথমে প্রাতঃকৃত্য করিয়া, পরে প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। পরে স্নান করিয়া মাধ্যাহ্নিকী সন্ধ্যা করিবে। পরে শিবপূজা ও তৎপর অন্তর্যজনে প্রবৃত্ত হইবে। তৎপরে পূজা করিয়া, হোম ও তৎপরে দেবীকে বলি প্রদান করিয়া, ষোঢ়ান্যাস করিবে। অনন্তর মহাদেবীকে ভোগ্য বস্তু দান করিয়া, সায়ং-

সায়ংসন্ধ্যাং সমাচরেৎ। ততো যোগো বিধাতব্যস্ততঃ সাধনমুত্তমং। এবংপ্রকারমাসাদ্য তারকাং সাধয়েদ্‌যদি। তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি নান্যথা কল্পকোটিভিঃ। স্তবঞ্চ কবচঞ্চাপি সহস্রাখ্যং পঠেত্ততঃ। প্রপঠেৎ সাধকশ্রেষ্ঠস্ত্রিসন্ধ্যং কার্য্যসিদ্ধয়ে। এতেন শিবপূজান্তর্যজনস্য কর্ত্তব্যত্বং তদেব লিখ্যতে। তারাসারে নিগমে চ। ন পূজাফলমাপ্নোতি বিনান্তর্যজনং শিব। তস্মাদর্চ্চনতঃ পূর্ব্বমন্তর্যাগং সমাচরেৎ। তথাচৈকজটাপক্ষে,—স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েৎ সুধাসাগরমুত্তমং। তন্মধ্যে রত্নদ্বীপঞ্চ স্বুবর্ণবালুকাময়ং। পারিজাতবনং তত্র রত্নানাঞ্চাপি মন্দিরং। শ্মশানং তত্র সংচিন্ত্য তত্র কল্পদ্রুমং

সন্ধ্যায় প্রবৃত্ত হইবে। তৎপরে যোগবিধানপূর্ব্বক সাধন করিবে। এই প্রকার নিয়মানুসরণ করিয়া, তারার সাধনা করিলে, সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ইহার অন্যথা করিলে, কল্পকোটিবৎসরেও সিদ্ধিলাভ হয় না। অনন্তর সাধক সহস্রনামাখ্য স্তব ও কবচ পাঠ করিবে। সাধকশ্রেষ্ঠ কার্য্যসিদ্ধির জন্য তিন সন্ধ্যায় ঐরূপ করিবে। ইহাদ্বারা শিবপূজাসময়ে অন্তর্যজন যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাই লিখিত হইয়াছে। তারাসারে ও নিগমে কথিত আছে, অন্তর্যজন ব্যতিরেকে পূজার ফললাভ করা যায় না। সেইজন্য পূজা করিবার পূর্ব্বে অন্তর্যজনে প্রবৃত্ত হইবে। একজটাপক্ষেও বলিয়াছেন, স্বকীয় হৃদয়ে সুধা-সাগরের ধ্যান করিবে। তন্মধ্যে সুবর্ণবালুকাময় রত্নদ্বীপ, পারিজাত বন, রত্নময় মন্দির ও শ্মশানের চিন্তা করিয়া, কল্পবৃক্ষের চিন্তা করিতে হইবে। তন্মধ্যে

স্মরেৎ। তন্মধ্যে মণিপীঠঞ্চ নানামণিবিভূষিতং। চতুর্দ্দিক্ষু শবা মুণ্ডাশ্চিতাঙ্গারাস্থিভূষণং। বিভাব্য যত্নতো মন্ত্রী তত্তদ্বীপে বসেৎ স্বয়ম্। ব্রহ্মরন্ধ্রে সদা ধ্যায়েন্মহাদেবং জগদ্‌গুরুং। তস্য বামস্থিতাং দেবীং তারাং তারস্বরূপিণীম্। বিভাব্য প্রণমেদ্বিদ্যাং প্রাতঃকৃতিরিতীরিতা। ব্রহ্মরন্ধ্রে বিন্দুরূপং পুষ্করং তীর্থমুত্তমম্। প্রকুর্য্যাৎ সাধকস্তত্র স্নানং সর্ব্বমলাপহম্। বধূবীজস্বরূপে চ শিবতীর্থং হৃদি ন্যসেৎ। মধ্যে সুষুম্নানাড্যাস্তু স্নায়াৎ সাধকসত্তমঃ। ইতি স্নানম্ ॥ ১ ॥

স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েৎ সিংহাসনমনন্যধীঃ। তত্র সংভাব্যতে শয্যা জ্ঞানানন্দস্বরূপিণী। শিবং তত্র বিভাব্যাথ সর্ব্বা-

---

নানামণিবিভূষিত মণিপীঠ এবং চতুর্দ্দিকে শব সকল, মুণ্ড সকল, চিতাঙ্গার, অস্থি ও ভূষণ রহিয়াছে এই প্রকার ভাবনা করিয়া, যত্নসহকারে স্বয়ং সেই দ্বীপে বাস করিবে। সর্ব্বদা ব্রহ্মরন্ধ্রে জগদ্‌গুরু মহাদেবের ধ্যান করিতে হইবে, তদীয় বামভাগে বিরাজমানা তারস্বরূপিণী তারা দেবীর ধ্যান করিয়া, মূলবিদ্যা তারাকে প্রণাম করিবে। ইহাকেই প্রাতঃকৃত্য বলে। পরে ব্রহ্মরন্ধ্রে বিন্দুরূপ পুষ্করতীর্থের কল্পনা করিয়া, সাধক তাহাতে সর্ব্বমলবিনাশন স্নান করিবে ও বধূবীজস্বরূপ হৃদয়ে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে শিবতীর্থের কল্পনা করিয়া তাহাতে স্নান করিবে। ইহাই স্নান ॥ ১ ॥

সাধক অনন্যচিত্তে স্বকীয় হৃদয়ে সিংহাসন ধ্যান করিয়া তাহাতে জ্ঞানানন্দস্বরূপিণী শয্যা ও সেই শয্যায় সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিত,

লঙ্কারভূষিতম্ ॥ দিগম্বরং মহাকায়ং উন্মত্তং কামভাবতঃ। শয্যায়ামূর্দ্ধলিঙ্গঞ্চ ভাবয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ। ভাবয়েচ্চ ততো দেবী মমৃতানন্দরূপিণীম্। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাম্। পারিজাতান্বিতাং দেব্যাঃ কবরীং পরিভাবয়েৎ। ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যা কর্ত্তব্যা মন্ত্রসিদ্ধিমভীপ্সতা। মাতা কামেশ্বরী দেবী পিতা কামেশ্বরঃ শিবঃ। শ্রদ্ধাবান্ ভাবয়িত্বা চ অষ্টসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ইতি সন্ধ্যা ॥ ২॥

সর্ব্বতেজোময়ীং দেবীং শিবশক্তিং যতাত্মিকাম্। জ্বলৎ-সূর্য্যাগ্নিচন্দ্রাভাং তড়িৎকোটিসমপ্রভাম্। ভাবয়েৎ সাধকো যস্তু ধ্যানযোগেশ্বরশ্চ যঃ। ইতি ধ্যানং বিধাতব্যং সাধকৈ-র্মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ইতি ধ্যানম্ ॥ ৩॥

দিগম্বর, কামভাবে উন্মত্ত, মহাকায়, উর্দ্ধলিঙ্গ শিবের ভাবনা করিতে হইবে। অনন্তর অমৃতানন্দরূপিণী, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণশালিনী, স্ত্রীজনোচিত-অলঙ্কার-শোভিনী দেবীর চিন্তা করিয়া, তাঁহার পারিজাত কুসুমাচিত কবরী ধ্যান করিবে। মন্ত্রসিদ্ধির অভিলাষী সাধক ত্রিসন্ধ্যায় সন্ধ্যা করিবে। কামেশ্বরী দেবী মাতা ও কামেশ্বর শিব পিতা। শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, এই প্রকারে উভয়ের ভাবনা করিয়া, অষ্টবিধ সিদ্ধির অধিনায়ক হইবে। ইহাই সন্ধ্যা ॥ ২ ॥

ধ্যানযোগেশ্বর সাধক সর্ব্বতেজোময়ী যতাত্মিকা দেবী শিব-শক্তির ভাবনা করিবে। তড়িৎকোটির ন্যায়, তাঁহার প্রভা এবং সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রের ন্যায়, তাঁহার আভা প্রজ্বলিত ভাবা-

ব্রহ্মরন্ধ্রচন্দ্রপাত্রাত্তর্পয়েত্তারিণীং পরাম্। তত্রস্থসূর্য্যপাত্রাচ্চ অর্ঘ্যং দদ্যান্মনোহরং। দয়া জ্ঞানং ক্ষমা পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহং। জ্ঞানদানং পুণ্যপুষ্পমহিংসা পুষ্পমুত্তমং। আচারপুষ্পং মে নাথ স্বয়ম্ভুপুষ্পমুত্তমং। আনন্দপুষ্পং দাতব্যং পুষ্পঞ্চ সাধকার্চ্চনং। দশ পুষ্পং যঃ প্রদদ্যাৎ স গচ্ছেত্তারকাপদং। ত্রিলোকস্থভদ্রদ্রব্যৈঃ পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ। তত্ত্বং দদ্যাত্তারকায়ৈ মৎস্যমাংসসমন্বিতং। তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন জপান্ন কুলার্চ্চনাৎ। ইতি পূজা॥ ৪॥

প্রজপেদ্বর্ণমালাভির্ন্যাসপূর্ব্বং কুলেশ্বরঃ। হৃৎপদ্মে

পদ্ম। সাধক মন্ত্রসিদ্ধির জন্য এই প্রকারে ধ্যান করিবে। ইহাই ধ্যান॥ ৩॥

ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ চন্দ্রপাত্র দ্বারা পরমা তারিণীর তর্পণ ও তত্রস্থ সূর্য্যপাত্র হইতে, মনোহর অর্ঘ্য দান করিবে। দয়া, জ্ঞান ও ক্ষমারূপ পুষ্প, ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ পুষ্প, জ্ঞানদানরূপ পরমপবিত্র পুষ্প, অহিংসারূপ উৎকৃষ্ট পুষ্প, আচাররূপ পুষ্প, অত্যুৎকৃষ্ট স্বয়ম্ভু পুষ্প, আনন্দরূপ পরমপবিত্র পুষ্প এবং সাধকার্চ্চনরূপ পুষ্প। যে সাধক এই দশ পুষ্প যত্নসহকারে দান করে, সে সাধক তারপদ প্রাপ্ত হইবে। ত্রিলোকের যাবতীয় উৎকৃষ্ট দ্রব্য দ্বারা দেবীকে পূজা করিবে। এই প্রকারে তারাদেবীকে পূজা করিয়াই সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। নতুবা, কেবল জপ বা কেবল কুলার্চ্চা দ্বারা সিদ্ধিসংঘটন হইবে না। ইহাই পূজা॥ ৪॥

কুলেশ্বর সাধক প্রথমে ন্যাস করিয়া বর্ণমালা দ্বারা যত্নসহ-

ষোড়শারঞ্চ বিন্যসেৎ ষোড়শস্বরং। পূর্ব্বাদিতঃ সমারভ্য বহ্নিকোণান্তপত্রতঃ। আধারে বিন্যসেদ্বিদ্বান্ ককারাদি-চতুষ্টয়ং। পশ্চিমাদিদলে ন্যস্য উত্তরান্তং সুসাধকঃ। লিঙ্গমূলে ন্যসেৎ পদ্মে ষড়্দলে চোত্তরক্রমাৎ। ঙকারাদি-এঙকারান্তং ষড়্বর্ণং সাধকোত্তমঃ। নাভিমূলে ন্যসেদ্বর্ণং টাদিঢান্তং মনোহরং। দক্ষিণাদিক্রমান্ন্যাসান্ বর্ণরূপান্মহা-মনূন্। বিন্যসেত্তালুমূলে চ চতুর্দ্দশদলান্বিতে। ধকারাদি-সকারান্তং ইন্দ্রবর্ণং ন্যসেদ্বুধঃ। ললাটে চ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে হক্ষৌ বর্ণৌ ন্যসেৎ সদা। আদৌ দক্ষে তথা বামে শুক্ল-পত্রে সুনিশ্চিতম্। দ্বাদশার্ণে ন্যসেদ্বিদ্বান্ কাদিঠান্তান্

কারে জপ করিয়া, হৃৎপদ্মের ষোড়শ দলে ষোড়শ স্বর বিন্যস্ত করিবে। এই স্বর বিন্যাসের নিয়ম এই যে, পূর্ব্বদিক্ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত অষ্টদিকের প্রত্যেকে দুইটী করিয়া স্বর বিন্যাস করিবে। মূলাধার পদ্মের পশ্চিমাদি উত্তরান্ত দলে ককারাদি বর্ণচতুষ্টয় ন্যস্ত করিয়া, লিঙ্গমূলস্থ ষড়্দল পদ্মে উত্তরাদিক্রমে ঙকার হইতে এঙকার পর্য্যন্ত ছয়টী বর্ণ সন্নিবিষ্ট করিবে। অনন্তর নাভিমূলস্থ মণিপুর পদ্মে দক্ষিণাদিক্রমে ট হইতে ঢ পর্য্যন্ত মনোহর বর্ণ-চতুষ্টয় বিন্যস্ত করিয়া, পরে চতুর্দ্দশ-দলান্বিত তালুমূলস্থ কমলে ধকার হইতে মকার পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ বর্ণ বিন্যস্ত করিবে। পরে ললাটে ভ্রূদ্বয়মধ্যে হ ও ক্ষ এই দুই বর্ণের ন্যাস করিবে। অনন্তর দ্বাদশ দল পদ্মের দ্বাদশ শুক্লপত্রে ককারাদি ঠকারান্ত দ্বাদশবর্ণ বিন্যস্ত করিবে। প্রথমে দক্ষিণ দিকে পরে বাম দিকে এই বর্ণ বিন্যাস

স্বসিদ্ধয়ে। ডকারাদিবিসর্গান্তান্ সহস্রারে ন্যসেৎ সদা। এবমন্তর্মাতৃকাণাং বিনা ন্যাসেন পার্ব্বতি। অন্তঃপূজাং চরেদ্ যস্তু স গচ্ছেদ্ যমসাদনং। ইতি মাতৃকান্তর্ন্যাসং কৃত্বা বর্ণমালয়া জপেৎ। সা তু। অকারাদিক্ষকারান্তং হক্ষয়োর্লঞ্চ মধ্যতঃ। নাদবিন্দুসমাযুক্তং বর্ণান্তে প্রজপেন্মনুং। অনুলোমবিলোমেন জপেদষ্টোত্তরং শতং। উ কু চু টু তু পু যু শু অষ্টবর্গেষু অষ্ট সংজপেৎ। উ অবর্গঃ ষোড়শস্বরবর্ণঃ। কু কবর্গঃ চু চবর্গঃ টু টবর্গঃ তু তবর্গঃ পু পবর্গঃ যু যবর্গশ্চতুর্ব্বর্ণঃ শু শবর্গঃ ষড়্বর্ণঃ। তারার্ণবে। নাদবিন্দু সমোপেতং সর্ব্ববর্ণে ব্যবস্থিতং।

করিতে হইবে। পরে সহস্রারে ড হইতে বিসর্গ পর্য্যন্ত বর্ণ সকল বিন্যস্ত করিবে। অয়ি পার্ব্বতি! যে সাধক এইরূপে অন্তর্মাতৃকা ন্যাস না করিয়া, অন্তঃপূজায় প্রবৃত্ত হয়, সে যমসদনে গমন করে। এইরূপে অন্তর্মাতৃকা ন্যাস করিয়া, বর্ণমালা দ্বারা জপ করিতে হইবে। অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণের পরে নাদবিন্দু সংযুক্ত করিয়া, মন্ত্র জপ করিবে। হ ও ক্ষ অক্ষরের মধ্যে একটী লকার পাঠ করিতে হইবে। এই প্রকারে বর্ণোচ্চারণ করিয়া পরে মন্ত্র জপ করিবে। এই প্রকারে অনুলোম বিলোমে অর্থাৎ অ হইতে ক্ষ আবার ক্ষ হইতে অ পর্য্যন্ত এক শত জপ করিয়া উ, কু, চু, টু, তু পু, যু, শু, এই অষ্টবর্গে অষ্টবার জপ করিতে হইবে। উশব্দে অবর্গ অর্থাৎ ষোড়শ স্বরবর্ণ, কুশব্দে কবর্গ, চু চবর্গ, টু টবর্গ, তু তবর্গ, পু পবর্গ, যু য হইতে ব পর্য্যন্ত চারিবর্ণ এবং শু শ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত ষড়্বর্ণ জানিবে। তারার্ণবে লিখিত

স্ত্রীশূদ্রয়োরেতদেব নাদবিন্দু বিবর্জ্জিতং। নাদবিন্দুসমাযুক্তং জপ্যে ন্যাসে চ মোক্ষদম্। এতেন মোক্ষশ্রবণাৎ সর্ব্ববর্ণানামৰ্দ্ধচন্দ্রখণ্ডভূষিতবর্ণজপে ন্যাসে চাধিকারঃ। স্ত্রীশূদ্রয়োস্তু বিসর্গৌকারবিন্দূনাং ন চন্দ্রখণ্ডযোগঃ। তথা চ তারাসারে। নিশ্চন্দ্রং ন চরেদ্বর্ণং জপে ন্যাসে চ শূলধৃক্। অন্যথাকরণান্মূঢ়ো নরকং যাতি নিশ্চিতম্। স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েদ্যোনিমণ্ডলমুত্তমম্। রাজভিশ্চ সমোপেতং ত্রিকোণং সর্ব্ববর্ণকম্। কামাখ্যাযোনিং সংভাব্য নীলপদ্মমনুস্মরন্। হুনেৎ ষোড়শবারঞ্চ ঘৃতৈর্লিঙ্গোদ্ভবৈর্ধিয়া। ততঃ প্রদক্ষিণং কুর্য্যান্মানসেন শিবাং ত্রয়ম্। ইত্যন্তর্যজনং মূঢ়ো মা কৃত্বা

আছে, যে সর্ব্ববর্ণেরই নাদবিন্দু সংযুক্ত করিয়া বর্ণ জপ করা বিধেয়, কিন্তু স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে ইহা নহে। বর্ণজপে এবং ন্যাসে নাদবিন্দু সংযুক্ত করিয়া বর্ণ বিন্যাস করিলে মোক্ষলাভ হয়। এই বচনে মোক্ষ শ্রবণ থাকায় সকল বর্ণেরই ন্যাস ও বর্ণজপে, অর্দ্ধচন্দ্র ভূষিত বর্ণোচ্চারণে অধিকার আছে। কিন্তু স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে বিসর্গ, ওকার এবং বিন্দুতে চন্দ্রবিন্দু যোগ করা নিষেধ। তারাসারেও বলিয়াছেন, জপ বা ন্যাস সময়ে অর্দ্ধচন্দ্রহীনবর্ণ যোজনা করিবে না। ইহার অন্যথাচরণ করিলে, মূঢ়ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে পতিত হয়। আপনার হৃদয়ে কোণত্রয়ভূষিত, সর্ব্ববর্ণবিমণ্ডিত, উত্তম যোনিমণ্ডল ধ্যান করিয়া, পরে কামাখ্যাযোনির ভাবনা ও নীলপদ্মের অনুস্মরণপূর্ব্বক বুদ্ধিসহকারে লিঙ্গ সমুদ্ভূত ঘৃত দ্বারা ষোড়শবার হোম করিবে। পরে মনে মনে শিবাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে।

পূজয়েৎ পরাম্। ন পূজাফলমাপ্নোতি তারায়াঃ কোটি-জন্মতঃ॥ ইত্যন্তর্যজনম্॥ ৫ ॥

অথোগ্রতারান্তর্যাগম্। অথ উগ্রতারায়াশ্চ অন্তর্যাগং বদাম্যহম্। স্বকীয়ে হৃদয়ে ধ্যায়েৎ সুধাসাগরমুত্তমম্। হৃৎপদ্মে ষোড়শারে চ তর্পয়েদুগ্রতারিণীম্। দলে দলে মহাদেবীং মূলমন্ত্র মনুস্মরন্। তস্যা যোনৌ হুনেদ্বৎস মন্ত্রেণানেন সাম্প্রতম্। ওঁ নাভিচৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা মনসা শ্রুচা। সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তির্জ্জুহোম্যহম্। প্রকাশাকাশহস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনীশ্রুচা। ধর্ম্মাধর্ম্মকলাস্নেহপূর্ণবহ্নৌ জুহোম্যহম্ (ক)। ততশ্চ বর্ণমালাভির্জ্জপেদষ্টোত্তরং শতম্। প্রদক্ষিণীকৃত্য ততঃ প্রণিপত্য সুখঙ্করেৎ। ইত্যুগ্রতারান্তর্যজনম্॥ ৬ ॥

যে মূঢ় ব্যক্তি এইপ্রকারে অন্তর্যজন না করিয়া, তারা দেবীর পূজা করে। সে কোটিজন্মেও পূজার ফল পাইবে না। ইহাই অন্তর্যজন॥ ৫ ॥

অনন্তর উগ্রতারার অন্তর্যাগ কথিত হইতেছে। আমি এইক্ষণ উগ্রতারার অন্তর্যাগ কীর্ত্তন করিতেছি। স্বকীয় হৃদয়ে মনোহর সুধা-সাগরের চিন্তা করিয়া প্রত্যেক দলে মহাদেবী এবং মূলমন্ত্রের ধ্যান করিয়া হৃৎপদ্মের ষোড়শপত্রে উগ্রতারার তর্পণ করিতে হইবে। বৎস! পরে তদীয় যোনিমণ্ডলে, ওঁ নাভিচৈতন্যরূপাগ্নৌ ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রে হোম করিতে হইবে। অনন্তর বর্ণমালা দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া, প্রদক্ষিণ

স্বকায়ে হৃদয়ে ধ্যায়েৎ সারদাং নীলরূপিণীম্। প্রত্যা-লীঢ়পদাং দেবীং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ। হাস্যবক্ত্রাং মহাঘোরাং যজেন্নীলসরস্বতীম্। বিপরীতরতাসক্তাং বাগী-শত্বপ্রদায়িনীম্। পায়য়িত্বা সুধাধারাং মৎস্যমাংসসমন্বি-তাম্। চসকেন দদেদ্বক্ত্রে আসবং মাংসসংযুতম্। মহা-হৃদি পরং ধ্যায়েন্নীলবাণীং সুরেশ্বরীম্। আসবোন্মত্তহৃদয়া শিববক্ত্রে পুনঃ পুনঃ। পপাত বাতযোগেন চুম্বনঞ্চ করোতি হি। পাদপদ্মং মহাদেবি বিধৃত্য নিজহস্ততঃ। উত্থায় তারিণীবক্ত্রং স চুম্বতি পুনঃ পুনঃ। তস্য বক্ত্রে প্রদদ্যাচ্চ

করত প্রণাম করিয়া, যথাসুখে বিচরণ করিবে। ইহাই উগ্র-তারার অন্তর্যজন ॥ ৬॥

এইক্ষণে নীলসরস্বতীর অন্তর্যজনবিধি কথিত হইতেছে। স্বীয় হৃদয়ে নীলরূপিণী সারদার ধ্যান করিতে হইবে। তিনি বাম পদ সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দক্ষিণ পদ সঙ্কোচন পূর্ব্বক অবস্থিতা, তাঁহার কোটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মের দ্বারা আবৃত। তাঁহার বদনমণ্ডল হাস্যবিকসিত। তিনি অতীব ভীমরূপিণী, বিপরীত-রতাসক্তা। ইঁহার অর্চ্চনা করিলে ইনি বাগীশত্ব প্রদান করেন। এইরূপে তাঁহার ধ্যান ও অর্চ্চনা করিয়া, মৎস্যমাংস-সমন্বিত সুধাধারা পান করাইয়া, চসক দ্বারা তদীয় বক্ত্রে মাংসসংযুত আসব দান করিবে। অনন্তর হৃদয়ে সুরেশ্বরী নীলসরস্বতীর ধ্যান করিতে হইবে। তিনি আসবোন্মত্ত হৃদয়ে শিবের বদনমণ্ডলে পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া, চুম্বন করিয়া থাকেন। মহাদেবও নিজ হস্তে তদীয় পাদপদ্ম বস্ত্রাঞ্চলে ধারণ করিয়া, উত্থানপূর্ব্বক বারম্বার তাঁহার বদন

মৎস্যদগ্ধং মহাসবং। দগ্ধমৎস্যং দগ্ধমাংসং শোণিতং পশু-দেহতঃ। শূকরস্যৌষ্ঠমাংসঞ্চ ভগলিঙ্গামৃতন্তথা। দত্ত্বা নী-লসরস্বত্যৈ উচ্ছিষ্টং হরবক্ত্রকে। পুনঃ পুনঃ পূজয়িত্বা পূজ-য়েদ্বর্ণমালয়া। ইত্যন্তর্যজনং প্রোক্তং নীলবাণ্যাঃ সুশো-ভনম্। যোঽর্চ্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা হস্তে তস্য সদা ভবেৎ। সর্ব্বসিদ্ধির্ম্মহাদেবি বক্ত্রে বাণী বসেদ্ধ্রুবম্। দিবারাত্রৌ কুলা-চারে এবং যস্তু বিভাবয়েৎ। তস্য ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ ইচ্ছা-সিদ্ধিঃ করে বসেৎ॥ ইতি নীলসরস্বত্যা অন্তর্যজনম্॥ ৭॥

অথ একজটাযন্ত্রোদ্ধারঃ। ব্রাহ্মণেতরবর্ণানাং ষট্কোণং কর্ণিকাগতম্। ব্রাহ্মণানাং সদা লেখ্যং ত্রিকোণং কর্ণিকা-

---

চুম্বন করিতেছেন এবং তদীয় বদনে দগ্ধ মৎস্য, মহাসব, দগ্ধ মাংস, পশু দেহের শোণিত, শূকরের ওষ্ঠমাংস ও ভগলিঙ্গামৃত দান করিতে হইবে। তৎকালে নীলসরস্বতীকে ঐ সকল দান করিয়া হরবক্ত্রে তাহার উচ্ছিষ্ট প্রদান ও বারম্বার পূজা করিয়া, পুনরায় বর্ণমালা দ্বারা পূজা করিবে। ইহাই নীলসরস্বতীর সর্ব্বশোভন অন্তর্যজন কথিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি পরমভক্তিসহকারে পূজা করে, অয়ি মহাদেবি! সমস্ত সিদ্ধি তাঁহার হস্তগত ও স্বয়ং বাণী তাহার বদনবাসিনী হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কুলাচারে প্রবৃত্ত হইয়া, দিবা রাত্রি এইপ্রকার ভাবনা করে, ভোগ, মুক্তি এবং ইচ্ছাসিদ্ধি তাহার করতল গত হইয়া থাকে। ইহাই নীলসরস্বতীর অন্তর্যজন॥ ৭॥

ইদানীং একজটার যন্ত্রোদ্ধার কথিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যবর্ণ সকলের কর্ণিকাগত ষট্‌কোণ ও ব্রাহ্মণ সকলের সর্ব্বদা

গতম্। মধ্যে কূর্চ্চং লিখেদ্বিদ্বাং বৃত্তদ্বয়মতঃপরম্। ততশ্চা-ষ্টদলং লেখ্যং চতুর্বীজসমন্বিতম্। পূর্ব্বে লজ্জা বধূর্দ্দক্ষে উত্তরে ফঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। পশ্চিমে টং সমাখ্যাতং কোণে চ রেণুকাযুতম্। চতুরস্রং চতুর্দ্বারং লিখেদ্‌যন্ত্রং সুশোভ-নম্। এবং যন্ত্রং পরিত্যজ্য ভিন্নযন্ত্রে প্রপূজয়েৎ। তস্মৈ দত্বা রুষা শাপং দেবী যাতি হরং প্রতি। অন্যা ভেদেন তারায়াঃ। ত্রিকোণঞ্চ ত্রিবৃত্তঞ্চ লিখেচ্চাপি চতুর্দ্দলম্। ততশ্চাষ্টদলং লেখ্যং দ্বিবৃত্তং তদনন্তরম্। চতুরস্রং চতুর্দ্বারং কামতারাপ্রপূজনে ॥ ৮ ॥

এতাসাং ধারণযন্ত্রং যথা—ত্রিকোণং সাধকাখ্যাদ্যং ষট্‌-কোণং তদনন্তরম্। লিখেদষ্টদলং পদ্মং ষোড়শস্বরসংযু-

---

কর্ণিকাগত ত্রিকোণ লিখিতে হইবে। মধ্যে হুঁ লিখিয়া, পরে বৃত্তদ্বয়, তৎপরে চতুর্বীজসমন্বিত অষ্টদল অঙ্কিত করিবে। পূর্ব্ব দলে হ্রীঁ বীজ, দক্ষিণে স্ত্রীংবীজ, উত্তরে ফ, পশ্চিমে ট, বিন্যস্ত করিয়া, চতুষ্কোণ ও চতুর্দ্বার সমন্বিত সুশোভন যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। যে ব্যক্তি এই যন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য যন্ত্রে পূজা করে, দেবী তাহাকে শাপ দিয়া, ক্রোধভরে হরের নিকট গমন করিয়া থাকেন। কামতারার পূজায় ত্রিকোণ, ত্রিবৃত্ত ও চতুর্দ্দল লিখিয়া, পরে অষ্টদল ও তৎপরে দ্বিবৃত্ত এবং চতুরস্র ও চতুর্দ্বার লিখিতে হইবে। কামতারার পূজায় এইরূপ বিধি কথিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

ইহাঁদের ধারণযন্ত্র যথা—প্রথমে সাধকের নাম লিখিয়া ত্রিকোণ ও পরে ষট্‌কোণ, অনন্তর ষোড়শস্বরসংযুক্ত অষ্টদল

তম্। পদ্মাবত্যাশ্চ মন্ত্রেণ সপ্তবর্ণেন বেষ্টয়েৎ। চতুরস্রং চতুর্দ্বারং কোণে বজ্রসমন্বিতম্॥ ইতি॥ ৯॥

অথোগ্রতারাযন্ত্রম্। নবকোণং লিখেদাদৌ পঞ্চপত্রসমন্বিতং। দ্বিবৃত্তং দ্বিগুণং পদ্মং সর্ব্বত্র রেণুভূষিতম্। চতুরস্রং চতুর্দ্বারমুগ্রতারাপ্রপূজনে। ষট্‌কোণঞ্চ চতুষ্কোণং পঞ্চবৃত্তসমন্বিতম্। লিখেদষ্টদলং পদ্মং চতুরস্রাদিকন্তথা। বর্ত্তুলং বিন্দুসংযুক্তং ষট্‌কোণং তদনন্তরং। লিখেদষ্টদলং পদ্মং ভূগৃহং তদনন্তরং॥ ১০॥

অথ নীলতারিণীযন্ত্রং। ত্রিত্রিকোণং সমং লেখ্যং মধ্যে বিন্দুসমন্বিতং। দ্বিবৃত্তং ষড়্‌দলং বিদ্ধি ত্রিবৃত্তং দ্বাদশং দলং। পুনর্ব্বৃত্তত্রয়ং লেখ্যং চতুর্দ্বারাত্মকং গৃহং। দ্বিত্রিকোণঞ্চ

পদ্ম লিখিয়া, পদ্মাবতীর সপ্তবর্ণ মন্ত্রে তাহাকে বেষ্টন এবং কোণে বজ্রসমন্বিত চতুরস্র ও চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিবে॥ ৯॥

উগ্রতারার যন্ত্র যথা,—প্রথমে পঞ্চপত্রসমন্বিত নবকোণ লিখিয়া পরে সর্ব্বত্র রেণুভূষিত চতুর্ব্বৃত্ত এবং চতুরস্র ও চতুর্দ্বার সন্নিবদ্ধ করিবে। পুনরায় পঞ্চবৃত্ত সমন্বিত ষট্‌কোণ, চতুষ্কোণ ও চতুরস্রাদি অঙ্কিত করিয়া, অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। পরে বিন্দুসংযুক্ত বর্ত্তুল, ষট্‌কোণ, অষ্টদলপদ্ম ও তৎপরে ভূ-গৃহ রচনা করিবে॥ ১০॥

নীলতারিণীর যন্ত্র যথা,—মধ্যে বিন্দুসংযুক্ত সম ও নবকোণ পদ্ম লিখিয়া, পরে দ্বিবৃত্ত ষড়্‌দল, তৎপরে ত্রিবৃত্ত দ্বাদশদল ও পরে পুনরায় বৃত্তত্রয় ও চতুর্দ্বারাত্মক গৃহ অঙ্কিত করিবে।

ষট্‌কোণং বৃত্তঞ্চাষ্টদলন্তথা। পুনর্বৃত্তং কলাপত্রং চতুর্দ্বারাত্মকং গৃহং। সাধারণযন্ত্রমেকজটাপ্রকরণোক্তং সর্ব্বত্র ইতি নবযন্ত্রোদ্ধারঃ ॥ ১১ ॥

অথ যন্ত্রসংস্কারঃ। তারানিগমে।—তাম্রপাত্রে কপালে বা শ্মশানে কাষ্ঠনির্ম্মিতে। স্বর্ণে রৌপ্যেঽথবা লৌহে যন্ত্রং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ। সংস্কারস্য নিত্যতামাহ তারাসারে—অসংস্কৃতে তু যে যন্ত্রে পূজয়ন্তি নরাধমাঃ। জ্ঞানং পুণ্যং নচেৎ পুত্র সাধনে সিদ্ধয়ঃ কথং। যন্ত্রং লিখিত্বা যে পূজাং ন কুর্ব্বন্তি দিনে দিনে। তেষাং পূজাং ন গৃহ্ণন্তি দেবাশ্চ চাসুরায় তৎ। তত্রৈব। যন্ত্রস্য লেখনেঽশক্তঃ পুষ্পযন্ত্রে প্রপূজয়েৎ। অপরায়াং

পুনরায় দুইটী ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ, বৃত্ত, অষ্টদল, পরে বৃত্ত, ষোড়শদল ও চতুর্দ্বারাত্মক গৃহ অঙ্কিত করিবে। সর্ব্বত্রই একজটা-প্রকরণোক্ত সাধারণ যন্ত্র বিহিত। এই নব যন্ত্র উদ্ধৃত হইল ॥১১ ॥

অতঃপর যন্ত্রসংস্কারবিধি কথিত হইতেছে। যথা,—তারা-নিগমে বলিয়াছেন, তাম্রপাত্র, কপাল, শ্মশানকাষ্ঠ, স্বর্ণ, রৌপ্য, অথবা লৌহ এই সকলের কোন এক পাত্রে যথাবিধানে যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। তারাসারে সংস্কারের নিত্যতা বলিয়াছেন। যথা,—যাহারা অসংস্কৃত যন্ত্রে পূজা করে, তাহারা নরাধম, তাহাদের জ্ঞান ও পুণ্য সকলই নষ্ট হয়, সিদ্ধির কথা আর বক্তব্য নহে। যাঁহারা যন্ত্র লিখিয়া, প্রতিদিন পূজা না করে, দেবগণ তাহাদের পূজা গ্রহণ করেন না। সেই পূজা অসুরগণের ভোগ্য। তারা-সারেই লিখিত আছে, যন্ত্রলেখনে অশক্ত হইলে, অপরাজিতা

জবায়াঞ্চ দ্রোণে চ করবীরকে। গৌরীপট্টে শিবস্যাপি তত্ত্বপাত্রেঽথবা পুনঃ। অভাবে সর্ব্বযন্ত্রাণাং শালগ্রামে জলেঽর্চ্চয়েৎ। স্থমর্ত্ত্যাং সর্ব্ববর্ণাশ্চ তদ্‌যন্ত্রে চ প্রপূজয়েৎ। শালগ্রামেতরে যন্ত্রে শস্তাতে শূদ্রযোষিতঃ। গৌরীপট্টে তু পূজায়াং পাষাণাদৌ ন পার্থিবে। তথা শক্তিযামলে। পার্থিবে যোনিবেদ্যাস্তু পূজনে রেণুনাশকৃৎ। পচ্যতে নরকে ঘোরে ন মোক্ষঃ কোটিজন্মতঃ॥ ইতি ॥১২॥

রক্তাসনস্থিতো বীরঃ কামাখ্যামুখ এব চ। লিখেদষ্টদলং পদ্মং কুঙ্কুমেন সুসিদ্ধয়ে। তত্র সংস্থাপয়েদ্‌যন্ত্রং পঞ্চগব্যেন সেচয়েৎ। বীক্ষণং মূলমন্ত্রেণ অস্ত্রেণ পুষ্পতাড়নং। মূলেন নিক্ষিপেদ্বিন্দূন্ লেপয়েচ্চন্দনেন চ। গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্যন্ত্রং সমভ্যর্চ্চ্য বিলোকয়েৎ। ওঁ যন্ত্ররাজায়

জবা, দ্রোণ, করবীর এবং শিবলিঙ্গের গৌরীপট্ট, তত্ত্বপাত্র, ইহাদের অভাবে, শালগ্রামে বা জলে দেবীর অর্চ্চনা করিবে। শালগ্রাম ভিন্ন অন্য যন্ত্রে শূদ্র ও স্ত্রীর পূজা করা প্রশস্ত। শক্তিযামলে বলিয়াছেন, পার্থিব শিবলিঙ্গের যোনিপীঠে পূজা করিলে রেণুনাশ হয় এবং ঘোর নরকে পচিতে হয়; কোটিজন্মেও তাহার মোক্ষলাভ হয় না॥ ১২॥

বীরসাধক পূর্ব্বমুখে রক্তাসনে আসীন হইয়া, সিদ্ধিকামনায় কুঙ্কুম দ্বারা অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। সেই পদ্মে যন্ত্রস্থাপন করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা তাহার অভিষেক করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যন্ত্রদর্শন, ফট্‌মন্ত্রে পুষ্পদ্বারা উহার তাড়ন, মূলমন্ত্রে

রিগ্রহে সর্ব্বাধারায় ধীমহি তন্নো যন্ত্রং প্রচোদয়াৎ (ক)। এতয়া বাপি গায়ত্র্যা শতৈস্তমভিমন্ত্রয়েৎ। দেবতাভাবমাসাদ্য মূলমন্ত্রশতং জপেৎ। প্রতিষ্ঠোক্তক্রমেণাপি প্রতিষ্ঠাপ্য নিরীক্ষয়েৎ। গায়ত্র্যা দেবতায়াস্তু শতং তমভিমন্ত্রয়েৎ। দেবীং তত্র সমাবাহ্য দশমূলেন মন্ত্রয়েৎ। পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা উপচারৈশ্চ পূজয়েৎ। কলাভির্দ্দশভির্ব্বাপি পঞ্চভির্ব্বাপ্যশক্তিতঃ। তর্পণন্তু ততঃ কৃত্বা শতমষ্টোত্তরং হুনেৎ। হোমকর্ম্মণ্যশক্তশ্চেদ্দ্বিগুণং জপমাচরেৎ। প্রণম্য ধার্য্যং তদ্‌যন্ত্রং সদা সদ্ভাবসিদ্ধয়ে। গুরুণা কারয়েদ্বাপি স্বয়ং বাপি বিশোধয়েৎ। ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং হর-

---

উহাতে বিন্দু দিয়া চন্দনদ্বারা উহা লিপ্ত করিয়া গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা সম্যগ্‌ বিধানে যন্ত্রের অর্চ্চনা করিয়া, পরে তাহা বিলোকন করিবে। তৎপরে; ওঁ যন্ত্ররাজায় ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত গায়ত্রী দ্বারা শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া, দেবতাভাব-সন্ধারণ পূর্ব্বক, শতবার মূলমন্ত্র জপ এবং প্রতিষ্ঠোক্ত ক্রমানুসারে যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিরীক্ষণ করিতে হইবে। পরে দেবতার গায়ত্রী দ্বারা শতবার অভিমন্ত্রণ করিয়া, দেবীকে তাহাতে সমাবাহন পূর্ব্বক দশবার মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে আটবার পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া, নানাপ্রকার উপচার দ্বারা পূজা করতঃ তর্পণ ও পরে অষ্টোত্তর শত হোম করিতে হইবে। হোম করিতে অশক্ত হইলে, দ্বিগুণ জপ করিবে। অনন্তর প্রণাম করিয়া, সর্ব্বদা সদ্ভাবসিদ্ধির জন্য সেই যন্ত্র ধারণ করিতে হইবে। গুরুর দ্বারা যন্ত্রের শোধন করাইবে। অথবা

সুন্দরি। যোষিতামপি শূদ্রাণাং চাধিকারোঽত্র সর্ব্বিধৌ।
সর্ব্বত্র হোমে পূজায়াং সংস্কারে বালকস্য চ। প্রয়োগে
যত্র সংশুদ্ধৌ স্রজঃ সংস্কারকর্ম্মণি। শবানাঞ্চ চিতানাঞ্চ
লতানাঞ্চাপি সাধনে। লজ্জা তু প্রণবস্থানে স্ত্রীঁ বীজং
বহ্নিবল্লভা। সেতুস্থানে কূর্চ্চবীজং যোড়ায়াং কামবীজকং।
স্বর্গমোক্ষপ্রদং বিদ্ধি সর্ব্বত্র শূদ্রযোষিতঃ॥ ১৩॥

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যব্রহ্মানন্দগিরি-
বিরচিতে তারারহস্যে দ্বিতীয়পটলে
যন্ত্রসংস্কারঃ॥

অথ মালাপ্রকরণং। তারানিগমে। নৃকপালস্য খণ্ডেন

স্বয়ং শোধন করিয়া লইবে। অয়ি হরসুন্দরি! এইরূপ অনুষ্ঠানে
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রী সকলেরই অধিকার আছে।
শূদ্র ও স্ত্রীগণের পক্ষে সর্ব্ববিধ হোম, পূজা, বালকের সংস্কার,
মালাসংস্করণ, শবসাধন, চিতাসাধন এবং লতাসাধনে প্রণবস্থানে
লজ্জাবীজ, স্বাহাস্থানে স্ত্রীঁ বীজ, সেতুস্থানে হুঁ বীজ ও যোড়াস্থলে
ক্লীং বীজ বিন্যস্ত করিলে, স্বর্গ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে॥ ১৩॥

তারারহস্যে দ্বিতীয় পটলে যন্ত্রসংস্কার সমাপ্ত॥

অধুনা মালাপ্রকরণ লিখিত হইতেছে। তারানিগমে বলিয়া-

রচিতা জপমালিকা। মহাশঙ্খময়ী মালা অকস্মাৎ সিদ্ধিদা স্মৃতা। দন্তৈর্ব্বা প্রকর্ত্তব্যা তথা চাঙ্গুলিপর্ব্বভিঃ। কালী তারা মহাবিদ্যা যন্ত্রে তিষ্ঠত্যতন্দ্রিতা। অভাবে স্ফাটিকী মালা মহাশঙ্খস্য শঙ্কর। শোধয়িত্বা জপেন্মন্ত্রং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে। মহাশঙ্খজপাদ্বৎস অকস্মাৎ সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ। মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্ফাটিকে স্যাদ্রুদ্রাক্ষে সর্ব্বসিদ্ধিভাক্। কুশগ্রন্থিঃ শান্তিকে স্যাৎ খরদন্তাশ্চ মারণে। উচ্চাটনে চাশ্বদন্তা বশ্যে প্রবালমালিকা। বিদ্যায়াঞ্চ ধনে চাপি স্ত্রিয়ামাকর্ষণে তথা। শত্রূণাং স্তম্ভনে বাপি মালা রৌপ্যময়ী তথা। সংস্কারে নিত্যতামাহ। অসংস্কৃতমালাভির্ম্মন্ত্রং জপতি যো নরঃ। তস্মৈ

ছেন, মনুষ্যকপালখণ্ডে বিরচিত জপমালা এবং মহাশঙ্খময়ী মালা অকস্মাৎ সিদ্ধি সংঘটন করিয়া থাকে। দন্ত দ্বারা অথবা অঙ্গুলিপর্ব্ব-দ্বারা জপমালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। কালী ও তারা এই মহাবিদ্যাদ্বয় যন্ত্রমধ্যে অতন্দ্রিতভাবে বিরাজ করেন। মহাশঙ্খের অভাবে স্ফটিকনির্ম্মিত মালা শোধন করিয়া তদ্দ্বারা জপ করিলে, সর্ব্বকামার্থসিদ্ধি হয়। হে বৎস! মহাশঙ্খের মালায় অকস্মাৎ সিদ্ধিভাক্ হওয়া যায়। স্ফটিক মালায় জপ করিলে, মন্ত্রসিদ্ধি হয়; রুদ্রাক্ষে সর্ব্বসিদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে। শান্তিকার্য্যে কুশগ্রন্থি, মারণে গর্দ্দভের দন্ত, উচ্চাটনে কুকুরদশন ও বশ্যে প্রবাল মালিকা প্রশস্ত। আর, বিদ্যা, ধন, স্ত্রীগণের আকর্ষণ, শত্রুগণের স্তম্ভন, এই সকল কার্য্যে রৌপ্যের মালা ব্যবহার করিবে। মালা সংস্কারের নিত্যতা বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি

দত্ত্বা রুষা শাপং দেবী যাতি হরং প্রতি। ত্রিকোণং সংলিখেদ্ভূমৌ মালাং তত্র নিধাপয়েৎ। দেবপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ তত্র দেবীং প্রতিষ্ঠয়েৎ। সংস্কৃত্য তত্ত্বং তেনৈব সহস্রবিন্দুকং ক্ষিপেৎ। সিন্দূরকরবীরাদ্যৈঃ পূজয়েত্তারিণীং পরাং। তুলসীগোময়াস্পৃষ্টাং গঙ্গাস্পৃষ্টাঞ্চ মালিকাং। গোপয়েদ্বহুযত্নেন গুরোরপি ন দর্শয়েৎ। অপমৃত্যুগতস্যাপি চাস্থি বিপ্রেতরস্য চ। স্ত্র্যকর্ণবেধে দেবেশি চাস্থি চাদায় যত্নতঃ। ধমন্যা গ্রথয়েন্মালাং রক্তসূত্রেণ বা পুনঃ॥ ইতি মহাশঙ্খমালা ॥১॥

অথ সামান্যমালা। মারণে পঞ্চদশকমষ্টাদশ সদোচ্চটে।

মালাসংস্কার না করিয়া, তদ্দ্বারা মন্ত্র জপ করে, দেবী তাহাকে রোষভরে অভিশাপ দিয়া, হরের সকাশে গমন করিয়া থাকেন। প্রথমে ভূমিতে ত্রিকোণ লিখিয়া, তাহাতে মালা সন্নিবেশিত ও দেবপ্রতিষ্ঠামন্ত্রে তাহাতে দেবীর প্রতিষ্ঠা করিবে। পরে তত্ত্বসংস্করণপূর্ব্বক উহাতে সহস্রবিন্দু নিক্ষেপ করিয়া, সিন্দূর ও করবীরাদি দ্বারা তারিণীর পূজা করিবে। মালাকে তুলসী, গোময় এবং গঙ্গাজলে স্পৃষ্ট করাইবে না। বহুযত্নে এই মালা গোপনে রাখিবে; এমন কি, গুরুকেও দেখাইবে না। যাহার অপমৃত্যু হইয়াছে, এরূপ ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অস্থি এবং যাহার কর্ণবেধ হয় নাই, এরূপ স্ত্রীর অস্থি যত্নসহকারে সংগ্রহ করিয়া রক্তবর্ণ ধমনী দ্বারা, অভাবে রক্তবর্ণ সূত্রদ্বারা মালা গাথিয়া লইবে। ইহাই মহাশঙ্খমালা॥ ১॥

অষ্টাবিংশতিমালাভির্ব্বশ্যেঽপ্যাকর্ষণে তথা। ধনার্থং ত্রিংশতা জপ্যাং সিদ্ধৌ স্যাৎ পঞ্চবিংশতিঃ। একপঞ্চাশন্মমুভিঃ সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ। ব্রাহ্মণীকন্যকা যা তু অনূঢ়া স্যাৎ কলেবরং। কৃত্তসূত্রৈশ্চ কর্ত্তব্যং বজ্রং সর্ব্বসুখাবহং। শান্তিকে কর্পসূত্রং স্যাৎ সিদ্ধৌ স্যাদ্রক্তসূত্রকং। বর্ণরূপে জ্ঞানসূত্রং কৃষ্ণসূত্রন্তু মারণে। আকর্ষণে নীলসূত্রং ধমনী সর্ব্বসিদ্ধিদা। ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য দৃঢ়রজ্জুসমন্বিতং। সার্দ্ধদ্বয়াবেষ্টনেন গ্রন্থিং কুর্য্যাদ্‌যথা দৃঢ়ং। ব্রহ্মগ্রন্থিযুতাং কুর্য্যাদ্‌গ্রন্থিং বাপি ত্রিবেষ্টিতাং। অথবা গ্রন্থিকং তত্র দৃঢ়-রজ্জুসমন্বিতং। এষা পুণ্যময়ী মালা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা ॥২॥

সামান্যমালা যথা,—মারণে পঞ্চদশ, উচ্চাটনে অষ্টাদশ; বশ্য ও আকর্ষণে অষ্টাবিংশতি, ধনার্থে ত্রিংশৎ ও সিদ্ধিবিষয়ে পঞ্চবিংশতি মালা দ্বারা জপ করিবে। একপঞ্চাশৎ মালা দ্বারা জপ করিলে সমস্ত সিদ্ধিই সংগৃহীত হইয়া থাকে। যাহার বিবাহ হয় নাই, এরূপ ব্রাহ্মণকন্যা দ্বারা সূত্র কাটিয়া লইয়া, তদ্দ্বারা মালা গ্রথিত করিলে, সর্ব্ববিধ সুখসাধন হইয়া থাকে। শান্তি কার্য্যে কার্পাসসূত্র প্রশস্ত, সিদ্ধিতে রক্তবর্ণ সূত্র, বর্ণরূপে জ্ঞানসূত্র, মারণে কৃষ্ণসূত্র ও আকর্ষণে নীলসূত্র এবং ধমনী দ্বারা মালা গাথিলে, সর্ব্ববিধ সিদ্ধিই হয়। দৃঢ় সূত্র নবগুণ করিয়া, সার্দ্ধদ্বয় বেষ্টনপূর্ব্বক, দৃঢ়রূপে ব্রহ্ম গ্রন্থি প্রদান করিবে। অথবা ত্রিবেষ্টিত করিয়া গ্রন্থি করিতে হইবে। অথবা যে প্রকারে গ্রন্থি দৃঢ় হয়, সেই প্রকার করিবে, এই পুণ্যময়ী মালা, সর্ব্ববিধ সিদ্ধি প্রদান করে ॥ ২ ॥

অথ শোধনং। অশ্বত্থপত্রনবকৈঃ পদ্মাকারন্তু কারয়েৎ। তন্মধ্যে স্থাপয়েন্মালাং মাতৃকামূলমুচ্চরন্। ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেন বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ। বামদেবস্তু। মহাকুলার্ণবে— ওঁ বামদেবায় সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরায় সর্ব্বপাপহরায় সর্ব্বমালিকেশ্বরায় ওঁ হুঁ ওঁ ঐঁ ক্লুঁ ফট্ (ক) ইত্যনেন চন্দনকুঙ্কুমগোরোচনাদিভির্ঘর্ষয়েৎ। তত্ত্বজ্ঞৈর্ন তু নেতব্যো বামদেবস্তু বৈদিকঃ। কুলাচারবিহীনানাং ন বেদাঃ ফলদায়কাঃ। ওঁ লজ্জা তু সুভগা চৈব বাগ্ভবং কাম এব চ। এতেন বীক্ষণং কুর্য্যাত্তারামন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে। ইতি বীক্ষয়েৎ। ততঃ শতাভিমন্ত্রিতং মূলেন কুর্য্যাৎ। ততো মাতৃকাবর্ণৈঃ প্রত্যেকবিন্দুং নিক্ষিপেৎ প্রতিমাসু মূলেন দেবীং তর্পয়েৎ। মূলেন স্নাপয়েন্মালাং কুঙ্কুমেনাপি লেপয়েৎ। ঘর্ষয়েদ্বিধিবোধেন

শোধন যথা,—নয়টী অশ্বত্থ পত্র দ্বারা পদ্মাকার করিয়া, মাতৃকাবর্ণ ও মূলোচ্চারণসহকারে তন্মধ্যে মালাকে স্থাপন এবং পঞ্চগব্য দ্বারা ক্ষালন ও বামদেব মন্ত্রদ্বারা ঘর্ষণ করিবে। ওঁ বামদেবায় ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্র পাঠ করিয়া, চন্দন, কুঙ্কুম ও গোরোচনাদি দ্বারা ঘর্ষণ করিতে হইবে। কুলাচারবিহীনদিগের পক্ষে বেদ ফলদায়ক হয় না। তারামন্ত্রসুসিদ্ধির জন্য ওঁ হ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ এই কয় বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক বীক্ষণ করিতে হইবে। অনন্তর মূল দ্বারা শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া, পরে মাতৃকাবর্ণ দ্বারা প্রতিমা সকলে প্রত্যেক বিন্দু নিক্ষেপ ও মূল দ্বারা দেবীর তর্পণ করিতে হইবে। পরে মূল দ্বারা মালাকে স্নান করাইয়া, কুঙ্কুম

কামবীজেন পূজয়েৎ। ততশ্চ মূলমন্ত্রং হি মালোপরি শতং জপেৎ। তত্র দেবীং প্রতিষ্ঠোক্তবিধিনা প্রতিষ্ঠাপয়েৎ। তত আবাহনমুদ্রাভিরাবাহয়েৎ। ততঃ ষোড়শোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্ব্বা পূজয়েৎ। তত অষ্টোত্তরশতং হুনেৎ। তদশক্তৌ দ্বিগুণজপঃ। ততঃ সপ্ত প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রাণায়ামং কৃত্বা করাঙ্গষড়ঙ্গন্যাসৌ বিন্যস্য মালাং শিরসি সংবেষ্ট্য গোপয়েৎ। মুখে মুখন্তু সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছং নিযোজয়েৎ। মুখতঃ প্রজপেন্মন্ত্রী পুচ্ছতোন কদাচন। পুচ্ছতঃ প্রজপিত্বা তু শোকদুঃখভয়াদিকং। কৃতাঞ্জলির্যস্য দেবী তস্যাপি নরকং কিল। ন সদ্গতির্নৈব সিদ্ধির্ব্বিঘ্নস্তস্য

দ্বারা লেপন করিবে। পরে মালার উপরে শত মূলমন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর বিধিবোধানুসারে ঘর্ষণ ও ক্রীং মন্ত্র জপ করিতে হইবে। তদনন্তর তাহাতে প্রতিষ্ঠোক্ত বিধানানুসারে দেবীকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া, পরে আবাহন মুদ্রাদ্বারা, আবাহন করিয়া ষোড়শ উপচারে অথবা পঞ্চ উপচার দ্বারা পূজা. পরে অষ্টোত্তর শত হোম ও তাহাতে অশক্ত হইলে, দ্বিগুণ জপ করিয়া, সাতবার প্রদক্ষিণ ও প্রাণায়ামপুরঃসর করাঙ্গ ও ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। পরে মালাকে মস্তকে বেষ্টন করিবে। পরে মুখে মুখসংযোজনপূর্ব্বক পুচ্ছে পুচ্ছ নিয়োজন করিয়া, মুখ ভাগে জপ করিবে। পুচ্ছ ভাগে কখন ও জপ করিবে না। পুচ্ছ ভাগে জপ করিলে, শোক, দুঃখ ও ভয়াদি উৎপন্ন হয়। পুচ্ছে জপ করিলে, স্বয়ং দেবী যাহার বশবর্ত্তিনী, তাহারও নরক হয়, সদ্গতি হয় না, পদে পদেই বিঘ্ন হইয়া থাকে। জপ করিবার

সদা ভবেৎ। শব্দে জাতে ভবেদ্রোগোধুননং বহুদুঃখদং। হেলনাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাত্তস্মাদযত্নপরো ভবেৎ॥ ইতি মালাসংস্কারঃ॥ ৩॥

অথ হোমঃ। প্রাগগ্রা উদগগ্রাশ্চ তিস্রো রেখা বিলেখয়েৎ। তন্মধ্যে চ চতুঃকোষ্ঠং লেপং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ। ত্রিকোণমাদৌ লিখাথ মধ্যে লজ্জাসমন্বিতং। বৃত্তং ততশ্চ ষট্‌কোণং কোণবজ্রচতুষ্টয়ং। গজকুম্ভং বাহ্যকোণে দ্বারে যোনিদ্বয়ং দ্বয়ং। অষ্টযোনিযুতং চক্রং গজকুম্ভচতুষ্টয়ং। এবং কুণ্ডং স্থণ্ডিলং বা কৃত্বা দেবীং বিভাবয়েৎ। অগ্নৌ প্রপূজয়েদ্বিষ্ণুং ঐশান্যাং শূলধারিণং। বায়ব্যাঞ্চাপি ব্রহ্মাণং নৈঋর্ত্যামিন্দ্রমেব চ। লক্ষ্মীং সরস্বতীং পূর্ব্বে দ্বে ত্রিকোণে

সময় শব্দ হইলে, রোগ ভোগ করিতে হয়; মালাকম্পন করিলে, বহুক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে; মালা হেলিয়া পড়িলে সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়। সেইজন্য যত্নপরায়ন হইয়া জপ করিবে। ইহাই মালাসংস্কার॥ ৩॥

হোম যথা,—পূর্ব্ব মুখ এবং উত্তর মুখ করিয়া, তিনটী রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে। তন্মধ্যে বিধানানুসারে চারিটী কোষ্ঠ লেপন করিয়া, প্রথমে ত্রিকোণ লিখিয়া, মধ্যে হ্রীং বীজসমন্বিত বৃত্ত, পরে ষট্‌কোণ, কোণে বজ্রচতুষ্টয়, বাহ্য কোণে গজকুম্ভ, দ্বার দেশে যোনিদ্বয়, অষ্টযোনিযুত চক্র ও গজকুম্ভ চতুষ্টয় সন্নিবিষ্ট করিবে। এইরূপে কুণ্ড বা স্থণ্ডিল রচনা করিয়া, দেবীকে ভাবনা করিতে হইবে। পরে অগ্নিকোণে বিষ্ণুর, ঈশানকোণে শূলধারীর বায়ুকোণে ব্রহ্মার, নৈঋর্তে ইন্দ্রের, পূর্ব্ব দিকে লক্ষ্মী ও সর-

প্রপূজয়েৎ। শচীং কৃষ্ণাং চোত্তরস্যাং ছায়াং গঙ্গাঞ্চ পশ্চিমে। দুর্গাং দেবীঞ্চ ত্রিপুটাং দক্ষিণস্যাং প্রপূজয়েৎ। প্রাগগ্রেষু যজেদ্দেবান্ মুকুন্দেশপুরন্দরান্। যজেদ্বৈ চোত্তরাগ্রেষু ব্রহ্মবৈবস্বতেন্দুকান্। দেবীং প্রপূজয়েৎ পশ্চাৎ ষট্‌কোণেষু সদাশিব। দুর্গাং কাঞ্চীং তথা কালীং ত্রিপুরাং ভৈরবীস্তথা। অসিতাং পূজয়েৎ কোণে তারিণীং মোক্ষদায়িনীং। মধ্যে প্রপূজয়েদ্‌বৎস যথাশক্ত্যুপচারকৈঃ। দেব্যা যোনিং বিভাব্যাথ ভাবয়েচ্চ রজোযুতাং। পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্বা কাষ্ঠং তত্র নিপাতয়েৎ। ততো বহ্নিং সমানীয় কাংস্যপাত্রে স্থিতং শুভং। ওঁ ক্রব্যাদেভ্যো হুঁ ফট্ স্বাহা ইত্যনেন ত্যজেদ্‌বুধঃ। পুনর্ম্মূলেন চানীয় যোনিমধ্যে নিধাপয়েৎ। যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্যাথ মূলমন্ত্র জপেদ্দশ।

স্বতীর, উত্তর দিকে কৃষ্ণা ও শচীর, পশ্চিমে গঙ্গা ও ছায়ার, দক্ষিণে দেবী দুর্গা ও ত্রিপুটার বিশেষরূপে পূজা করিয়া, প্রাগগ্রেখায় মুকুন্দ, মহেশ ও পুরন্দরের অর্চনা এবং উত্তরাগ্র রেখায় ব্রহ্মা, বৈবস্বত ও চন্দ্রের আরাধনাপূর্ব্বক, পরে ছয়কোণে দেবী দুর্গা, কাঞ্চী, কালী, ত্রিপুরাভৈরবী, অসিতা ও মোক্ষদায়িনী তারিণীর যথাশক্তি উপচারপ্রদানপুরঃসর পূজা করিবে। পরে দেবীর যোনি রজোযুক্ত ভাবনা করিবে। অনন্তর পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দান করিয়া, কুণ্ডমধ্যে কাষ্ঠনিপাতনপূর্ব্বক বহ্নি আনয়ন ও কাংস্যপাত্রস্থিত সেই শুভ বহ্নি হইতে, ওঁ ক্রব্যাদেভ্যো, ইত্যাদি বলিয়া, ক্রব্যাদাংশ ত্যাগ করিতে হইবে। পুনরায় মূলমন্ত্রে আনয়ন ও

তত্র দেবীং চিন্তয়িত্বা রজসা যোনিমণ্ডলং। গন্ধপুষ্পেণ সংপূজ্য দেবীং সর্ব্বার্থসাধিনীং। ওঁ চিৎ পিঙ্গল হন হন পচ পচ মথ মথ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় মম দুষ্টান্ পাপান্ সত্বান্ শত্রূন্ গ্রস গ্রস পিব পিব অনেন হোমেন সর্ব্বাজ্ঞাং জ্ঞাপয় মম সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয় স্বাহা (ক) ইতি পঠিত্বা বহ্নিং ধ্মাপয়েৎ। রজোগুণসমুদ্ভূতং রক্তবর্ণং ত্রিলোচনং। দ্বিভুজং সর্ব্বপাপঘ্নং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখং। নানালঙ্কারসংযুক্তং বহুজিহ্বাসমন্বিতং। এবং ধ্যাত্বা অগ্নে ত্বং বরদনামাসি ইতি নাম কৃত্বা বরদনামাগ্নে ইহাগচ্ছ গচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ মম সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা (ক)। ইত্যাবাহয়েৎ। ততো মূলেন নমস্কুর্য্যাৎ। এবং আজ্যস্যাপি স্রুবস্য চ।

যোনিমধ্যে সংস্থাপন এবং যোনিমুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাতে মূলমন্ত্র দশবার জপ করিবে। অনন্তর তাহাতে দেবীর চিন্তা করিয়া রজোযুক্ত যোনিমণ্ডল চিন্তা করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা সর্ব্বার্থসাধিনী দেবীর সম্যগ্‌রূপে পূজা করিয়া, ওঁ চিৎ পিঙ্গল ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রপাঠ সহকারে বহ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে। অনন্তর অগ্নিকে রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত, রক্তবর্ণ, ত্রিলোচন, দ্বিভুজ, সর্ব্বপাপঘ্ন, সমিদ্ধ, বিশ্বমুখ, বিবিধ অলঙ্কার-ভূষিত, বহুজিহ্বা-সমন্বিত, এইরূপে ধ্যান করিয়া, অগ্নে ত্বং বরদনামাসি এই বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া হে বরদনামাগ্নে ইত্যাদি (খ) চিহ্নিত বাক্য বলিয়া অগ্নির আবাহন করিতে হইবে। তৎপরে মূলমন্ত্রে নমস্কার করিয়া, পরে আজ্য ও স্রুবের আবাহনাদিসাধনপূর্ব্বক

আজ্যপাত্রস্থ দক্ষিণভাগাদাজ্যং গৃহীত্বা মূলেন অগ্নের্দক্ষিণনেত্রে জুহুয়াৎ। তথা বামভাগাদাজ্যং গৃহীত্বা বামনেত্রে। মধ্যতো মধ্যনেত্রে। ততোমহাব্যাহৃতিভিঃ ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। ইতি স্ত্রীশূদ্রয়োর্বিনা। ততো মূলেন একাদশাহুতিং হুত্বা শ্রীতারাদেব্যাঃ পীঠদেবতাভ্যঃ স্বাহা। ততঃ অক্ষোভ্যঋষয়ে। ততঃ কাম্যকর্ম্ম চেৎ সঙ্কল্প্য নিত্যঞ্চেন্ন তথা। ত্রিমধ্বগ্নিতেন প্রকৃতহোমং সমাপ্য স্ত্রীশূদ্রেতরো মহাব্যাহৃতিভির্হুত্বা আবরণদেবতাভ্য অষ্টাহুতীর্হুত্বা বহ্নিং গন্ধপুষ্পমাল্যতাম্বূলৈরভ্যর্চ্চ্য শ্রীসদাশিবং পূর্ব্বস্রুবাহুতিত্রয়ং দত্ত্বা মূলেন পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা

আজ্যপাত্রের দক্ষিণ ভাগ হইতে আজ্যগ্রহণানন্তর মূল মন্ত্র দ্বারা অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে হোম করিবে। পরে বাম ভাগ হইতেও ঐরূপে ঘৃত গ্রহণ করিয়া, বামনেত্রে ও মধ্য হইতে গ্রহণ করিয়া, মধ্যনেত্রে হোম করিতে হইবে। অনন্তর মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে মহাব্যাহৃতিহোম নিষিদ্ধ। অনন্তর মূলমন্ত্রে একাদশ আহুতি দিয়া,শ্রীতারাদেব্যা পীঠদেবতাভ্যঃ স্বাহা এই বলিয়া পীঠদেবতাকে আহুতি প্রদান করিয়া অক্ষোভ্য ঋষয়ে স্বাহা বলিয়া আহুতি দিবে। কাম্য কর্ম্ম হইলে, সঙ্কল্প করিয়া হোম করিবে। নিত্যকর্ম্ম হইলে সঙ্কল্প ব্যতিরেকে হোম করিবে। অনন্তর ত্রিমধুযুক্ত হোমীয় দ্রব্য দ্বারা প্রকৃত হোম সমাপন পূর্ব্বক স্ত্রী ও শূদ্রেতর ব্যক্তিগণ মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া আবরণ দেবতাগণের উদ্দেশে অষ্ট আহুতি দান, গন্ধ, পুষ্প, মাল্য ও তাম্বূল দ্বারা অগ্নির

বহ্নিং প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণম্য কাম্যে দক্ষিণাদিঃ। তিলকন্তু মূলেন সংহারমুদ্রয়া ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জয়েৎ। ইতি হোমঃ ॥৪॥ যত্রান্তে কমলা কৃতাঞ্জলিপরা,বীণাধরা সারদা তারাবাক্যমনুস্মরন্ প্রিয়তমং,বামাবচঃ কারণং। ব্রহ্মানন্দকৃতৌ স্থসাধনবিধৌ তারারহস্যে শুভে দীক্ষাদৌ পটলো দ্বিতীয়শুভদঃ সত্যঃ সুসিদ্ধিপ্রদঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যব্রহ্মানন্দগিরি-
তীর্থাবধূতবিরচিতে তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যো-
ত্তমোত্তমে হরগৌরী-সংবাদে
দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥ ২ ॥

অর্চ্চনা এবং স্রুব দ্বারা শ্রীসদাশিবকে আহুতিত্রয় দান করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করত পূর্ণাহুতি প্রদান ও বহ্নিকে প্রদক্ষিণপুরঃসর প্রণাম করিবে। কাম্যকর্ম্ম হইলে দক্ষিণাদি দান করিবে। পরে মূলমন্ত্রে তিলক ধারণ করিয়া সংহারমুদ্রাপ্রদর্শন সহকারে ক্ষমস্ব বলিয়া অগ্নির বিসর্জ্জন করিতে হইবে, ইহাই হোম ॥ ৪ ॥ যাঁহার সমীপে স্বয়ং কমলা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সারদা সরস্বতী বীণাধারিণী হইয়া যাঁহাকে সেবা করেন, সেই তারার বাক্য অনুস্মরণ করিয়া ব্রহ্মানন্দগিরি পরম বাক্যসম্পদ্ লাভ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মানন্দগিরি কৃত সুসাধনবিধি-সমন্বিত তারারহস্যে শুভ ও সুসিদ্ধিপ্রদ দীক্ষাদিবিধি সংযুক্ত দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত হইল ॥ ৫ ॥

তারারহস্যে দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ পটলঃ ।

অথ মন্ত্রবিস্মরণপ্রায়শ্চিত্তং। তারানিগমে তারার্ণবে চ। অন্যাসাং ব্যবস্থান্যত্রৈব। কালীতারাসু বিদ্যাসু যদি স্যান্মন্ত্রবিভ্রমঃ। তারাপূজাং ততঃ কৃত্বা চৈকলিঙ্গে শিবালয়ে। কুশাসনস্থিতো বীরো জপেৎ পদ্মাবতীমনুং। একাদশসহস্রাণি ততো মন্ত্রস্মৃতির্ভবেৎ। কালীতারাসু বিদ্যাসু চক্রচিন্তা ন বিদ্যতে। অরিদোষাদিদোষাদ্যৈর্ন লোকো লিপ্যতে ক্বচিৎ। যদি ভাগ্যবশাদ্দেবি তারামন্ত্রং প্রলভ্যতে। ঋণিধন্যাদিকং চক্রং ন চ তত্র পরীক্ষয়েৎ। তারাবিদ্যা চক্রমধ্যে ন কদাচিদ্ধনী ভবেৎ॥ মহাচীনক্রমং প্রাপ্য সর্ব্বৈস্যেব

মন্ত্র বিস্মৃত হইলে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এইক্ষণ তাহা কথিত হইতেছে। তারানিগম ও তারার্ণবে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। অন্যান্য দেবীগণের মন্ত্রবিস্মরণের প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা অন্যান্য তন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কালী ও তারা এই উভয় বিদ্যার মন্ত্র যদি ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে, একলিঙ্গ শিবালয় স্থানে কুশাসনে আসীন হইয়া, তারার পুজা করিয়া, পদ্মাবতী মন্ত্র জপ করিবে। একাদশ সহস্রবার জপ করিলে, মন্ত্র স্মরণপথে উপস্থিত হইবে। কালী ও তারামন্ত্রে চক্রচিন্তার আবশ্যক নাই। অরিদোষাদির ও বিচার নাই। হে দেবি! যদি ভাগ্যবশে তারামন্ত্র লাভ করা যায়, তাহা হইলে, তাহাতে ঋণিধনিপ্রভৃতি চক্রের পরীক্ষা করিবে না। তারাবিদ্যা, চক্রমধ্যে কখন ও ধনী

ঋণী ভবেৎ॥ তস্মাদ্দেব্যাশ্চ তারায়াঃ প্রাণান্তেঽপি চ সাধকঃ। সাধনে পূজনে বাপি মহাচীনং ত্যজেন্ন চ। মহাচীনং মহানীলং ন সাধয়তি যো নরঃ। ন তস্য সাধনে শক্তিঃ কুম্ভীপাকে মহীয়তে। বামাচারং পরিত্যজ্য পূজনং বা জপঞ্চরেৎ। স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। বামাচারং বিনা দেবি তারায়াঃ পরিপূজনম্। শোকায় মরণায়েহ পরে চ নরকায় চ। ন পূজা ন জপো যস্য ন সন্ধ্যা ন চ তর্পণম্। মহাচীনক্রমং কৃত্বা স গচ্ছেত্তারকাপদম্। পঞ্চতত্ত্বং বিনা দেবি ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামিয়াৎ। পঞ্চতত্ত্বযুতো দেবি শূদ্রোঽপি বিপ্রতাং ব্রজেৎ। ব্রাহ্মণাঃ

হয় না। মহাচীনক্রম প্রাপ্ত হইলে তারাবিদ্যা সকলেরই ঋণী হইয়া থাকে। সেইজন্য দেবী তারার সাধন ও পূজনে সাধক প্রাণান্তেও কখন মহাচীনক্রম পরিত্যাগ করিবে না। যে ব্যক্তি মহাচীন ও মহানীল সাধন না করে তাহার সাধনে শক্তি নাই। তাহাকে কুম্ভীপাক নরকে বাস করিতে হয়। বামাচার ত্যাগ করিয়া, জপ বা পূজা করিলেও যাবৎ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার থাকে, তাবৎ ঘোর নরক ভোগ করিতে হয়। দেবি! বামাচার ব্যতিরেকে দেবী তারার বিশেষরূপে পূজা করিলেও, নরক, শোক, ও দুঃখসংঘটন হইয়া থাকে। যাহার পূজা নাই, জপ নাই, সন্ধ্যা নাই, তর্পন নাই, সে একমাত্র মহাচীনক্রম বিধান করিয়া দেবী তারার পদ প্রাপ্ত হয়। দেবি! পঞ্চতত্ত্ব ব্যতিরেকে সাধন করিলে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া যায়। আবার পঞ্চতত্ত্বযুক্ত হইলে,

ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈবান্ত্যজাস্তথা। মহাচীন ক্রমং কৃত্বা শিবঃ সাক্ষাদ্ভবেৎ স্বয়ম্। কৌলং দৃষ্ট্বা যদা কৌলস্তস্য পূজাং ন কারয়েৎ। চক্রে স্থিতাথবা মন্ত্রী লতাযোগং সমাচরেৎ। মধ্যে চক্রে স্থিতঃ কৌলঃ শক্তিভ্যঃ সাধকায় চ। দাতুং নৈব মনশ্চক্রে স্বয়ং নেতুং প্রচক্ষতে। অথবা দিবসং প্রাপ্য কুলপূজাং চরেন্ন চ। সাধকানপি শক্তিঞ্চ স্বেচ্ছাচারৈর্ন তোষয়েৎ। প্রসন্নমনসা বাপি সৎকৌলায় প্রদীয়তে। স্বয়ং স্বীয়কুলৈঃ সার্দ্ধং ক্রিয়তে চ কুলক্রিয়া। তস্য যন্ত্রঞ্চ মালা চ পূজাপদ্ধতিরেব চ। ধারণস্যাপি কবচং হ্রীয়তে যোগিনীগণৈঃ। বহ্নিনা দহ্যতে বাপি জলে বাপি প্রলীয়তে। চৌরৈর্ব্বা নীয়তে কশ্চিৎ তৎ সর্ব্বং যোগিনীগণৈঃ।

শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়। বলিতে কি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজগণ সকলেই মহাচীনক্রম বিধান করিয়া, স্বয়ং সাক্ষাৎ শিব হইয়া থাকে। কৌলকে দর্শন করিয়া, কৌল যদি তাহার পূজা না করে, অথবা সাধক যদি চক্রে থাকিয়া, লতাযোগের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, অথবা কৌল যদি চক্রমধ্যে অবস্থিতি করিয়া শক্তিদিগকে ও সাধককে তত্ত্বদান না করিয়া স্বয়ং গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়, অথবা বিহিত দিবস প্রাপ্ত হইয়া, যদি কুল-পূজায় প্রবৃত্ত না হয়, যদি স্বেচ্ছাবশত সাধক ও শক্তি সকলের সন্তোষ সম্পাদন না করে, যদি প্রসন্নচিত্তে সৎকৌলকে প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয়, অথবা যদি স্বয়ং স্বীয় কুলবর্গের সহিত কুলক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তবে যোগিনীগণ তাহার যন্ত্র, মালা, পূজাপদ্ধতি

এবঞ্চেৎ জায়তে বৎস মন্ত্রাদি-হরণং শিব। পঞ্চ কৌলান্ সমানীয় কুমারীঞ্চ বিশেষতঃ। গন্ধাক্ষতৈশ্চ সংপূজ্য বন্দয়েচ্ছিরসা নতঃ। হোমং কুর্য্যাৎ সহস্রন্তু চক্রমধ্যে সুসাধকঃ। অষ্টোত্তরশতং কুর্য্যাত্তর্পণং সাধকোত্তমঃ। দগ্ধমীনাসবেনাপি সর্ব্বদোষৈর্ন লিপ্যতে। যন্ত্রাদিনাশে চৈতত্তু প্রায়শ্চিত্তং শিবোক্তিতঃ। প্রজপেদ্বর্ণমালাভিরষ্টোত্তরশতং মতম্॥ ১॥

অথ পঞ্চতত্ত্বসংস্কারঃ। লাক্ষারুণগৃহে বাপি কামাখ্যাবদনে জনঃ। সর্ব্বং শৃঙ্গারবেশঞ্চ কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ। সিন্দূরং কুঙ্কুমং বাপি ধারণং কুলচন্দনম্। বামভাগে কৃত্বা

এবং ধারণের কবচ, সমুদায়ই হরণ করেন; অথবা অগ্নিকর্ত্তৃক তৎসমস্ত দগ্ধ হয়, কিম্বা জলমধ্যে প্রলীন হইয়া যায়, অথবা চৌর কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। যদি এইরূপে যন্ত্রাদির অপহরণ হয়, তাহা হইলে, পাঁচজন কৌল, বিশেষতঃ একজন কুমারীকে আনয়ন ও গন্ধাক্ষত দ্বারা বিশেষরূপে পূজা করিয়া, নত হইয়া, মস্তক দ্বারা বন্দনা করিবে। পরে চক্রমধ্যে সহস্র হোম করিয়া অষ্টোত্তর শত তর্পণ করিবে। দগ্ধ মৎস্য ও আসব দ্বারা তর্পণ সমাধান করিবে। এই প্রকার করিলে, সমস্ত দোষের পরিহার হইবে। স্বয়ং শিব যন্ত্রাদির বিনাশে এবম্বিধ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সময়ে বর্ণমালাদ্বারা অষ্টোত্তর শতবার জপ করিতে হইবে॥ ১॥

অতঃপর পঞ্চতত্ত্বসংস্কার বর্ণিত হইতেছে। লাক্ষারুণ গৃহে অথবা কামাখ্যার বদনে সর্ব্ববিধ শৃঙ্গার বেশ বিধান করিয়া সিন্দুর, কুঙ্কুম অথবা কুলচন্দন ধারণ এবং সর্ব্বাভরণ শোভনা

শক্তিঃ সর্ব্বাভরণশোভনা। গন্ধপুষ্পাক্ষতৈস্তাস্ত পূজয়িত্বা তু সাধকঃ। ষট্‌কোণং বিন্দুসংযুক্তং বৃত্তঞ্চাপি ত্রিকোণকম্। পুনর্বৃত্তং চতুষ্কোণং কুঙ্কুমেন বিলেখয়েৎ। রক্তচন্দনসংলিপ্তং রক্তবস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ। মূলমন্ত্রেণ সংবীক্ষ্য যোনিমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ। দেবতাং ভাবয়েত্তত্র পরমানন্দরূপিণীং। প্রণমেৎ পঞ্চমুদ্রাভিঃ কারণাধারমুত্তমম্। স্ত্রীঁ নমো যোনিমুদ্রাদৌ ক্ষং নমশ্চ কৃতাঞ্জলৌ। ব্লুঁ নমঃ কলমুদ্রায়াং গ্লৌং নমো মৎস্যরূপকে। হ্‌সৌং নমঃ সংপুটাকারে পঞ্চমুদ্রাঃ সমীরিতাঃ। প্রোক্ষয়েন্মূলমন্ত্রেণ ধূপয়েত্তেন কারণম্। গন্ধপুষ্পং ততো দত্ত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। ঋষ্যাদিন্যাসং কৃত্বা তু করাঙ্গঞ্চ ষড়ঙ্গকম্। বর্ণন্যাসং ততঃ কৃত্বা পঞ্চমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ। ধেনুং যোনিঞ্চ মৎস্যঞ্চ শঙ্খং

শক্তিকে বামভাগে স্থাপন ও গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা পূজা করিয়া, ষট্‌কোণ, বিন্দুসংযুক্ত বৃত্ত, ত্রিকোণ ও পুনর্ব্বার বৃত্ত, এবং চতুষ্কোণ কুঙ্কুম দ্বারা অঙ্কিত করিবে। অনন্তর তাহাকে রক্তচন্দন দ্বারা সংলিপ্ত ও রক্তবস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া, মূলমন্ত্রে সংবীক্ষণপূর্ব্বক যোনিমুদ্রা প্রদর্শন ও তাহাতে পরমানন্দরূপিণী দেবতার ভাবনা করিয়া, পঞ্চমুদ্রা দ্বারা কারণাধারকে প্রণাম করিবে। ইহা মূলে লিখিত আছে। অনন্তর মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ ও তদ্দ্বারা কারণকে ধূপিত করিয়া গন্ধ পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবে। পরে ঋষ্যাদি ন্যাস, করাঙ্গ ও ষড়ঙ্গন্যাস এবং বর্ণন্যাস বিধান করিয়া, ধেনুমুদ্রা, যোনি, মৎস্য,

খড়্গামতঃপরম্। হস্তং দত্ত্বা ততঃ পাত্রে পঠেন্মন্ত্রমনুত্তমম্॥ ওঁ একমেব পরংব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্। কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্। ওঁ সূর্য্যমণ্ডলসম্ভূতে বরুণালয়সম্ভবে। অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্। ওঁ দেবানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি। তেন সত্যেন দেবেশি ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতু (ক)॥ ওঁ বাং বীং বূং বৈং বৌং বঃ ব্রহ্মশাপাদ্বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ (খ)॥ ইতি দশধা জপেৎ। ককারো রেফসংযুক্তঃ ষড়্দীর্ঘৈশ্চন্দ্রসংযুতঃ। সুধাকৃষ্ণপাশং মোচয় অমৃতং শ্রাবয় শ্রাবয় স্বাহা॥ ইতি দশধা জপেৎ॥ ওঁ ছাঁ ছীঁ ছূঁ ছৈঁ ছৌঁ ছঃ ছুরিকা ভব শোভিনি। সর্ব্বপশুজনমনশ্চক্ষুং-ষীন্দ্রিয়াণি স্তম্ভয় নাশয় নাশয় ঘাতয় ঘাতয় (গ) ইতি ত্রিঃ। ওঁ পরম স্বামিনি:পরমাকাশশূন্যবাহিনি চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি-ভক্ষিণি পাত্রং বিশ বিশ স্বাহা (ঘ)। ইতি ত্রিঃ। তন্মধ্যে

শঙ্খ, ও খড়্গ এই পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই পাত্রে হস্ত প্রদান করত ওঁ একমেব পরংব্রহ্ম ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে ওঁ বাং বীং ইত্যাদি (খ) চিহ্নিত মন্ত্র দশবার জপ করিতে হইবে। পরে ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রূঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ সুধা কৃষ্ণশাপং মোচয় অমৃতং শ্রাবয় শ্রাবয় স্বাহা এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে। পরে ওঁ ছাং ছীং ইত্যাদি (গ) চিহ্নিত মন্ত্র তিনবার জপ করিবে। অনন্তর ওঁ পরমস্বামিনি ইত্যাদি (ঘ) চিহ্নিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তন্মধ্যে দেবীর

ভাবয়েদ্দেবীং অমৃতানন্দনন্দিনীং। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশাং চন্দ্রকোটিসুশীতলাং। রক্তবস্ত্রপরীধানাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্। রত্নকেয়ূরাঙ্গদাদ্যৈঃ শোভিতাং সর্ব্বরূপিণীম্। ইতি ধ্যানম্॥ ২॥

বিধাতব্যং সুধামধ্যে সাধনঞ্চ সুসাধকৈঃ। পূজয়েদ্বিল্বপত্রাদ্যৈরমৃতানন্দনন্দিনীম্। তন্মধ্যে ভাবয়েদ্দেবং ভৈরবং ভৈরবীপ্রিয়ম্। অমৃতার্ণবমধ্যস্থং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্। বৃষারূঢ়ং নীলকণ্ঠং সর্ব্বাভরণভূষিতম্। অষ্টাদশভুজৈর্যুক্তং গদামুষলধারিণম্। খড়্গখেটকপট্টীশমুদ্গারং শূলদণ্ডকম্। পাশাঙ্কুশশরং চাপং মুদ্রাং বিদ্যাঞ্চ মালিকাম্। মৃগং কপালং

ভাবনা করিতে হইবে। যথা,—তিনি অমৃতানন্দনন্দিনী, সূর্য্যকোটি-সম-প্রভাশালিনী, চন্দ্রকোটির ন্যায় পরমশীতলস্বরূপিণী, রক্তবর্ণবসনধারিণী, সর্ব্ববিধভূষণশালিনী ও সর্ব্বরূপিণী এবং রত্ন, কেয়ূর ও অঙ্গদাদি দ্বারা নিরতিশয়-শোভা-বিস্তারকারিণী। এই প্রকার ধ্যান করিবে॥ ২॥

এইরূপ ধ্যান করিয়া সুধামধ্যে বিল্বপত্রাদি দ্বারা অমৃতানন্দনন্দিনীর পূজা ও তন্মধ্যে ভৈরবীপ্রিয় ভৈরবের ভাবনা করিবে। যথা,—তিনি অমৃত-সাগরের মধ্যে বিরাজমান, পঞ্চবদনে শোভমান ও লোচনত্রয়ে দীপ্যমান। বৃষ তাঁহার বাহন। তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ। তাঁহার কলেবর সর্ব্বাভরণে ভূষিত। তাঁহার অষ্টাদশ বাহু।—তাঁহার হস্তে গদা, মুষল, খড়্গ, খেটক, পট্টীশ, মুদ্গর, শূল, দণ্ড, পাশ, অঙ্কুশ, শর, ধনু, মুদ্রা, বিদ্যা, মালিকা,

নাগঞ্চ বিভ্রতং সর্ব্বরূপিণম্। জটামণ্ডলমধ্যস্থং সুধামধ্যে বিভাবয়েৎ। পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্দ্দেবদেবং মহেশ্বরম্। ওঁ আনন্দেশ্বরায় বিদ্মহে সুধাদেব্যৈ ধীমহি তন্নোঽর্দ্ধনারীশ্বরঃ প্রচোদয়াৎ (ক)॥ ইতি দশধা জপেৎ। তদুপরি মূলং একবিংশতিবারং বং ইতি সুধাবীজং একবিংশতিবারং জপেৎ। মূলেন ত্রির্গন্ধং গৃহ্নীয়াৎ। সুধামধ্যে লিখেদ্ যোনিং যোনিমধ্যে হলৌ ততঃ। তন্মধ্যে ভাবয়েদ্দেবীং তারিণীং সিদ্ধিদায়িনীম্। স্ববামে লিখয়েদ্বিদ্বান্ বিন্দুযুক্তং মনোহরম্। ত্রিকোণং বাহ্যবৃত্তঞ্চ ষট্কোণং বৃত্তমেব চ। অষ্টকোণং লিখেদ্ভদ্রং মূলেন পরিপূজ্য চ। শ্রীপাত্রং তত্র সংস্থাপ্য সুধাং কিঞ্চিৎ সমানয়েৎ। স্বল্পপাত্রে ততো

মৃগ, কপাল এবং নাগ। তিনি সর্ব্বস্বরূপ ও জটামণ্ডলমধ্যস্থ। এইরূপে সুধা মধ্যে তাঁহার ভাবনা করিয়া গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্বারা সেই দেবদেব মহেশ্বরের পূজা করিবে। অনন্তর, ওঁ আনন্দেশ্বরায়, ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত গায়ত্রী দশবার জপ করিয়া, তদুপরি মূলমন্ত্র একবিংশতিবার ও সুধাবীজ একবিংশতিবার জপ করিতে হইবে। পরে মূলমন্ত্রে তিনবার গন্ধ গ্রহণ করিয়া, সুধামধ্যে যোনিমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া যোনি মধ্যে হ ও ল অঙ্কিত করত, তন্মধ্যে সিদ্ধিদায়িনী দেবী তারিণীর ভাবনা করিবে। অনন্তর আপনার বামে বিন্দুযুক্ত মনোহর ত্রিকোণ, বহির্ভাগে বৃত্ত, ষট্কোণ ও বৃত্ত লিখিয়া, পরে অষ্টকোণ অঙ্কিত করিয়া মূলমন্ত্রে পূজা পূর্ব্বক তাহাতে শ্রীপাত্রস্থাপনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সুধা সমানয়ন

নীত্বা সুধাং কিঞ্চিৎ সমানয়েৎ। পাত্রান্তরগৃহীতঞ্চ শুদ্ধিঞ্চাপি নিবেদয়েৎ॥ ওঁ সর্ব্বপথিকদেবতা মম কল্যাণং কুর্ব্বন্তু হেঁৗ ক্ষেঁৗ স্বাহা (ক)॥ ইতি পঠিত্বা বৃহৎপাত্রোপরি ত্রিঃ পরিভ্রাময়িত্বা শ্রীপাত্রে ভ্রাময়িত্বা বিল্বমূলে চতুষ্পথে নদ্যাং তড়াগে বেশ্যাগারে বা ক্ষিপেৎ॥ ততস্তত্রে দেবীং সমাবাহ্য স্বকল্পোক্তবিধিনা পরদেবতাং সংপূজ্য সামান্যার্ঘ্য বিশেষার্ঘ্যাদ্যৈঃ। ততো ভাবয়েচ্চ সুধাদেবীং অমৃতানন্দনন্দিনীং। সদা ষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাম্। রক্তাভরণশোভাঢ্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্। কামদেবেন চোন্মত্তাং কন্যকারূপধারিণাম্। সদাশিবময়ীং দেবীং রত্যুল্লাসহৃদন্বিতাম্। মহামোদপ্রদাং দেবীং ভাবয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ॥ ততঃ পুষ্পা-

---

করিবে। অনন্তর কিঞ্চিৎ পাত্রান্তরে গ্রহণ ও শুদ্ধি নিবেদন করিতে হইবে। পরে ওঁ সর্ব্বপথিক দেবতা ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রপাঠ পুরঃসর বৃহৎপাত্রের উপরি তিনবার শুদ্ধি পরিভ্রমণ করিয়া, পুনরায় শ্রীপাত্রে পরিভ্রামিত করত, বিল্বমূল, চতুষ্পথ, নদী, তড়াগ অথবা বেশ্যাগারে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর শ্রীপাত্রে দেবীর সম্যক্‌রূপে আবাহন ও স্বকল্পোক্ত বিধানে সামান্য অর্ঘ্য ও বিশেষ অর্ঘ্যাদিদ্বারা পরদেবতার অভ্যর্চ্চনা করিয়া, পরে অমৃতানন্দনন্দিনী সুধাদেবীর ভাবনা করিবে। তিনি সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া, প্রসন্নবদনা, লোচনত্রয়বিভূষণা, রক্তাভরণশোভমানা, বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা, কামভাবে উন্মত্তা, কন্যকারূপধারিণী, সদাশিবময়ী, স্বপ্রকাশস্বরূপিণী, রত্যুল্লাসে আনন্দহৃদয় ও মহামোদপ্রদায়িনী। সাধকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি

ঞ্জলিং দত্ত্বা তত্তৎকল্পোক্তন্যাসাদিকং কৃত্বা কুঙ্কুমকর্পূর-গন্ধচন্দননানানন্দজনকপরদেবতায়া মন্ত্রং তত্র ভাবয়েৎ। দ্রব্যাণি দাপয়েৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ। ওঁ নমস্তস্যৈ সুধাদেব্যৈ তারকাসিদ্ধিনিত্যতাং। দাত্রে পুণ্যপ্রদায়ৈ চ ভুক্ত্যৈ মুক্ত্যৈ মহেশ্বরি। (ক) ভাবয়িত্বা মহাদেব্যৈ কামৈশ্বর্য্যৈ বিশেষতঃ। মাতা কামেশ্বরী দেবী পিতা কামেশ্বরশ্চ সঃ। দ্বয়োর্যোগং বিভাব্যাথ পূজয়েৎ পরদেবতাং। কালিকাং তারকাং বাপি যোঽর্চ্চয়েৎ স নরোত্তমঃ। মহাচীনক্রমেণৈব এতদেব হি শোধনম্। যে চ মূঢ়াশ্চরন্ত্যন্যাং তত্তৎ সর্ব্বং বৃথা বৃথা॥ ইতি তত্ত্বসংস্কারঃ॥ ৩॥

মাংসং তত্র সমানীয় শোধয়েন্মূলমন্ত্রতঃ। সাধয়েৎ

এইরূপে দেবীকে ভাবনা করিয়া, পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, তত্তৎ কল্পোক্ত ন্যাসাদি-বিধানপূর্ব্বক তাহাতে কুঙ্কুম, গন্ধ, চন্দন, কর্পূর ইত্যাদি নানা আনন্দজনক দ্রব্য দান করিয়া, পরদেবতার মন্ত্র ভাবনা করিতে হইবে। অনন্তর দ্রব্যদানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া, ওঁ নমস্তস্যৈ ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কামেশ্বরী মহাদেবীকে চিন্তা করিবে। দেবী কামেশ্বরীই সকলের মাতা এবং দেব কামেশ্বর সকলের পিতা। তাঁহাদের উভয়ের সংযোগ ভাবনা করিয়া, পরদেবতার পূজা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি তৎকালে কালী অথবা তারার পূজা করে, তাহাকেই মনুষ্যশ্রেষ্ঠ জানিবে। মহাচীনক্রমানুসারে এইরূপেই শোধন করিতে হয়। যাহারা মোহের বশতাপন্ন হইয়া, অন্যরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সে সকলই একবারে বৃথা হইয়া থাকে। ইহাই তত্ত্বসংস্কার॥ ৩॥

পরয়া ভক্ত্যা ইদং মন্ত্রং সমুচ্চরন্। ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥ ওঁ কলামাংসং মহামাংসং মাংসং ছাগাদিকস্য চ। যোষাবর্জ্জং সর্ব্বমাংসং তারায়াঃ শুদ্ধিহেতবে॥ পরমানন্দদঞ্চৈব মাংসং পরমকারণম্। তারায়াশ্চ প্রিয়ং দ্রব্যং সর্ব্বদোষং বিহায় চ॥ ওঁ হৌঁ ক্ষৌঁ মাংসং মহামাংসং শোধয় শোধয় ওঁ হৌঁ ক্ষৌঁ স্বাহা॥ ইতি মাংসশুদ্ধিঃ॥ ৪॥

যদা হিরণ্যরূপঞ্চ অশুক্লং বিযুক্তরূপিণম্। মহাহিবলয়ং দেবং মৎস্যরূপিণমব্যয়ম্। মহামহেতি বিখ্যাতং মীনং তারাপ্রিয়ং সদা। ওঁ দ্রীঁ ক্লং মোং বল্লুং সঃ সঃ সঃ ইমং মীনং শোধয় শোধয় স্বাহা (খ)॥ ইতি মীনশুদ্ধিঃ॥ ৫॥

যোনিমুদ্রাং ততো দৃষ্ট্বা বদ্ধা চ যোনিমুদ্রিকাম্॥ পঠেদিমং মনুং বৎস সর্ব্বকর্ম্মসুসিদ্ধয়ে। যোনিবিদ্যাং মহা-

---

এক্ষণে মাংসশোধনের প্রণালী কথিত হইতেছে। প্রথমে তথায় মাংস আনয়ন করিয়া, মূলমন্ত্রে শোধন করিতে হইবে। পরে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, পরমভক্তিসহকারে সাধন করিবে। ওঁ তদ্‌বিপ্রাস ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রই মাংস শোধনের মন্ত্র। ইহাই মাংসশুদ্ধি॥ ৪॥

অনন্তর মৎস্যশুদ্ধি করিতে হইবে। যদা হিরণ্যরূপঞ্চ ইত্যাদি (খ) চিহ্নিত মন্ত্র পাঠ করিয়া মৎস্য শোধন করিবে। ইহাই মৎস্যশুদ্ধি॥ ৫॥

অনন্তর মুদ্রাশোধন কথিত হইতেছে।—প্রথমে যোনিমুদ্রিকা বন্ধনপূর্ব্বক উহা দর্শন করিয়া, সর্ব্বকর্ম্মসিদ্ধির জন্য ওঁ যোনি-

বিদ্যাং কামাখ্যাং কামদায়িনীম্। তত্ত্বশুদ্ধিপ্রদাং দেবীং কামবীজাদিকাং পরাম্। ওঁ ক্লাঁ কামেশ্বরীমহামায়ে ক্লীঁ কালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ যোনিবিদ্যাং মহাবিদ্যাং চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনীম্। কুলাকুলাস্থ বিজ্ঞানং তারানামতন্ত্রোর্ম্মতে। ওঁ ক্ষৌ ব্লূঁ ক্রোঁ দ্রুঃ যোনিবিদ্যে যোনিসিদ্ধে যোনিকারণ-কারিকে। কামদা কামদা জ্ঞেয়া তত্ত্বমধ্যে মহামহা॥ ওঁ সৌঁ বালে বালে ত্রিপুরসুন্দরি যোনিরূপে মম সর্ব্বসিদ্ধিং দেহি দেহি যোনিমুক্তাং কুরু কুরু স্বাহা (ক)। ইতি মুদ্রাশুদ্ধিঃ॥ ৬॥

ততঃ শক্তিশোধনং। ওঁ ঐঁ ক্লীঁ ত্রিপুরাদেবি সর্ব্ব-শক্তিশবত্বং দেহি দেহি ওঁ ঔঁ ইতি তস্যাঃ শীর্ষে দশধা জপ্ত্বা তস্যা দেহে মাতৃকান্যাসং কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং করাঙ্গ-ন্যাসৌ বিন্যসেৎ। মূলং তদ্ধৃদয়ে শতং জপেৎ। ইতি শক্তিসংস্কারঃ॥ ৭॥

মূলং চোক্ত্বা স্ববামে তু ত্রিকোণং বিলিখেদ্বুধঃ। তত্র

বিদ্যাং মহাবিদ্যাং ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মুদ্রা-শোধন করিবে। ইহাই মুদ্রাশুদ্ধি॥ ৬॥

অনন্তর শক্তিশোধনে প্রবৃত্ত হইবে। ওঁ ঐঁ ক্লীঁ ইত্যাদি মন্ত্র শক্তির শীর্ষদেশে দশবার জপ ও তাঁহার দেহে মাতৃকান্যাস করিয়া পরে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিয়া, তদীয় হৃদয়দেশে মূলমন্ত্র শতবার জপ করিবে। ইহাই শক্তিসংস্কার॥ ৭॥

অনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া, আপনার বামভাগে ত্রিকোণ

মধ্যে লিখেল্লজ্জাং কামতত্ত্বস্বরূপিণীং। তত্র পূজা বিধাতব্যা গন্ধপুষ্পাক্ষতৈরপি। সাধকাংশ্চাপি শক্তীশ্চ প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ। লজ্জাপূর্ব্বে জলং দত্বা আজ্ঞাং নীত্বা চ সাধকাৎ। তর্পয়ামীতি চোক্ত্বা তু তর্পয়স্ব সমানয়ন্। বামহস্তানামিকয়া-প্যঙ্গুষ্ঠযোগমাশ্রয়েৎ। হ স ক্ষ ম ল ব র যীং আনন্দ-ভৈরবীং তর্পয়ামি স্বাহা ইতি শুদ্ধিযুক্তাসবেন ব্রহ্মরন্ধ্রে ত্রিস্ত-র্পয়েৎ। এবং গুরুং পরমগুরুং পরাপরগুরুং পরমেষ্ঠিগুরুং হ স ক্ষ ম ল ব র যুং অনন্দভৈরবং স্বাহা। ইতি ত্রিঃ। ততো হৃদয়ে তদ্রূপেণ মূলমুচ্চার্য্য ভীমামেকজটাং পরমদাত্রীং তারাদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা। এবং সর্ব্বত্র দেবীবিষয়ে। তথাচ তারানিগমে—তর্পয়েত্তু যদা তারাং তর্পয়েৎ কালিকাং পরাং। তর্পয়েৎ ষোড়শীং দেবীং হ্যন্যথা

লিখিয়া, তন্মধ্যে কামতত্ত্বস্বরূপিণী হ্রীঁ বীজ অঙ্কিত ও তাহাতে গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা পূজা করিয়া, সাধকগণকে ও শক্তি সকলকে পুনঃপুনঃ প্রণাম, হ্রীঁ বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক জলদান ও সাধকের আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক, বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুষ্ঠযোগ করিয়া তাহাতে তর্পণ করিবে। অনন্তর হ স ক্ষ ইত্যাদি মন্ত্রে শুদ্ধিযুক্ত আসব দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রে তিনবার তর্পণ করিয়া, গুরু, পরমগুরু ইত্যাদির তিনবার তর্পণ করিয়া, পরে হৃদয়ে মূলোচ্চারণ-সহকারে, ভীমামেকজটাং ইত্যাদি বলিয়া তর্পণ করিতে হইবে। দেবীবিষয়ে সর্ব্বত্রই এইরূপে তর্পণ করিবে। তারানিগমে বলিয়াছেন, যে সময়ে তারার তর্পণ

নিষ্ফলা ক্রিয়া। যত্তে কালী পরা প্রোক্তা সা তারা পরিস্থ-প্রভা। সৈব শ্রীযোড়শী দেবী মহাত্রিপুরসুন্দরী। অভেদং ভাবয়েদ্ যস্ত স এব শ্রীসদাশিবঃ। অন্যথা ভাবয়েদ্ যস্ত স মূঢ়োহভূন্মহেশ্বর। স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে যঃ পাদযুগমাশ্রয়েৎ। স ভবেৎ কল্পপাদপো মহামোক্ষানুকুলকঃ। যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষো যত্রাস্তি মোক্ষো নচ তত্র ভোগঃ। শ্রীসুন্দরীতর্পণতৎপরাণাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব। ততঃ স্বদক্ষিণকরতলে ত্রিকোণং বিলিখ্য শুদ্ধিযুক্তাসবং ত্রিকোণমধ্যে সংস্থাপ্য লজ্জাবীজং দশধা জপ্ত্বা। ওঁ হ্রীঁ হৌঁ হ্রীঁ হ্রীঁ

করিবে, সেই সময়ে দেবী কালিকারও তর্পণ করিবে এবং দেবী যোড়শীরও তর্পণ করিবে। ইহার অন্যথা করিলে ক্রিয়া পণ্ড হইয়া থাকে। আমি তোমার নিকট যে কালীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তিনিই সর্ব্বলোকপ্রকাশিনী বা সর্ব্ব চৈতন্যস্বরূপিণী তারা এবং তিনিই দেবী যোড়শী ও তিনিই ত্রিপুরসুন্দরী। যে ব্যক্তি ইঁহাদের অভেদ ভাবনা করে, সেই সাক্ষাৎ সদাশিব। যে ব্যক্তি অভেদ ভাবনা করে না, সেই মূর্খ। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে যে ব্যক্তি তারার পদযুগল আশ্রয় করে, সেই কল্পপাদপ স্বরূপ এবং মোক্ষের অনুকুলকারী হইয়া থাকে। যেখানে ভোগ আছে, সেখানে মোক্ষ নাই; আবার যেখানে মোক্ষ আছে, সেখানে ভোগ নাই। কিন্তু শ্রীসুন্দরীর তর্পণতৎপর ব্যক্তির ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই করতলগত হইয়া থাকে। অনন্তর আপনার দক্ষিণ করতলে ত্রিকোণ লিখিয়া, তন্মধ্যে শুদ্ধিযুক্ত আসব স্থাপন

অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ৠঁ ৯ঁ ৡঁ এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ অঁ অঃ বীজতত্ত্বং অধঃকোণস্থপরমতত্ত্বেন শোধয়ামি স্বাহা (ক)। ইতি শুদ্ধিখণ্ডং বামহস্তে নাত্বা গৃহ্নীয়াৎ। বামখণ্ডং নীত্বা ওঁ হ্রীঁ হৌঁ হ্রাঁ হ্রীঁ কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙঁ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ টঁ ঠঁ ড়ঁ ঢঁ ণঁ তঁ থঁ বামতত্ত্বস্থপরমতত্ত্বেন শোধয়ামি স্বাহা (খ)। ইতি পূর্ব্ববৎ। ততো দক্ষিণখণ্ডং নীত্বা ওঁ হ্রীং হৌঁ হ্রাঁ হ্রীং দঁ ধঁ নঁ পঁ ফং বঁ ভং মং যং রং লং বং শং ষং সং দক্ষকোণস্থতত্ত্বেন শক্তিত্বং শোধয়ামি স্বাহা (গ)। ইতি পূর্ব্ববৎ। ততশ্চ সাধকেভ্যঃ শক্তিভ্যশ্চ পাত্রং শুদ্ধিঞ্চ দদ্যাৎ। সর্ব্বে যথাবিধি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি। ততঃ কুণ্ডলিনী-মুখে পাত্রং গ্রহীতব্যং। পাত্রোপরি জপেন্মন্ত্রং সপ্তধা সাধকোত্তমঃ। গুরুং স্মৃত্বা পিবেন্মদ্যং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদং।

ও হ্রীং বীজ জপ করিয়া, ওঁ হ্রীঁ হেঁ ৗ ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্র বলিয়া, বামহস্তে শুদ্ধিখণ্ড গ্রহণ করিবে। পরে বামখণ্ড লইয়া, ওঁ হ্রীঁ ইত্যাদি (খ) চিহ্নিত মন্ত্র বলিয়া পূর্ব্ববৎ শোধন করিতে হইবে। অনন্তর দক্ষিণ খণ্ড লইয়া, ওঁ হ্রীঁ ইত্যাদি (গ) চিহ্নিত মন্ত্র বলিয়া পূর্ব্ববৎ শোধন করিয়া, পরে মধ্যখণ্ড লইবে এবং ওঁ হ্রীং ইত্যাদি (ঘ) চিহ্নিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ শোধন করিয়া পরে সাধক ও শক্তি সকলকে পাত্র ও শুদ্ধি দান করিবে। তখন সকলে যথাবিধি কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। পরে কুণ্ডলিনীমুখে পাত্র গ্রহণ করিতে হইবে। অনন্তর পাত্রের উপরি সপ্তবার মন্ত্র জপ করিয়া, গুরুর স্মরণপূর্ব্বক সর্ব্বকামার্থ-সিদ্ধিপ্রদ মদ্য পান

ততঃ কুণ্ডলিনীমুখে মন্ত্রপূর্ব্বকং জুহুয়াৎ। প্রথমপাত্রং নীত্বা দ্বিতীয়পাত্রে শক্ত্যুচ্ছিষ্টং নীত্বা পিবেৎ। তথাচ —শক্ত্যুচ্ছিষ্টং পিবেন্মদ্যং বীরোচ্ছিষ্টন্তু চর্ব্বণং। বীরোচ্ছিষ্টাৎ পৃথক্ পানে পশুপানং প্রকীর্ত্তিতং। নিন্দাশ্রুতিঃ সাধকানাং হিংসাজ্ঞানং কুলে যতঃ। নিন্দা বা শক্তিকৌলানাং সাধকানাং ন পূজনং। অনিচ্ছয়া শক্তিযোগঃ চক্রে বাপি চ মৈথুনং। কামতঃ শক্তিযোগং বা ন ধ্যানং দৈবতেন বা। জপহোমবিহীনং যম্ভক্তিহীনং কুলার্চ্চনং। প্রকটং সাধকানাঞ্চ অসন্তুষ্টশ্চ সাধকঃ। এষ ধর্ম্মযুতঃ কৌলো ভ্রষ্টঃ কৌলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। পঞ্চমং পুরতঃ কৃত্বা চতুর্থে জপমাচরেৎ। জপপূজাং বিনা পানং পশুপানং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৮ ॥

করিবে। অনন্তর কুণ্ডলিনীর মুখে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হোম করিয়া, প্রথম পাত্র লইয়া, দ্বিতীয় পাত্রে শক্তির উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করতঃ পান করিতে হইবে। তাই বলিয়াছেন, শক্তির উচ্ছিষ্ট মদ্য পান ও বীরের উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ ভক্ষণ করিবে। বীরের উচ্ছিষ্ট পান না করিয়া, পৃথক্ ভাবে পান করিলে, তাহাকে পশুপান বলে। সাধকগণের নিন্দা শ্রবণ, কৌল সাধকের প্রতি হিংসা করা, শক্তি ও কৌলের নিন্দা করণ, সাধকগণের পূজা না করা, অনিচ্ছাক্রমে চক্রমধ্যে শক্তিযোগ ও মৈথুন করা, কামবশতঃ শক্তিযুক্ত হওয়া, দেবতার ধ্যান না করা, জপ ও হোম না করিয়া, অথবা ভক্তি বিরহিত হইয়া কুলার্চ্চন এবং সাধকগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হও অতিমাত্র নিন্দার কারণ। যে

অথ পাত্রবন্দনমন্ত্রাঃ। শ্রীমদ্ভৈরবশেখরপ্রবিলসচ্চন্দ্রামৃত-প্লাবিতং ক্ষেত্রাধিষ্ঠিতযোগিভির্জ্জনগণৈঃ সিদ্ধৈঃ সমারাধিতং। আনন্দার্ণবকং মহাত্মকমিদং সাক্ষাত্রিখণ্ডামৃতং। বন্দে শ্রীপ্রথমং করাম্বুজগতং পাত্রং বিশুদ্ধিপ্রদং ॥ ১ ॥ হৈমং নীলকলান্বিতং সুমহিমাযোগং মহামাংসকং কিঞ্চিন্নেত্র-বিচঞ্চলং রবিকরচ্ছায়াপদং শাশ্বতং। আনন্দাদিমহার্ণবে বিগলিতং জ্ঞানং মহামোক্ষদং বন্দে পাত্রমহং দ্বিতীয়মধুনা স্বাত্মাববোধক্ষমং ॥ ২ ॥ মহাপদ্মে করে পদ্মে যোনিমালোকয়ন্ ধিয়া। দগ্ধমীনসগোপেতং বন্দে পাত্রং তৃতীয়কং ॥ ৩ ॥ মুদ্রারূপাং যোনিমুদ্রাং সিদ্ধিদাং সিদ্ধিরূপিণীম্। ভজামি পরয়া ভক্ত্যা চতুর্থং পরয়াম্যহম্ ॥৪॥ যোনিনা লিঙ্গমাপ্রোতং পঞ্চমং পরিকীর্ত্তিতং। তত্তদ্ভূতেনামৃতেন কল্পয়ামীহ পঞ্চমং ॥ ৫ ॥ সদানন্দপ্রদং দ্রব্যং মহানন্দপ্রদায়কং। গুরুপাদগতে দানে ষষ্ঠে পাত্রং নমাম্যহং ॥ ৬ ॥ সমুদ্রসপ্তসম্ভূতং সমুদ্রবারিজং শুভং। সমুদ্রে নিগমে প্রাপ্তে গৃহ্নামি সপ্তমীং সুধাং ॥ ৭ ॥ অষ্টদুর্গা শক্তিরূপা মহিষাসুরনাশিনী। পুনাতি সা জগদ্ধাত্রী নবমে শঙ্করপ্রিয়া ॥ ৮—৯ ॥ মহাবিদ্যা

কৌল সাধক এইরূপ ধর্ম্মযুক্ত, তাহাকে ভ্রষ্ট কৌল বলিয়া থাকে। পুরোভাগে পঞ্চম স্থাপন করিয়া, চতুর্থে জপ করিতে হইবে। জপ পূজা না করিয়া, পান করিলে তাহাকে পশুপান বলে ॥ ৮ ॥

অতঃপর মূলের লিখিত ত্রয়োদশ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক, ত্রয়োদশ পাত্রের বন্দনা করিবে। এইরূপে ত্রয়োদশ পাত্র বন্দনা

দশা প্রোক্তা মহতী সিদ্ধিদায়িনী। মহামোহবিনাশঞ্চ মোহিনীং দশমে করে ॥ ১০ ॥ একাদশমহারুদ্রা বহুসিদ্ধিপ্রদায়কাঃ। চতুঃষষ্টিসিদ্ধিদাংস্তান্ বন্দে চৈকাদশে করে ॥ ১১ ॥ দ্বাদশে দ্বাদশাদিত্যাং সদা তর্পণতৎপরাঃ। বামনেত্রস্বরূপেণ দ্বাদশং বন্দয়াম্যহং ॥ ১২ ॥ ত্রয়োদশে মহাবিদ্যা সারদা পরিভূয়তে। বাচাং সিদ্ধিপ্রদা দেবী বন্দে পাত্রে ত্রয়োদশে ॥ ১৩ ॥ ইতি ত্রয়োদশপাত্রবন্দনং সদা সুখদং। অন্যদ্‌যৎ প্রকারান্তরং পাত্রবন্দনং গ্রন্থান্তরে দৃশ্যতে তৎ কালীতারাসুন্দরীত্রিপুরেতরবিষয়ং। যাবন্ন চলতে চক্ষুর্যাবন্ন চলতে মনঃ। তাবৎ পানং প্রকর্ত্তব্যং মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদায়কং। পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে। উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৯ ॥

অথ তারানিগমোক্তকেবলশ্রীতারাবিষয়ে সর্ব্বপাত্রবন্দ-

করিলে, উহা সুখ প্রদান করিয়া থাকে। গ্রন্থান্তরে যে অন্যবিধ পাত্রবন্দন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কালী, তারা, সুন্দরী ও ত্রিপুরা ভিন্ন অন্যদেবতা বিষয়ে জানিবে। যাবৎ চক্ষু চলিত না হয় এবং মনও যাবৎ চঞ্চলতায় আবিষ্ট না হয়, তাবৎ পান করিবে। ঐরূপ পানই মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। বারম্বার পান করিয়া, পুনরায় পান করত, ভূতলে পতিত হইবে। উত্থান করিয়া, পুনরায় পান করিবে। এই প্রকার করিলে পুনরায় আর জন্ম লাভ করিতে হয় না ॥ ৯ ॥

অতঃপর ওঁ নাহং কর্ত্তা, ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রপাঠ

নমন্ত্রৈশ্চকত্রৈব। ওঁ নাহং কর্ত্তা কারয়িতা ন চ মে কার্য্যং নাহং ভোক্তা ভোজয়িতা বা ন চ ভোজ্যং। অহং চিদাত্মা স্বয়মেব তেজঃ স্বয়ং গুরুর্ব্বিষ্ণুরহং স্বরূপঃ। নান্যং স্মরেন্ন চ ভজে পরিহায় চাদ্যাং নান্যাং তপো ন চ গতিঃ পরিহায় চাদ্যাং (ক)। * ইতি পানং সর্ব্বত্র শুদ্ধিযুক্তেন। প্রথমং যথাশক্তি পিবেৎ। ততঃ পঞ্চতত্ত্বক্রমঃ। প্রথমং বামহস্তে ত্রিকোণাকারপানমুদ্রয়া দ্রব্যং নীত্বা দক্ষিণহস্তে শুদ্ধিং নীত্বা মূলমুচ্চার্য্য ইদং শুদ্ধিযুক্তাসবং শ্রীমত্তারাএকজটামহাদেব্যৈ নমঃ। সর্ব্বত্রশুদ্ধিসংস্কারে মূলমন্ত্রজপঃ। বামহস্তে মাংসং ধৃত্বা মূলং সপ্তধা জপ্ত্বা এষা মাংসশুদ্ধিঃ শ্রীমত্তারাএকজটা-

---

করিয়া সুধা পান করিবে। কিন্তু সর্ব্বত্রই শুদ্ধিযুক্ত করিয়া পান করিবে। প্রথমে যথাশক্তি পান করিয়া পরে পঞ্চতত্ত্বক্রমে পানে প্রবৃত্ত হইবে। প্রথমে বাম হস্তে ত্রিকোণাকার পানমুদ্রা দ্বারা দ্রব্য লইয়া, দক্ষিণ হস্তে শুদ্ধি ধারণ করিয়া, মূলোচ্চারণ-সহকারে ইদং শুদ্ধিসংযুক্তাসবং ইত্যাদি বলিবে। সর্ব্বত্রই শুদ্ধিসংস্কারসময়ে মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। বাম হস্তে মাংস ধারণ ও শতবার মূল জপ করিয়া, এষা মাংসশুদ্ধিঃ ইত্যাদি

---

* আমি কর্ত্তা নহি, কারয়িতাও নহি, আমার কার্য্যও নাই। আমি ভোক্তাও নহি, ভোজয়িতাও নহি এবং ভোজ্যও নহি। আমি স্বয়ং চিদাত্মা, স্বয়ং তেজস্বরূপ এবং সাক্ষাৎ গুরু বিষ্ণু। আমি সকলের আদি সেই তারাকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্য কাহারও স্মরণ করি না ও ভজনা করি না। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, আমার তপস্যাও নাই, গতিও নাই।

দেব্যৈ নমঃ। ততো মীনং বামহস্তে নীত্বা এষা মীনশুদ্ধিঃ শ্রীমত্তারাএকজটাদেব্যৈ নমঃ। ততঃ শক্তিলিঙ্গমুদ্রাং প্রদর্শ্য এষা শক্তিঃ শ্রীমত্তারা একজটাদেবীমহানন্দকল্পনায় রক্ষ রক্ষ পশ্য পশ্য প্রসীদ প্রসীদ অস্যা যোনৌ মম সিদ্ধিং দেহি দেহি ওঁ ওঁ ওঁ স্বাহা ইতি নিবেদ্য যথাযোগ্যমানন্দং কৃত্বা চক্রাদিতরস্থানে শক্তিং নীত্বা স্বপুরতঃ পূর্বীমুখাং সংস্থাপ্য তদুপরি বিন্দুবিনিক্ষেপং কৃত্বা যোনিলিঙ্গমুদ্রাং প্রদর্শ্য অদীক্ষিতা চেৎ কর্ণে লজ্জাবীজমুক্ত্বা কৃতাঞ্জলিঃ। শক্তিরূপে মহাদেবি যোনিসিদ্ধিস্বরূপিণি। প্রসীদ জগতাং সৃষ্টিকারিণী ব্রহ্মরূপিণী। যোনিরূপা মহাবিদ্যা যোনিসিদ্ধিপ্রদায়িনী। সৃষ্টিঃ প্রজায়তে যস্মাৎ পুত্রত্বেনাপি পাল্যতে। পুনঃ প্রলীয়তে যোনৌ সৃষ্টিস্থিতিলয়ালয়ে। সাধয়ামি মহামন্ত্রং তেন সিদ্ধিং বিধেহি মে। * ওঁ হ্রৈঁ ক্লৌঁ ক্লীঁ কামেশ্বরি মহাত্রিপুরে ত্রিপুরালয়ে মমৈব সিদ্ধিং দেহি দেহি স্বাহা (ক)। ইতি পঠিত্বা লিঙ্গে শাপমন্ত্রং সপ্তধা জপ্ত্বা দিগম্বরো

বলিয়া, পরে বাম হস্তে মৎস্য লইয়া, এষা মীনশুদ্ধিঃ, এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিবে। অনন্তর শক্তিলিঙ্গমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া, এষা শক্তিঃ, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগপুরঃসর নিবেদন ও যথাযোগ্য আনন্দ করিয়া, চক্র হইতে ভিন্ন স্থলে শক্তিকে লইয়া গিয়া, তদুপরি বিন্দু নিক্ষেপ ও যোনিমুদ্রা ও লিঙ্গমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। শক্তি অদীক্ষিতা হইলে তাহার কর্ণে হ্রীং বীজ বলিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া, শক্তিরূপে মহাদেবি ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত

ভূত্বা তাং দিগম্বরীং কৃত্বা পদ্মং দৃষ্ট্বা তথা বিম্বং রবিবিম্বং চামরং সফরীঞ্চাপি শিখরং তথা নাভৌ শতং জপেৎ। যোনি-মধ্যে শতং জপ্ত্বা প্রবেশং কারয়েদ্বুধঃ। মহাযোনিময়ীং দেবীং পার্ব্বতীং পরিভাবয়েৎ। স্বয়ং শিবস্বরূপঃ স্যাৎ আত্মানং শিবরূপিণং। ভাবয়িত্বা নির্ব্বিকারং স্বয়ং আচ্যং বিঘাতয়েৎ। সাধকো ভাবয়েদ্‌যস্তু কামুকো বা প্রজায়তে। পচ্যতে নরকে ঘোরে ন মোক্ষঃ কোটিজন্মতঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রয-

মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক লিঙ্গে শাপমন্ত্র সাত বার জপ করিয়া স্বয়ং দিগম্বর হইয়া, শক্তিকে দিগম্বরী করিয়া, তাহার মুখ, ওষ্ঠ, সিন্দূর-বিন্দু, কেশকলাপ, নেত্র ও মস্তক দর্শনপূর্ব্বক নাভিতে শতবার জপ করিবে। পরে যোনিমধ্যে শতবার জপ করিয়া উহাতে মেঢ্র প্রবেশিত করিয়া, মহাযোনিস্বরূপিণী দেবী পার্ব্বতীর পরিভাবনায় প্রবৃত্ত হইবে। এই প্রকারে স্বয়ং শিবস্বরূপ হইয়া, আত্মাকে শিবস্বরূপ ভাবনা করিবে। তৎকালে নির্ব্বিকার-চিত্তে এইরূপ করিতে হইবে। যে সাধক কামুক হইয়া, ঐরূপ অনুষ্ঠান করে, তাহাকে নরকে পচিতে হয়, কোটি জন্মেও

* হে মহাদেবি। তুমি শক্তি ও যোনিসিদ্ধিস্বরূপিণী। তুমি জগতের সৃষ্টিকারিণী ও ব্রহ্মরূপিণী, তুমি প্রসন্না হও। তুমি যোনিরূপা মহাবিদ্যা। তুমি যোনিসিদ্ধিপ্রদায়িনী। এই যোনি হইতেই সৃষ্টি সমুদ্ভূত হয়। এই যোনিই পুত্ররূপে সকলের পালন করে এবং এই যোনিতেই সকলের লয় হইয়া থাকে। অধিক কি, এই যোনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের আলয়। আমি শ্রীমন্ত্র সাধন করিতেছি। অতএব আমার সিদ্ধি বিধান কর।

ত্নেন নির্ব্বিকারো ভবেৎ স্বয়ং। অন্যথা সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ পততে নরকে স্বয়ং॥ ওঁ নাভিচৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা। জ্ঞানং প্রদীপ্যতে নিত্যমক্ষবৃত্তিৰ্জ্জুহোম্যহং। ওঁ ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দীপ্তা বাত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা। সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তির্জ্জুহোম্যহং॥ ইতি ত্যজেৎ। ততস্তত্রাসনে স্থিত্বা সহস্রং জপেৎ। ততঃ পাত্রং প্রক্ষাল্য ঊর্দ্ধে চ জলে মায়াবীজং বিলিখ্য তত্রস্থেন মৃদা ওঁ যং যং স্পৃশামি পাদেন যো মাং পশ্যতি চক্ষুষা। স এব দাসতাং যাতি যদি শক্রসমো ভবেৎ। ইতি ললাটে টীকাং নীত্বা বিহরেৎ। দ্রব্যং বাবণাক্ষিতোলকমিতং পাত্রে সদা বেশয়েৎ। সাধকেভ্যশ্চ শক্তিভ্যো দত্বা পাত্রং সমানয়েৎ। সাধয়েত্রিবিধৈর্ভাবৈর্দ্দিব্যবীরপশুক্রমৈঃ। দিব্যাস্তু দেববৎ প্রায়ঃ সদাচারপরা-

---

তাহার মোক্ষলাভ হয় না। সেইজন্য স্বয়ং সর্ব্বপ্রযত্নে নির্ব্বিকার হইতে হইবে। নির্ব্বিকার হইতে না পারিলে সিদ্ধিহানি হয় ও সেই ব্যক্তি নরকে পতিত হয়। অনন্তর, নাভিচৈতন্যরূপাগ্নৌ, ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, রেত ত্যাগ করিতে হইবে। পরে সেই আসনে থাকিয়া, সহস্রজপসমাধানান্তে পাত্র প্রক্ষালন এবং ঊর্দ্ধে ও জলে মায়াবীজ লিখিয়া তত্রস্থ মৃত্তিকা দ্বারা, ওঁকার উচ্চারণ করিয়া ওঁ, যং যং স্পৃশামি ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ললাটে টীকা লইয়া বিহার করিবে। পাত্রমধ্যে অষ্টাবিংশতি তোলক পরিমাণে দ্রব্য আবিষ্ট করিয়া, সাধক ও শক্তি সকলকে সম্প্রদানপূর্ব্বক পাত্র সমানয়ন করিতে হইবে। দিব্য, বীর ও পশু এই ত্রিবিধ ভাবে সাধনা করিবে। দিব্যভাবারলম্বীরা প্রায়

য়ণাঃ। ঋণাধানং তথা শাঠ্যং হিংসাঞ্চৈব বিশেষতঃ। স্নানং সন্ধ্যাঞ্চ পূজাঞ্চ দিবা কুর্য্যাত্ত্রয়ং ত্রয়ং। পরস্ত্রীং মাতৃবদ্বুদ্ধ্যা পরং পুত্রবদিষ্যতে। সদা সত্ত্বগুণং স্মৃত্বা ব্রহ্মচারী ভবেদ্ধ্রুবং। যোষাবক্তূ মূরুঞ্চাপি কুচং বা সাধকোত্তমঃ। দৃষ্ট্বা মন্ত্রং জপেল্লক্ষং দ্বাদশস্বর্ণমুৎসৃজেৎ। তর্পয়েৎ সুধয়া দেবীং তারাং তারকদায়িনীং। সাক্ষাদিন্দ্রো ভবেৎ সোঽপি যদি যোষাং ন চ স্পৃশেৎ। যোষাস্পর্শনমাত্রেণ দিব্যভাবো বৃথা ভবেৎ। যাবত্তপস্যা কর্ত্তব্যা তাবদ্যোষাং বিবর্জ্জয়েৎ। মৎস্যমাংসং তথা তৈলং শিষ্টান্নং মোদকন্তথা। স্ত্রীশূদ্রৌ নৈব দ্রষ্টব্যৌ চান্যথা পতনং ভবেৎ। যাতে সিদ্ধে

দেবগণের ন্যায় সদাচারপরায়ণ। তাঁহারা ঋণাধান, শাঠ্য, বিশেষতঃ হিংসা পরিহার করিয়া থাকেন। এই কারণে দিব্যসাধক দিবাভাগে তিন বার স্নান, সন্ধ্যা ও পূজা করিবেন। পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিবেন। পরকে পুত্রবৎ মনে করিয়া, সদা সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্রহ্মচারী হইবেন। স্ত্রীর মুখ, উরু ও কুচ দর্শন করিলে, দ্বাদশ লক্ষ জপ ও স্বর্ণ দান করিবে। তারকদায়িনী দেবী তারাকে সুধা দ্বারা তর্পিত করিবে। যদি স্ত্রীকে স্পর্শ না করে, তাহা হইলে, সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সমান হইয়া থাকে। স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবামাত্র দিব্যভাব নষ্ট হয়। যাবৎ তপস্যা করিতে হইবে, তাবৎ স্ত্রীলোকের সংসর্গে থাকিবে না। মৎস্য, মাস, তৈল, শিষ্টান্ন, মোদক, এই সকলও ত্যাগ করিবে। স্ত্রী ও শূদ্র ইহাদিগকে অবলোকন করিবে না। করিলে,

চ তপসি ঋতুকালে ব্রজেৎ স্ত্রিয়ং। পঞ্চপর্ব্ব বর্জ্জয়িত্বা নচেদ্‌ভ্রষ্টো ভবিষ্যতি। অত্রায়ং সংক্ষেপঃ ভাবসারাবল্যাং ব্যাখ্যাতং বীরাচারং চাপি সংক্ষেপতঃ কামাখ্যামূলে ব্যাখ্যাতং পশ্বাচারস্তু। চিতাং বা কামিনীং বাপি শবং বা ন চ সাধয়েৎ। কালীতারাসু বিদ্যাসু নৈবান্তর্যজনঞ্চরেৎ। পীঠস্থানং ভাবয়েন্ন পরযোষাং ন দর্শয়েৎ। বীরভাবকুলো দিব্যস্তস্মাদ্দিব্যং প্রশস্যতে। অশক্তস্তাদ্ভবেদ্বীরো ন পশুশ্চ কলৌ কচিৎ। যেন তেন প্রকারেণ পশুভাবং বিবর্জ্জয়েৎ। স্বেচ্ছা যদ্ভক্ষণে চাস্তি কা সিদ্ধিস্তেন ভাবত॥ ১০॥

অথ তারানিগমোক্তশ্লোকমেকং শান্তিস্তোত্রং॥ ওঁ পাহি

পতন হইবে। তপঃসিদ্ধ হইলে, ঋতুকালে স্ত্রীসংসর্গ করিবে। কিন্তু পঞ্চপর্ব্ব বর্জ্জন করিতে হইবে। নতুবা, ভ্রষ্ট হইবে। দিব্যভাবের এই সংক্ষেপ বিবরণ বলা হইল। ভাবসারাবলীতে সংক্ষেপে বীরাচার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর কামাখ্যামূলে পশ্বাচার সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চিতা, কামিনী, অথবা শবসাধন করিবে না। কালী ও তারাবিদ্যাতে অন্তর্যজন করিবে না। পীঠস্থান ভাবনা করিবে না। পরস্ত্রীকে দর্শন করিবে না। দিব্যভাব বীরভাবের কুলস্বরূপ। সেইজন্য দিব্যভাবই প্রশস্ত। দিব্যভাবে অশক্ত হইলে, বীরভাব অবলম্বন করিবে। কলিতে পশুভাব নাই; সুতরাং, যেন তেন প্রকারে পশুভাব বর্জ্জন করিতে হইবে। যথেচ্ছায় ভক্ষণ করিলে, সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই॥ ১০॥

অনন্তর, তারানিগমোক্ত ওঁ পাহি ত্বং কৃষ্ণশায়িন্ ইত্যাদি

ত্বং করুণাময়ি প্রিয়তমং সৎসাধকং রক্ষতু ভ্রষ্টান্নাশয় নাশয় প্রিয়তমাবক্ত্রারবিন্দং ময়া। নিত্যং দেহি সাধুস্থধাচয়ময়ীং সিদ্ধিং শিবে সিদ্ধিদং জ্ঞানং মোক্ষবিধায়কং কুরু শিবে সংহারিণী পাশবে (ক)। * ইতি শান্তিস্তোত্রং পঠিত্বা যথেচ্ছং বিহরেৎ। চক্রমধ্যে ভবেদ্যা সা বক্তব্যা ন চ কুত্রচিৎ। কথা প্রাতর্ভবেৎ সাপি নাশায় নরকায় চ। চক্রাকারং চরেচ্চক্রং পংক্ত্যাকারমথাপি বা। প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ। নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে তথা সর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্। গন্তুং চক্রাৎ সমায়াতং নত্বা নত্বা পুনঃ পুনঃ। অন্যথা মরণন্তস্য গতিঃ স্যাদযমসাদনং। অন্য-

---

(ক) চিহ্নিত শান্তিস্তোত্র পাঠ করিয়া যথেচ্ছায় বিচরণ করিবে। চক্রমধ্যে যাহা ঘটিবে, তাহা কোথাও বলিবে না। বলিলে বিনষ্ট ও নরকে পতিত হইতে হইবে। পঙক্ত্যাকারে অথবা চক্রাকারে চক্রের রচনা করিবে। ভৈরবীচক্রে সমুপস্থিত সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম, আর, ভৈরবীচক্র হইতে বহির্গত হইলে, সকল বর্ণই পৃথক্ পৃথক্ জাতিত্ব গ্রহণ করে। চক্র হইতে সমায়াত অথবা চক্রগমনে উদ্যত ব্যক্তিকে বারম্বার প্রণাম করিবে। অন্যথা করিলে যমসদনে গমন করিতে হয়। আপ-

---

* হে করুণাময়ি! তুমি আমাকে পালন কর, প্রিয়তম সৎসাধকের রক্ষা কর; যাহারা ভ্রষ্ট, তাঁহাদের সকলকে বিনাশ কর—বিনাশ কর; যাহাতে সাধু সুধাচয় বিরাজমান, তাদৃশী সিদ্ধি নিত্য বিধান কর; যাহাতে সিদ্ধি ও মোক্ষ বিহিত হয়, সেই জ্ঞান প্রদান কর এবং পশুগণের সংহার কর।

চক্রঞ্চ দূরস্থং স্বচক্রং বা সকৃৎ সকৃৎ। স ভবেত্তারকাপুত্রো বসুসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ। লক্ষং বাপি, তড়াগানাং চক্রং দৃষ্ট্বা লভেৎ ফলং। যো দদাতি মহাদেব শক্তিভ্যঃ সাধকায় চ। কলামাত্রেণ দেবেষু কোট্যশ্বমেধজং ফলং। উপবাসং ভৃগোঃ পাতঃ সন্ধ্যা সব্রতধারণং। তীর্থপর্য্যটনঞ্চৈব কৌলঃ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ। মহাপীঠং ব্রজেন্নিত্যং নচেৎ পীঠমনুত্তমং। তারাপুরং মহাপীঠং গন্তব্যং যত্নতঃ সদা। লক্ষত্রয়ং জপেদ্দেবি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। ঈশানে চক্রনাথস্য বৈদ্যনাথস্য পূর্ব্বতঃ। তারাপুরমিদং খ্যাতং নগরং ভুবি দুর্ল্লভং। তত্র যত্নেন

নাব চক্র বা অন্য চক্র দূরস্থ হইলে, এক একবার দর্শন করিবে। দর্শন করিলে, দেবী তারার পুত্র ও অষ্টবিধ সিদ্ধির অধীশ্বর হওয়া যায়। চক্র দর্শন করিলে সহস্র সহস্র অশ্বমেধ, শত শত বাজপেয় ও লক্ষ লক্ষ তড়াগখননের ফললাভ হইয়া থাকে। হে মহাদেব! যে ব্যক্তি সাধক ও শক্তি সকলকে কলামাত্রেও দান করে, সে কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে। উপবাস, শুক্রপাত, সন্ধ্যা, ব্রতানুষ্ঠান, তীর্থপর্য্যটন, কৌল এই পাঁচটী বর্জ্জন করিবেন। নিত্য মহাপীঠে গমন করিবেন। তাহা না হইলে, পীঠস্থলে গমন করিবেন। যত্নসহকারে তারাপুর মহাপীঠে সর্ব্বদা গমন করিবেন। দেবি! লক্ষত্রয় জপ করিলে, সর্ব্ববিধ সিদ্ধির অধীশ্বর হওয়া যায়। চক্রনাথের ঈশানে বৈদ্যনাথের পূর্ব্বভাগে তারাপুর নগর অবস্থিত। ঐ নগর পৃথিবীতে দুর্লভ। ঐ স্থানে তারা ও

গন্তব্যং যত্র তারাশিবালয়ং॥ ইত্যাদি সংক্ষেপঃ ॥ ১১॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থা-
বধূতবিরচিতে তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যোত্ত-
মোত্তমে হরগৌরীসংবাদে তৃতীয়-
পটলে তত্ত্বাদিরহস্যং॥

অথ পূজা। তথাচ তারানিগমে তারাসারে চ। আদৌ জলঞ্চ সংশোধ্য ক্ষালনং হস্তপাদয়োঃ। মূলেন তিলকং কুর্য্যাদ্বিভূত্যা তু ত্রিপুণ্ড্রকং। রক্তচন্দনটীকাং বা সিন্দূরস্যাপি বা পুনঃ। ওঁ মণিধরিবজ্রিণি সর্ব্ববশঙ্করি হুঁ ফট্ স্বাহা। ইত্যনেন শিখাং বদ্ধা ওঁ হ্রীঁ স্বাহেতি আচমনং। গুরুঃ প্রথমং পূজাগৃহদ্বারমাগত্য ওঁ বজ্রোদকে হুঁ ফট্ স্বাহা

শিবালয় আছে। সেইজন্য যত্নসহকারে সাধক ঐ স্থানে গমন করিবে। এই সংক্ষেপে তত্ত্বাদিরহস্য কথিত হইল॥ ১১॥

তারারহস্যে তৃতীয়পটলে তত্ত্বাদিরহস্য সমাপ্ত॥

অনন্তর পূজা প্রণালী কথিত হইতেছে। তারানিগম ও তারাসারে বলিয়াছেন, প্রথমে জলশোধন করিয়া, হস্তপদ প্রক্ষালন এবং মূলমন্ত্রে বিভূতি দ্বারা তিলক ও বিভূতি দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র করিয়া, রক্তচন্দন বা সিন্দূর দ্বারা টীকা করিয়া, ওঁ মণিধরি ইত্যাদি বলিয়া শিখা বন্ধন ও ওঁ হ্রীঁ স্বাহা বলিয়া আচমন করিবে। পরে গুরু পূজা গৃহের দ্বারদেশে আগমন এবং ওঁ বজ্রোদকে, ইত্যাদি বলিয়া, জল অধিষ্ঠান করিয়া

ইতি জলমধিষ্ঠায়। ওঁ বিশুদ্ধধর্ম্মগায়ত্রিসর্ব্বপাপানি শময়াশেষবিকল্পমপনয় হুঁ ফট্ স্বাহা। ইতি হস্তৌ পাদৌ চ প্রক্ষাল্য মূলেন তিলকং বিভূত্যা ত্রিপুণ্ড্রং সিন্দূরগোরোচনান্যতমটীকাং গৃহীত্বা। ওঁ মণিধরিবজ্রিণি সর্ব্ববশঙ্করি হুঁ ফট্ স্বাহা ইতি শিখাং বদ্ধা ওঁ হ্রীঁ স্বাহা ইত্যাচম্য। ততঃ পীঠং চিন্তয়েচ্চ কৃতাঞ্জলিপরো ভবেৎ। আচমনং ততঃ কৃত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। বৈরোচনাদীন্ বিন্যস্য ভূমিং সংশোধয়েত্ততঃ। ততশ্চ ভূমিং শোধয়েৎ আসনাধস্ত্রিকোণকং। সংশোধ্য আসনং পশ্চাৎ সর্ব্ববিঘ্নান্ বিনাশয়েৎ। ততঃ প্রয়োগঃ। শ্মশানং তত্র সংচিন্ত্য তত্র কল্পদ্রুমং স্মরেৎ। তন্মধ্যে মণিপীঠঞ্চ নানামণিবিভূষিতং। নানালঙ্কারসংযুক্তং মণিদেবৈর্ব্বিভূষিতং। শিবাভির্ব্বহুমাং-

---

ওঁ বিশুদ্ধ ধর্ম্মগায়ত্রী ইত্যাদি মন্ত্রে হস্ত ও পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া, মূলমন্ত্রে তিলক ও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ এবং গোরোচনা অথবা সিন্দূর দ্বারা টীকা গ্রহণ করিয়া, ওঁ মণিধরি ইত্যাদি মন্ত্রে শিখা বন্ধন এবং ওঁ হ্রীঁ স্বাহা বলিয়া, আচমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া, পীঠ চিন্তা করিবেন। পরে আচমন করিয়া, বৈরোচনাদি ন্যাস ও ভূমি শোধন করিয়া পরে আসনের অধস্থ ত্রিকোণ ভূমি সংশোধন করিতে হইবে। তৎপরে আসন শোধন করিয়া পশ্চাৎ সমস্ত বিঘ্ন বিনাশ করিবে। প্রথমে তথায় শ্মশান চিন্তা করিয়া, তাহাতে কল্পদ্রুমের স্মরণ করিবে। পরে তন্মধ্য নানামণিবিভূষিত মণিপীঠ ভাবনা করিতে হইবে। ঐ মণি-

সাস্থিমোদমানাঃ সমন্ততঃ। চতুর্দ্দিক্ষু শবা মুণ্ডাশ্চিতাঙ্গারা-স্থিসংযুতং। তন্মধ্যে ভাবয়েদ্দেবীং যথোক্তধ্যানযোগতঃ। ততস্তারাচমনং,—ওঁ উগ্রতারায়ৈ স্বাহা। ওঁ একজটায়ৈ স্বাহা। ওঁ নীলসরস্বত্যৈ স্বাহা ইত্যাচম্য। ওঁ হ্রীঁ স্বাহা ইতি করৌ সংশোধ্য বধূবীজেন কূর্চ্চেন ওষ্ঠৌ পরিশোধয়েৎ। পুনরস্ত্রেণ হস্তৌ চ ক্ষালয়েৎ। মুখে ওঁ বৈরোচনায় নমঃ। নাসায়াং ওঁ শঙ্খপাণ্ডবায় নমঃ ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ। চক্ষুষোঃ ওঁ অসিতাঙ্গায় নমঃ ওঁ নামকায় নমঃ। কর্ণয়োঃ ওঁ বাম-কায় নমঃ ওঁ পাণ্ডবায় নমঃ। ওঁ তারকায় নমঃ হৃদি ওঁ পদ্মান্তকায় নমঃ শিরসি ওঁ যমান্তকায় নমঃ বামবাহৌ ওঁ বিঘ্নান্তকায় নমঃ দক্ষবাহৌ। ওঁ পবিত্রে ভূমে হুঁ ফট্ স্বাহা।

পীঠ বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত; মণিসমূহে অলঙ্কৃত, শিবাগণ বহুবিধ মাংস ও অস্থি ভক্ষণপূর্ব্বক আহ্লাদিত হইয়া, তাহার সমন্তাৎ বিচরণ করিতেছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে শব, মুণ্ড এবং চিতাঙ্গার ও অস্থি বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপে মণিপীঠের চিন্তা করিয়া, তন্মধ্যে যথোক্ত ধ্যানযোগ সহকারে দেবীর ভাবনা করিবে। অনন্তর আচমন করিতে হইবে। ওঁ উগ্রতারায়ৈ স্বাহা ইত্যাদি বলিয়া, আচমন করিয়া, ওঁ হ্রীঁ স্বাহা ইত্যাদি পাঠসহকারে করদ্বয়সংশোধনপূর্ব্বক স্ত্রীং বীজ ও হূং বীজ দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জন করিবে। পুনরায় ফট্‌মন্ত্রে হস্তদ্বয় ক্ষালন করিয়া, মুখ প্রভৃতি স্থানে ওঁ বৈরোচনায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্র বলিয়া আচমন করিবে। ইহাই তারাচমন।

ইতি যোনিমুদ্রয়া ভূমিমভিমন্ত্র্য। ওঁ রক্ষ রক্ষ মাং হুঁ ফট্ স্বাহা ইতি জলসেকাদ্ভূমিং সংশোধ্য ততঃ আসনাধস্ত্রিকোণং বিলিখ্য, ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুঁ ফট্ স্বাহা ইত্যাসনমভ্যর্চ্য ওঁ হ্রীঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইত্যাসনমভ্যর্চ্য ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হুঁ ফট্ স্বাহা ইত্যাসনমভ্যর্চয়েৎ। আসনং তারার্ণবে। কোমলং বিষ্টরং বাপি চূড়কং মৃদুকং তথা। অষ্টমাসাস্তু গর্ভস্য পতনং মৃদুরুচ্যতে। চতুর্ব্বর্ষান্তরালঞ্চ চূড়কঞ্চ বিধীয়তে। পঞ্চাশৎকুশপত্রনির্ম্মিতং ভস্মবালুকাভিঃ শোধিতং মার্জ্জিতমিতি। ততশ্চণ্ডালিনীগর্ভজাতঞ্চ ব্রাহ্মণৌরসাৎ। ব্রাহ্মণীগর্ভজাতং বা চণ্ডাল-

---

অনন্তর ওঁ পবিত্র ভূমে ইত্যাদি বলিয়া, যোনিমুদ্রা দ্বারা ভূমি অভিমন্ত্রিত করিয়া, ওঁ রক্ষ, রক্ষ ইত্যাদি মন্ত্রপাঠসহকারে জলসেক দ্বারা ভূমি সংশোধন ও পরে আসনের অধোভাগে ত্রিকোণ লিখিয়া ওঁ আঃ সুরেখে ইত্যাদি মন্ত্রে আসনের অভ্যর্চ্চন, পরে পুনর্ব্বার, ওঁ হ্রীঁ ইত্যাদি মন্ত্রে আসনের আরাধন এবং পুনরায়, ওঁ সর্ব্ববিঘ্নান্ ইত্যাদি মন্ত্রে আসনের পূজা করিতে হইবে। তারা যে আসনের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—কোমল, বিষ্টর, চূড়ক ও মৃদুক, এই চারিপ্রকার আসন। অষ্টমাসে যে গর্ভস্রাব হইয়াছে, তাহার নাম মৃদু। চতুর্ব্বর্ষের মধ্যে যে মরিয়াছে, এরূপ শবের নাম চূড়ক। পঞ্চাশৎ কুশপত্র দ্বারা নির্ম্মিত ও ভস্মবালুকা দ্বারা শোধিত আসনের নাম বিষ্টর আসন। আর ব্রাহ্মণের ঔরসে চণ্ডালিনীর গর্ভজাত

স্যাপি চৌরসাৎ। কোমলাসনমিত্যুক্তং মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদা-য়কং। ইত্যাদি কোমলাসনং সংশোধ্য। ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎ-সারয় হুঁ স্বাহা ইতি পুষ্পাক্ষতক্ষেপৈ র্বিঘ্নান্নাশয়েৎ। দিব্য-দৃষ্ট্যবলোকনেন খেচরান্ বামপাদঘাতত্রয়েণ ভৌমান্ বিঘ্নান-পসার্য্য গণেশাদীন্ প্রণম্যাথ দশদিগ্বন্ধনঞ্চরেৎ। করৌ, চ গন্ধপুষ্পাভ্যাং শোধয়েত্তদনন্তরম্। ফড়িতি গন্ধপুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য তালত্রয়ং দত্ত্বা ছোটিকাভির্দ্দশদিগ্বন্ধনঞ্চরেৎ। বস্ত্রে গ্রন্থিং বন্ধয়িত্বা কায়বাক্চিত্তং বিশোধয়েৎ। পুষ্পঞ্চ শোধ-য়িত্বা তু ভূতশুদ্ধিং সমাচরেৎ। ততশ্চ কর্ত্তারং ধ্যাত্বা মূলং শীর্ষে জপেদ্দশ। একাদশ প্রজপ্তব্যং প্রতিষ্ঠামনুরেব চ। মাতৃ-

---

অথবা চাণ্ডালের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত ব্যক্তির শবকে কোমলাসন বলে। ইহা মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান করে। এই লক্ষণা-ন্বিত কোমলাসন সংশোধন করিয়া, ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয়, ইত্যাদি বলিয়া, পুষ্প ও অক্ষত ক্ষেপণ করিয়া বিঘ্ন সকল নাশ করিতে হইবে। পরে দিব্যদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া আকাশগত বিঘ্নসকল সমুৎসারণপূর্ব্বক গণেশাদির প্রণাম করিয়া, দশদিগ্বন্ধন করিবে। অনন্তর ফট্কার পুরঃসর গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা করদ্বয় সংশোধন করিয়া, তালত্রয়দানসহ-কারে ছোটিকাদ্বারা দশ দিক্ বন্ধন ও বস্ত্রে গ্রন্থি বন্ধন করিয়া, কায়, বাক্ ও চিত্ত শোধনে প্রবৃত্ত হইবে। পরে পুষ্পশোধন ও ভূতশুদ্ধি করিয়া, ধ্যান করতঃ মস্তকে দশবার মূলমন্ত্রের ও একাদশ বার প্রতিষ্ঠামন্ত্রের জপ এবং পরে মাতৃকান্যাস, মাতৃ-

কাঙ্গ্যাসকং কৃত্বা মাতৃকায়াঃ ষড়ঙ্গকম্। করাঙ্গং মাতৃকায়াশ্চ যোনিদ্বাদশকং ন্যসেৎ। প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাদৃষ্যাদিন্যাসমেব চ। ওঁ মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা। ইতি বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিং বদ্ধা ওঁ আং হুঁ ফট্ স্বাহা। ইতি কায়বাক্‌চিত্তং বিশোধয়েৎ। ওঁ পুষ্পকেতুরাজার্হতে শতায় সম্যক্‌সম্বন্ধায়। ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুঁ ফট্ স্বাহা ইতি সংশোধ্য ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ। স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা হংস ইতি কুণ্ডলিনীং জীবাত্মানং চতুর্ব্বিশতিতত্ত্বানি সুষুম্নাবর্ত্মনা শিরোহবস্থিতপরমাত্মনি শিবে সংযোজ্য হ্রীংকারং রক্তবর্ণং নাভৌ ধ্যাত্বা তদুদ্ভূতেনাগ্নিনা লিঙ্গশরীরং সংদহ্য স্ত্রীঙ্কারং পীতবর্ণং হৃদি বিচিন্ত্য তদুদ্ভূতেন বায়ুনা

কার ষড়ঙ্গ ও করাঙ্গন্যাস ও যোনিদ্বাদশকন্যাস এবং তৎপরে প্রাণায়াম করিয়া, ঋষ্যাদিন্যাস ও মণিধরি ইত্যাদি পাঠসহকারে কায়, বাক্য ও চিত্তের শোধন করিতে হইবে। পরে ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে ইত্যাদি বলিয়া, পুষ্প সংশোধনপূর্ব্বক ভূতশুদ্ধি করিবে। যথা,—স্বীয় অঙ্কে উত্তান করদ্বয় স্থাপন এবং হংস ইহা বলিয়া, কুণ্ডলিনী, জীবাত্মা ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এই সকলকে সুষুম্নাবর্ত্ম দ্বারা মস্তকে অবস্থিত পরমাত্মা শিবে সংযোজিত করিয়া, নাভিতে রক্তবর্ণ হ্রীংকারের ধ্যান ও তদুদ্ভূত অগ্নি দ্বারা লিঙ্গশরীরের দহন এবং হৃদয়ে পীত বর্ণ স্ত্রীংকারের ভাবনা করিয়া, তদুদ্ভূত বায়ু দ্বারা ভস্মপ্রোৎ-

ভস্ম প্রোৎসার্য্য হুঁকারং শ্বেতবর্ণং শিরসি বিচিন্ত্য তদ্ভূ-ভূতেনামৃতেন তদস্থি প্লাবিতং কৃত্বা তস্মিন্ বিশ্বব্যাপক-বারিণি আঃকারাদ্রক্তপঙ্কজং তদুপরি টীকারাৎ শ্বেতপঙ্কজং তদুপরি হূংকারং নীলসন্নিভং তদুপরি স্ত্রীংবীজভূষিতাং মাতৃকাং ধ্যায়েৎ। ওঁ প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্। খড়্গাকর্ত্রীসমাযোগে সব্যেতরভুজদ্বয়াম্। কপালোৎপলসংযুক্তসব্যপাণিযুগান্বিতাম্। পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্। অক্ষোভ্যোদরীমূর্দ্ধন্যস্ত্রিমূর্ত্তি-নাগরূপধৃক্। চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনয়নাং মহাপানপ্রমত্তিকাম্। ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্বান্তর্যজনপ্রকারেণ মানসোপচারৈ-

---

সারণ ও মস্তকে শ্বেতবর্ণ হুঁকারের চিন্তা এবং তদুদ্ভূত অমৃত দ্বারা সেই অস্থির প্লাবন করিয়া, সেই সর্ব্বব্যাপক সলিলে আঃকার হইতে রক্তপদ্ম, তাহার উপরি টীকার হইতে শ্বেতপদ্ম, তাহার উপরি নীলসন্নিভ হূঁকার এবং তাহার উপরি স্ত্রীং বীজ বিভূষিত মাতৃকার ধ্যান করিবে। তাঁহার পদ প্রত্যালীঢ়। তিনি ঘোরস্বরূপা ও মুণ্ডমালায় অলঙ্কৃতা। তাঁহার দক্ষিণ ভুজদ্বয়, খড়্গ ও কর্ত্রীকায় সুশোভিত। তাঁহার সব্য পাণিযুগ্ম কপাল ও উৎপল সমন্বিত। তাঁহার মস্তকে একমাত্র জটা। উহা পিঙ্গলবর্ণ ও দেখিতে প্রচণ্ড। তাঁহার মৌলীতে নাগরূপধারী ত্রিমূর্ত্তি অক্ষোভ্য বিরাজমান হইতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি তাঁহার নয়ন। তিনি মহাপানে প্রমত্তা হইয়াছেন। এই রূপে ধ্যান করিয়া, আপনার মস্তকে পুষ্প দিয়া, অন্তর্যজন

রারাধ্য নমস্কুর্য্যাৎ। ততঃ স্বশিরসি ওঁ আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা ইত্যেকাদশধা জপ্ত্বা ইতি প্রতিষ্ঠাপ্য কৃতাঞ্জলিঃ। পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে। ইতি মাতৃকাং ধ্যাত্বা। মাতৃকান্যাসং কুর্য্যাৎ। অং নমো ললাটে। আং নমো মুখে। ইং নমো দক্ষিণ চক্ষুষি। ঈং নমো বামচক্ষুষি। উং নমো দক্ষকর্ণে। ঊং নমো বামকর্ণে। ঋং নমো দক্ষনসি। ৠং নমো বামনসি। ৯ং নমো দক্ষগণ্ডে। ৡং নমো বামগণ্ডে। এং নমো ওষ্ঠে। ঐং নমো অধরে। ওং নমো ঊর্দ্ধ্বদন্তে। ঔং নমো অধো-

---

বিধির অনুসরণপূর্ব্বক মানস উপচার দ্বারা আরাধনা করিয়া, নমস্কার করিবে। অনন্তর আপনার মস্তকে, ওঁ আং ইত্যাদি মন্ত্র একাদশবার জপ ও এই প্রকারে প্রতিষ্ঠাপন করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া মাতৃকার ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা, পঞ্চাশৎ লিপিদ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল, বাহু, পদ, কটি ও বক্ষঃস্থল বিভক্ত; তাঁহার পরমবিকস্বর মস্তকে শশিখণ্ড নিবদ্ধ; তাঁহার স্তনযুগল পীনোন্নত, তাঁহার হস্তাম্বুজে মুদ্রা, জপমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যা বিরাজমান; তাঁহার প্রভা পরম নির্ম্মল এবং তাঁহার তিন নয়ন। এই প্রকার বাগ্দেবতার আশ্রয় করি। এইরূপে মাতৃকার ধ্যান করিয়া, মাতৃকান্যাসে প্রবৃত্ত হইবে। যথা,— অং নমো ললাটে। ইত্যাদি বিধানে ললাটে, মুখমণ্ডলে, চক্ষুর্দ্বয়ে,

দন্তে। অং নমো ব্রহ্মরন্ধ্রে। অঃ নমো মুখে। কং নমো দক্ষবাহুমূলে। খং নমঃ কূর্পরে। গং নমঃ কবচে। ঘং নমো-ঽঙ্গুলিমূলে। ঙং নমোঽঙ্গুল্যগ্রে। তথা দক্ষহস্তেন চং ছং জং ঝং ঞং বামবাহুমূলসন্ধ্যগ্রেষু। টং ঠং ডং ঢং ণং দক্ষপাদমূলসন্ধ্যগ্রেষু। তং থং দং ধং নং বামপাদমূল-সন্ধ্যগ্রেষু। পং নমো দক্ষপার্শ্বে। ফং নমো বামপার্শ্বে। বং নমঃ পৃষ্ঠে। ভং নমো নাভৌ। মং নমো উদরে। যং নমো হৃদয়ে। রং নমো দক্ষস্কন্ধে। লং নমঃ ককুদি। বং নমো বামস্কন্ধে। শং নমো হৃদাদিদক্ষকরে। ষং নমো হৃদাদিবামকরে। সং নমো হৃদাদিদক্ষপাদে। হং নমো হৃদাদি-বামপাদে। লং নমো হৃদাদ্যুদরে। ক্ষং নমো হৃদাদিমুখে। ললাটে মুখবৃত্তে চ চক্ষুষোঃ কর্ণয়োর্নসোঃ। গণ্ডয়োরোষ্ঠয়োর্বাপি দন্তপংক্ত্যোর্বিশেষতঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে পুনর্বক্ত্রে অকারাদীন্ ন্যসেদ্বুধঃ। তর্জ্জনীমধ্যমাযোগং অকারে বিন্যসেদ্বুধঃ। মধ্যমানামিকাযোগান্মধ্যং বক্ত্রে ন্যসেত্ততঃ। মধ্যমাঙ্গুষ্ঠযোগেন বিন্যসেচ্চক্ষুষোস্তথা। অনামাঙ্গুষ্ঠযোগেন কর্ণয়োর্নাসনীয়কং। তর্জ্জন্যাঙ্গুষ্ঠযোগেন নাসাযোগে পরি-

---

কর্ণযুগলে, নাসিকাদ্বয়ে, গণ্ডযুগ্মে, দুই ওষ্ঠে, দুই দশনপংক্তিতে, ব্রহ্মরন্ধ্রে ও পুনরায় মুখে। এই প্রকারে মূলের লিখিত অকারাদি ন্যাস করিবে। ললাটে তর্জ্জনী ও মধ্যমাযোগে, মধ্যমা ও অনামিকাযোগে বদনে, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে দুই চক্ষুতে, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে উভয়কর্ণে, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে নাসাযুগ্মে, অনামা

ন্যসেৎ। অনামামধ্যমাযোগাদ্গণ্ডয়োর্বিন্যসেৎ সদা। অঙ্গুষ্ঠ-পর্ব্বণা ন্যাসঃ কর্ত্তব্যশ্চোষ্ঠয়োরপি। মধ্যমাগ্রং সমাদায় দন্তয়োর্ন্যসনীয়কং। অঙ্গুষ্ঠাগ্রং ব্রহ্মরন্ধ্রে মুখে করতলং বিদুঃ। বিদ্যামুদ্রাং সমাদায় হস্তয়োঃ সাধকোত্তমঃ। বিন্যসেদ্ধস্তপাদেষু পার্শ্বে পৃষ্ঠে চ নাভিতঃ। হৃদাকারতলং প্রোক্তং মাতৃকান্যাসকর্ম্মণি। ককুদি স্কন্ধয়োর্বাপি পুনঃ সর্ব্বত্র হস্তয়োঃ। ততো মূলেন শিরাদি পাদান্তং পাদাদি-শিরোঽন্তং শিরাদিহৃদয়ান্তং হৃদাদিমুখান্তং ইতি ব্যাপক-ত্রয়ং কুর্য্যাৎ। অকারাদিপুটৈর্ব্বর্গৈর্ন্যসেদঙ্গকরাঙ্গকং। অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুঁ। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। যোনিদ্বাদশবিদ্যাঞ্চ বিন্যসেৎ সাধকোত্তমঃ। মূর্দ্ধ্নি

* মধ্যমাযোগে উভয় গণ্ডে, অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব দ্বারা অধর ও ওষ্ঠে, মধ্য-মাগ্র গ্রহণ করিয়া দশনপংক্তিদ্বয়ে. অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রে, কর-

বক্ত্রে তথা কণ্ঠে হৃদয়ে উদরে তথা। নাভাবাধারগণ্ডে চ পদোর্ব্বাহ্বোশ্চ সর্ব্বতঃ। যোনিবেদ্যা যোনিনিত্যা যোনিরূপা তথৈব চ। যোনিমধ্যা যোনিসিদ্ধা যোনিকম্প্রা চ যোনিদা। যোনিহা যোনিসাধ্যা চ যোনিজ্ঞানা চ যোনিপা। যোনিপুণ্যা তথান্যাসশ্চতুর্ব্বর্গস্য সিদ্ধয়ে। মৃগমুদ্রয়া মূর্দ্ধি ওঁ যোনিবেদ্যায়ৈ নমঃ। বক্ত্রে ওঁ যোনিনিত্যায়ৈ নমঃ। কণ্ঠে ওঁ যোনিরূপায়ৈ নমঃ। হৃদয়ে ওঁ যোনিমধ্যায়ৈ নমঃ। উদরে ওঁ যোনিসিদ্ধায়ৈ নমঃ। নাভৌ ওঁ যোনিকম্প্রায়ৈ নমঃ। মূলাধারে ওঁ যোনিদায়ৈ নমঃ। দক্ষপাদে ওঁ যোনিহায়ৈ নমঃ। বামপাদে ওঁ যোনিসাধ্যায়ৈ নমঃ। দক্ষবাহৌ ওঁ যোনিজ্ঞানায়ৈ নমঃ। বামবাহৌ ওঁ যোনিরূপায়ৈ নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে ওঁ যোনিপুণ্যায়ৈ নমঃ। ইতি বিন্যসেৎ। ইতি দ্বাদশযোনিবিন্যাসঃ। দক্ষহস্তাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষনাসাপুটং ধৃত্বা মূলং ষোড়শবারং জপ্ত্বা বায়ুং পূরয়েৎ।

তন দ্বারা মুখে ও বিদ্যামুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক দুই হস্তে ন্যাস করিবে। এইরূপে স্কন্ধ, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, নাভি, সর্ব্বত্র ন্যাস করিতে হইবে। ইহার নাম মাতৃকান্যাস। ককুৎ, দুই স্কন্ধ ও পুনরায় দুই হস্তে ন্যাস করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র সহযোগে শির হইতে পাদ পর্য্যন্ত ও পাদ হইতে শির পর্য্যন্ত এবং শির হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত ও হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত তিনবার ব্যাপকন্যাস করিতে হইবে। পরে, অকারাদি পুটিতবর্গ দ্বারা অঙ্গ ও করাঙ্গন্যাস করিবে। ইহার প্রণালী মূলে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে। অনন্তর সাধ-

ততো নাসাপুটৌ ধৃত্বা চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভয়িত্বা বামনাসায়াং কনিষ্ঠানামিকাভ্যাং ধৃত্বা দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণেন রেচয়েৎ। পুনর্দক্ষিণেনাপূর্য্য বামেন রেচয়েৎ। কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণং। প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পূরকুম্ভকরেচকৈঃ॥ ইত্থমেব বারত্রয়ং কুর্য্যাদিতি প্রাণায়ামঃ॥ ১॥

শিরসি ওঁ অক্ষোভ্যঋষয়ে নমঃ। মুখে ওঁ বৃহতীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীমত্তারায়ৈ একজটায়ৈ দেব্যৈ নমঃ। মূলাধারে হুঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ ফট্ শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে নিজবীজকীলকায় নমঃ। ইতি ঋষ্যাদিন্যাসঃ।

কোক্তন ব্যক্তি যোনিদ্বাদশবিদ্যার ন্যাস করিবে। ইহার ক্রম মূলে লিখিত আছে। এইরূপে দ্বাদশযোনি ন্যাস করিয়া, দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণপূর্ব্বক মূলমন্ত্র ষোড়শ বার জপ করত বায়ুপূরণ ও পরে নাসাপুটদ্বয় ধারণপূর্ব্বক চতুঃষষ্টিবার জপসহকারে কুম্ভক ও কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বাম নাসা ধারণপূর্ব্বক দ্বাত্রিংশৎবার জপ করিয়া, দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা রেচন করিতে হইবে। পুনরায় দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা পূরণ করিয়া, বাম নাসিকার দ্বারা রেচন করিবে। পূরক, কুম্ভক ও রেচকবিধানক্রমে, কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাসাপুট ধারণ করাকে প্রাণায়াম বলিয়া থাকে। বারত্রয় এইরূপ করিতে হইবে। ইহাই প্রাণায়াম॥১॥

অনন্তর ঋষ্যাদিন্যাস করিতে হইবে। তাহার ক্রম মূলে লিখিত

পীঠন্যাসং ততঃ কৃত্বা পীঠশক্তির্ন্যসেত্ততঃ। তত্ত্বন্যাসং বিধায়াথ বীজন্যাসং সমাচরেৎ। করাঙ্গঞ্চ ষড়ঙ্গঞ্চ ন্যস্ত্বা বর্ণান্ন্যসেত্ততঃ। সংশোধ্য যন্ত্রং দেহে তু পীঠপূজাং সমাচরেৎ। গণেশং বটুকঞ্চৈব ক্ষেত্রপালঞ্চ যোগিনীং। পীঠপূজাং ততঃ কৃত্বা পীঠশক্তিং প্রপূজয়েৎ। যোঢ়াং কৃত্বা ততো মন্ত্রী অর্ঘ্যং কৃত্বা চ তৎপুনঃ। ব্যাপকং পঞ্চধা কৃত্বা পূজয়েৎ পরদেবতাং। হৃদি হস্তং দত্ত্বা মৃগমুদ্রয়া হৃৎপদ্মস্য কেশরেষু ওঁ শ্মশানায় নমঃ। ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। ওঁ মণিপীঠায় নমঃ। ওঁ নানালঙ্কারেভ্যো নমঃ। ওঁ মুনিভ্যো নমঃ। ওঁ দেবেভ্যো নমঃ। ওঁ বহুমাংসাস্থিমোদমানশিবাভ্যো নমঃ। চতুর্দ্দিক্ষু ওঁ শবমুণ্ডচিতাঙ্গারাস্থিভ্যো নমঃ। ইতি পীঠন্যাসঃ। হৃদি ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ প্রীত্যৈ নমঃ। ওঁ কীর্ত্ত্যৈ নমঃ। ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ। ওঁ তুষ্ট্যৈ নমঃ। ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। ইতি

ভাবে লিখিত আছে। তৎপরে পীঠন্যাস করিয়া, পীঠশক্তি সকলের ন্যাস করিবে। অনন্তর তত্ত্বন্যাস করিয়া, বীজন্যাসে প্রবৃত্ত হইবে। পরে কর ও ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া, বর্ণন্যাস-সমাধানান্তে যন্ত্রশোধনপূর্ব্বক দেহে পীঠপূজা করিবে। গণেশ, বটুক, ক্ষেত্রপাল ও যোগিনী ইহাদের পূজা করিয়া, পীঠপূজাসমাপনপূর্ব্বক পীঠশক্তির আরাধনা ও পরে যোঢ়া ন্যাস বিধান করিয়া পুনরায় অর্ঘ্যস্থাপন পূর্ব্বক পাঁচবার ব্যাপকন্যাস করত পরদেবতার পূজা করিবে। হৃদয়ে হস্তদিয়া, মৃগমুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক হৃৎপদ্মের কেশরে

পীঠশক্তিন্যাসঃ। ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইতি আধারাদিহৃৎ-পর্য্যন্তং। ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা ইতি হৃদাদিমুখপর্য্যন্তং। ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা ইতি মুখাদি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং। ইতি তত্ত্বন্যাসঃ। মন্ত্রং পঞ্চখণ্ডং কৃত্বা ব্রহ্মরন্ধ্রাল্ললাটান্তং আদ্যবীজং নমোহন্তং ন্যসেৎ। ললাটান্মুখান্তং দ্বিতীয়বীজং নমঃ। মুখাদাকণ্ঠং তৃতীয়বীজং নমঃ। কণ্ঠাৎ হৃদয়ান্তং চতুর্থবর্ণং নমঃ। হৃদয়ান্মুখান্তং পঞ্চমবর্ণং নমঃ। ইতি বীজন্যাসঃ। হকারং রেফসংযুক্তং ষড়্দীর্ঘেণ সমন্বিতং। চন্দ্রখণ্ডযুতং কৃত্বা বিন্যসেৎ সাধকোত্তমঃ। একজটা তারিণী চ ন্যস্যা বজ্রোদকা তথা। উগ্রজটা ততো ন্যস্যা মহাপ্রতিসরা তথা। পিঙ্গোগ্রৈকজটা পশ্চাৎ করাঙ্গেষু ষড়ঙ্গকং। তথা হ্রাং একজটায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীঁ তারিণ্যৈ

সমূহে, ওঁ শ্মশানায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে পীঠশক্তির ন্যাস করিবে। পরে, ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ইত্যাদি বলিয়া, তত্ত্বন্যাস করিয়া, মন্ত্রকে পঞ্চখণ্ড করত, ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ললাট পর্য্যন্ত নমঃশব্দসহযোগে প্রথমবীজ ন্যাস করিতে হইবে। এই-প্রকারে ললাট হইতে মুখ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বীজ, মুখ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত তৃতীয় বীজ, কণ্ঠ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত চতুর্থবর্ণ এবং হৃদয় হইতে মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত পঞ্চম বীজের ন্যাস করিয়া, হকারকে রেফসংযুক্ত করিয়া ছয়টী দীর্ঘস্বর সমন্বিত ও অর্দ্ধচন্দ্রান্বিত করত একজটা, তারিণী, বজ্রোদকা, উগ্রজটা, মহাপ্রতিসরা, পিঙ্গোগ্রৈক-জটা, যথাক্রমে ইহাঁদের নামের সহিত যুক্ত করিয়া কর ও ষড়ঙ্গ

তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রূঁ বজ্রোদকে মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈঁ উগ্রজটে অনামিকাভ্যাং হুং। হ্রৌং মহাপ্রতিসরে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈকজটে করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। ইতি করন্যাসঃ। হ্রাং এক-জটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীঁ তারিণ্যৈ শিরসে স্বাহা। হ্রূং বজ্রোদকে শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং উগ্রজটে কবচায় হুঁ। হ্রৌং মহাপ্রতিসরে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈক-জটে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। ইতি ষড়ঙ্গন্যাসঃ ॥২॥

অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং নমো হৃদি। এং ঐং ওং ঔং কং খং গং ঘং নমো দক্ষবাহৌ। ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং নমো বামবাহৌ। তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং মং নমো দক্ষপাদে। যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমো বামপাদে। ততঃ শ্রীমদেকজটা-যন্ত্রং উদ্ধৃত্য সংস্কুর্য্যাৎ। ও আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুঁ ফট্ নমঃ। ইতি যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য যন্ত্রং শোধয়েৎ।

ন্যাস করিতে হইবে। যথা,—হ্রাং একজটায়ৈ নমঃ ইত্যাদি ক্রম মূলে স্পষ্ট লিখিত আছে। এইরূপে কর ন্যাস করিয়া, হ্রাং একজটায়ৈ নমঃ ইত্যাদি বলিয়া, ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। ইহাও মূলে লিখিত আছে ॥ ২ ॥

অনন্তর অং আং ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হৃদয়াদি ন্যাস করিয়া শ্রীমদেকজটার যন্ত্র উদ্ধার করিয়া, সংস্কার ও পরে ওঁ আঃ সুরেখে ইত্যাদি বলিয়া যোনি মুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক

ততঃ পূজামারভেৎ। পূর্ব্বাদিতঃ ওঁ হ্রীঁ গাং গণপতয়ে নমঃ। দক্ষিণে ওঁ হ্রীং বাং বটুকায় নমঃ। পশ্চিমে ও হ্রীং ক্ষেঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। উত্তরে ওঁ হ্রীঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। পীঠন্যাসবৎ পীঠপূজাং কৃত্বা পূর্ব্বাদ্যষ্টদলে পীঠশক্তিং সংপূজ্য মধ্যে হ্‌সৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ। ততঃ স্ববামে বিন্দুমধ্যত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রমণ্ডলং কৃত্বা তত্র শ্রীমদেকজটাদেব্যা অর্ঘ্যস্থানায় নমঃ। তত্র ত্রিপদিকামাবাহ্য জলেনাভ্যুক্ষ্য ফড়িতি পাত্রং প্রক্ষাল্য। তত্র সংস্থাপ্য শ্রীমদেকজটাদেব্যা ও অর্ঘ্যপাত্রায় নমঃ। ততো মূলেনাপূর্য্য রক্তচন্দনবিল্বপত্রদূর্ব্বাক্ষতাদীন্নিক্ষিপ্য

যন্ত্রশোধন করিয়া, পূজা আরম্ভ করিবে। প্রথমে ওঁ হ্রীং গাং গণপতয়ে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বদিক্ হইতে উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত মূলের লিখিত মন্ত্রে পূজা করিয়া পরে পীঠন্যাসবৎ পীঠপূজা করিয়া, পূর্ব্বাদি অষ্টদলে পীঠশক্তির অর্চ্চনা করত মধ্যে, হ্‌সৌঃ ইত্যাদি বলিয়া পূজা করিতে হইবে। অনন্তর আপনার বামে ত্রিকোণ, বৃত্ত ও চতুরস্র মণ্ডল বিধান করিয়া, ত্রিকোণ মধ্যে বিন্দু অঙ্কিত করত তাহাতে শ্রীমদেকজটাদেব্যা অর্ঘ্যস্থানায় নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া, তাহাতে ত্রিপদিকার আবাহনসহকারে জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ ও ফট্ শব্দপ্রয়োগ সহকারে পাত্রপ্রক্ষালন ও তথায় সংস্থাপন করিয়া, শ্রীমদেকজটাদেব্যা অর্ঘ্যপাত্রায় নমঃ বলিয়া অর্চ্চনা করত মূলমন্ত্রে জলদ্বারা পাত্র পূর্ণ করিয়া, রক্তচন্দন, বিল্বপত্র, দূর্ব্বা ও অক্ষতাদি নিক্ষেপপূর্ব্বক বিলোমমাতৃকা

বিলোমমাতৃকাবর্ণৈর্ম্মূলেন চ বিন্দুশ্রুতসুধাময়জলেন শঙ্খমাপূর্য্য তত্র গঙ্গে চেত্যাদিনাঙ্কুশমুদ্রয়া, অর্ঘ্যমাবাহ্য বং ইতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য মৎস্যমুদ্রয়াচ্ছাদ্য তত্র দেবীং ধ্যাত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা ষড়ঙ্গানি বিন্যস্য মূলং তত্র দশধা জপ্ত্বা তজ্জলৈঃ পুষ্পাদিনাত্মানং পূজোপকরণঞ্চাভ্যুক্ষ্য পঞ্চধা ব্যাপকং কৃত্বা দেবীং ধ্যায়েৎ। ধ্যায়েৎ শ্রীতারকাদেবীং করকচ্ছপমুদ্রয়া। বিশেষতঃ ফলার্থী চ ধ্যাপয়েদ্‌যোনিমুদ্রয়া॥ প্রত্যালীঢ়পদার্পিতাঙ্ঘ্রিশবহৃদ্‌ঘোরাট্টহাসা পরা খড়্গেন্দীবরকর্ত্রীখর্পরভুজা হূঙ্কারবীজোদ্ভবা। খর্ব্বা নীলবিশালপিঙ্গলজটাজূটৈকনাগৈর্যুতা।

বর্ণ ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বিন্দু হইতে বিগলিত সুধাময় সলিল দ্বারা শঙ্খ আপূরণ ও তাহাতে গঙ্গে চ ইত্যাদি বলিয়া, অঙ্কুশদ্বারা অর্ঘ্য আবাহন, বং মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন এবং মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন ও তাহাতে দেবীর ধ্যান ও পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া, ষড়ঙ্গবিন্যাস পূর্ব্বক তাহাতে দশবার মূলমন্ত্র জপ ও সেই জলে পুষ্পাদি দ্বারা নিজ ও পূজোপকরণের অভ্যুক্ষণ করিয়া, পঞ্চার্ঘ্যবিধান করত ব্যাপক ন্যাস করিয়া দেবীর ধ্যান করিতে হইবে। করকচ্ছপিকামুদ্রা দ্বারা এবং বিশেষতঃ ফলার্থী পুরুষ যোনিমুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীতারা দেবীর ধ্যান করিবে। যথা,—তিনি প্রত্যালীঢ়পদে শবের হৃদয়ে চরণ অর্পণ করিয়াছেন; তিনি ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য করিয়া থাকেন এবং তিনি পরমাপ্রকৃতি। তাঁহার হস্তে খড়্গ, ইন্দীবর, কর্ত্রী ও খর্পর। হূংকারবীজ তাঁহার আবির্ভাবভূমি। তিনি

জাড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ং। ইতি ধ্যাত্বা যন্ত্রে তৎ পুষ্পং দত্বা ধ্যানরহস্যং বিভাব্য আবাহয়েৎ। যথা সর্ব্বামভিনবজলধরনীলাং লম্বোদরীং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকোটিং পীনোন্নতপয়োধরাং রক্তবর্ত্তুলনেত্রত্রয়াং পৃষ্ঠেতিনীল-জটাজূটাং শীর্ষেহক্ষোভ্যমহাদেবকৃতনাগফণাতিশোভিতাং পার্শ্বদ্বয়ে লম্বমাননীলোৎপলমালাং পঞ্চমুদ্রাস্বরূপশুভ্রত্রি-কোণাকারকপালপঞ্চকমাং অতিনীলজটাজূটাং বিস্তীর্ণ-চমরিকাকেশ ইব মহান্নিগলিতচিকুরাং শুভ্রবর্ণতক্ষকনাগকৃত-কঙ্কণাং রক্তবর্ণনাগকৃতস্বল্পহারাং চিত্রিতবর্ণশেষনাগকৃত-

---

খর্ব্বাকৃতি। তাঁহার জটাজূট বিশাল ও পিঙ্গলবর্ণ। তাঁহার মস্তকে এক সর্প বিরাজ করিতেছে। তিনি স্বয়ং উগ্রতারা এবং ত্রিজগতের জড়তা বিনাশ করিয়া থাকেন। এইরূপে ধ্যান করিয়া যন্ত্রমধ্যে সেইপুষ্প দান করত ভাবনা করিয়া, আবাহন করিবে। তারাদেবী বিশ্বরূপিণী ও অভিনবজলধরের ন্যায় নীল-বর্ণা এবং তাঁহার উদর লম্বিত। তাঁহার কোটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত ও শোভমান। তাঁহার পয়োধরযুগল পীনোন্নত। তাঁহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ ও বর্ত্তুলাকৃতি। তাঁহার জটাজূট নীলবর্ণ ও পৃষ্ঠভাগে লম্বিত। তাঁহার শীর্ষদেশ অক্ষোভ্য মহাদেব কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত ভুজঙ্গমের ফণামণ্ডলে অতিমাত্র শোভিত। তাঁহার পার্শ্বদ্বয়ে নীলোৎপলের মালা লম্বমান। তিনি পঞ্চমুদ্রাস্বরূপ শুভ্রবর্ণ ত্রিকোণাকৃতি কপালপঞ্চকে বিরাজমানা। তাঁহার জটাজট অতীব নীলবর্ণ। তাঁহার চিকুর চমরিকার বিস্তৃত কেশের ন্যায় বিগলিত। শুভ্রবর্ণ তক্ষক নাগ তাঁহার হস্তে

ধারাং স্বর্ণবর্ণসূক্ষ্মনাগপাদাঙ্গুরীয়কাং ঈষদ্রক্তনাগকৃতকটি-সূত্রং দূর্ব্বাদলশ্যামলনাগকৃতবলয়াং কোটিকোটিবালরবিচ্ছ-বিকৃতদক্ষিণনেত্রাং কোটিকোটিবালচন্দ্রকৃতবামনেত্রাং লক্ষ-লক্ষবহ্নিকৃতোর্দ্ধনেত্রাং ললজ্জিহ্বাং মহাকালশবরূপহৃদয়স্থিত-সঙ্কুচিতদক্ষিণচরণাং এতেন প্রত্যালীঢ়পদাং সদ্যশ্ছিন্নগল-রুধিরাক্তোন্নাকেশগ্রথিতমুণ্ডমালাবলীরম্যাং সর্ববস্ত্র্যলঙ্কার-শোভিতাং মহামোহবিমোহিনীং মহামোক্ষবিধায়িকাং বিপ-রীতরতাসক্তাং রত্যাবেশস্মেরাননাং দক্ষিণহস্তাধোধৃতকর্ত্তৃকাং

চন্দ্ররূপে বিরাজ করিতেছে। তাঁহার ক্ষুদ্রহার রক্তবর্ণ সর্পে নির্ম্মিত। তাঁহার হার বিচিত্রবর্ণ সর্পনাগে বিরচিত। স্বর্ণবর্ণ সূক্ষ্ম নাগ তাঁহার পাদদেশে অঙ্গুরীয় রূপে বিরাজমান, তাঁহার কটিসূত্র ঈষৎ-রক্তবর্ণ নাগে বিনির্ম্মিত। তাঁহার হস্তে দূর্ব্বাদল-শ্যামল নাগ বলয়রূপে বিরাজ করিতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি ইঁহারা তাঁহার নয়ন। কোটি কোটি বাল-রবিচ্ছবি তাঁহার দক্ষিণ লোচন। কোটি কোটি বালচন্দ্র তাঁহার বামনেত্র, লক্ষ লক্ষ অগ্নি তাঁহার ঊর্দ্ধ নয়ন। তাঁহার জিহ্বা লোলজ্বালা-ময়। তাঁহার দক্ষিণ চরণ মহাকাল-শবের হৃদয়ে সঙ্কুচিত ভাবে শোভা পাইতেছে। তিনি আপনার বামচরণ প্রসারিত করিয়া শবের পাদদ্বয়ে স্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রত্যালীঢ়-পদা হইয়াছেন। বিগলিত রুধিরধারায় পরিপ্লুত এবং পরস্পরের কেশ-গ্রথিত সদ্যশ্ছিন্নমুণ্ডমালাবলীর সংসর্গে তিনি সকল লোকের রমণীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি স্ত্রীজনোচিত যাবতীয় অলঙ্কারে শোভিত ও মহামোহবিমোহিনী ও মহামোক্ষবিধায়িনী

তদূর্দ্ধে লক্ষচন্দ্রহাসখড়গধরাং বামোর্দ্ধে সর্ব্বশিষ্যাণাং ভয়হরণায় আসবগলিতনীলোৎপলকিঞ্চিদ্বিকস্বররক্তমাগ-ধরাং তদধঃ কপালচসকসদ্যঃকৃত্তমুণ্ডশোভিতভুজাং হুঙ্কার-বীজোদ্ভবাং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডানাং কর্ত্রীং ক্ষপয়িত্রীং ষোড়শাব্দাং সর্ব্বজ্ঞানবিধায়িনীং ধ্যাত্বাবাহয়েৎ। ওঁ দেবেশি ভক্তি-সুলভে পরিবারসমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব (ক)। ইত্যুক্ত্বা ঊর্দ্ধাঞ্জলিনা শ্রীমদে-কজটে দেবি ইহাগচ্ছ অধোমুখাঞ্জলিনা ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ গর্ভাঙ্গুষ্ঠমুষ্টিভ্যাং ইহ সন্নিধেহি সন্নিধেহি তদধোমুখেন ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব হস্তং ভ্রাময়িত্বা অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ (খ)। আকারং বিন্দুসংযুক্তং মায়াপাশবিভূষিতং। বহ্নিজায়া চ

ও বিপরীতরতিশালিনী। রতির আবেশ বশত তাঁহার বদন-মণ্ডল ঘোরভাবাপন্ন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অধোদিকে কর্ত্তৃকা ও তাহার ঊর্দ্ধভাগে লক্ষ চন্দ্রহাস খড়্গ; তাঁহার বামহস্তের ঊর্দ্ধে সকল শিষ্যগণের ভয়হরণার্থ গলিতাসব নীলোৎপল ও কিঞ্চিৎ-বিকস্বর রক্তবর্ণ নাগ বিরাজমান এবং তাহার অধোভাগে চসক ও সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড শোভমান হইতেছে। তিনি হুঙ্কারবীজ হইতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও নাশের মূল এবং তিনি ষোড়শী ও সর্ব্বজ্ঞতার জননী। এইরূপে ধ্যান করিয়া, আবাহন করিবে। যথা,—ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত বাক্য বলিয়া ঊর্দ্ধাঞ্জলি হইয়া শ্রীমদেকজটে দেবি ইত্যাদি (খ) চিহ্নিত বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক

হংসান্তঃ প্রতিষ্ঠামন্ত্র ঈরিতঃ। আং হ্রীঁ ক্রোং স্বাহা হংসঃ শ্রীমদেকজটাদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ এবং জীব ইহ স্থিতঃ এবং সর্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি এবং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ইত্যনামাঙ্গুষ্ঠসংযুক্তাগ্রেণ প্রতিষ্ঠাপয়েৎ। ততো মূলং দশধা জপ্ত্বা ধেনুযোনিমৎস্যাঙ্কুশশঙ্খখড়্গামৃগগালিনীমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য শ্রীমদেকজটে দেবি বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহা। ইতি পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা পূজয়েৎ। আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যাচমনীয়কং। মধুপর্কাচমনং স্নানং বসনাভরণানি চ। সুগন্ধিকুসুমং ধূপদীপনৈবেদ্যবন্দনং। দশোপচারৈর্ব্বা পঞ্চোপচারৈর্ব্বা পূজয়েৎ। পুরুষধিয়া সাহমিতি মত্বা ওঁ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহা ইত্যুচ্চার্য্য পূজয়েৎ। এতৎ পাদ্যং নমঃ পাদ্যং গৃহীত্বা তদুপরি পূজামন্ত্রং একজটাদেবতায়ৈ এতৎ পাদ্যং নমঃ। ইতি কৃতমুষ্টিপ্রসা-

---

মূলের লিখিত প্রণালী অনুসারে আবাহন করিয়া আং হ্রীং ক্রোং ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পরে দশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া, ধেনু, যোনি, মৎস্য, অঙ্কুশ, শঙ্খ, খড়্গা, মৃগ ও গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন সহকারে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিবে। আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমন, স্নান, বসন, আভরণ, সুগন্ধি কুসুম, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, চন্দন এই ষোড়শ উপচার, অথবা দশবিধ উপচার অথবা পঞ্চবিধ উপচার দ্বারা পূজা করিতে হইবে। তৎকালে যথাবিহিত মন্ত্রোচ্চারণ

রিতাঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাং দদ্যাৎ। তথা ইদমর্ঘ্যং স্বাহা। পাঁদাঙ্ক পাদয়োর্দদ্যান্মৌলৌ চার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ। গন্ধং ভালে তথা পুষ্পং পাদয়োশ্চ নিবেদয়েৎ॥ ইদং স্নানীয়ং স্বধা। মৃগ-মুদ্রয়া গন্ধোঽয়ং নমঃ। অঞ্জলিনা পুষ্পাণি বৌষট্। ততঃ স্ববামে ঘণ্টাং চানীয় গন্ধপুষ্পাভ্যাং ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা ইতি ঘণ্টাং সংপূজ্য ধূপং পাত্রোপরি সংস্থাপ্য পূজা-মন্ত্রং জপ্ত্বা বামহস্তে ধৃত্বা এষ ধূপঃ স্বধা। ইতি নিবেদ্য মৃগমুদ্রায়াং নীত্বা বামহস্তেন ঘণ্টাং বাদয়ন্ আনাসামুখতো ধূপসমীরণং ঘ্রাপয়েৎ। তথা দীপোঽয়ং স্বাহা। দৃষ্টি-পর্য্যন্তং দীপং দত্ত্বা নীরাজয়েৎ। তথান্যৎ সর্ব্বং মাল্যাদিকং দেয়ং। স্ববামে ত্রিকোণং বিলিখ্য তত্র নৈবেদ্যমানীয়

করিয়া পুষ্প, পাদ্য অর্ঘ্যাদি দান করিবে। পদযুগলে পাদ্য, মৌলিতে অর্ঘ্য, ভালদেশে গন্ধ ও চরণদ্বয়ে পুষ্প নিবেদন করিতে হইবে। সমস্ত উপচার যথাবিধানে সম্পাদন করিয়া, আপনার বামে ঘণ্টা আনয়ন ও গন্ধপুষ্প দ্বারা তাহার পূজাপূর্ব্বক পাত্রের উপরি ধূপ সংস্থাপন ও পূজার মন্ত্র জপ করিয়া বামহস্তে ঘণ্টা ধারণ করিয়া, "এষ ধূপঃ স্বধা" এই বলিয়া ধূপ নিবেদন করিবে। পরে মৃগমুদ্রায় ধূপপাত্র লইয়া, বামহস্ত দ্বারা ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দেবীর নাসিকা হইতে মুখ পর্য্যন্ত ধূপ দিতে হইবে। পরে "দীপোঽয়ং স্বাহা" এই বলিয়া দৃষ্টি পর্য্যন্ত দীপদানপূর্ব্বক নীরাজনা করিবে। মাল্যাদি অন্যান্য সমুদায় দ্রব্য ও দিবে। আপনার বামে ত্রিকোণ লিখিয়া, তাহাতে নৈবেদ্য আনিয়া,

রং ইতি ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্য যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য তত্র মূলং দশধা জপ্ত্বা ফড়িতি অস্ত্রেণ সংরক্ষ্য গালিনীমুদ্রাং প্রদর্শ্য বামহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং ধৃত্বা অর্ঘ্যোদকেন এতন্নৈবেদ্যং সোপকরণং শ্রীমদেকজটাদেব্যৈ নমঃ। স্ত্রীশূদ্রেতরস্তু ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহেতি জলং দত্ত্বা বামহস্তে গ্রাসমুদ্রাং বদ্ধ্বা দক্ষহস্তেন প্রাণাদিমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ। ততঃ পানার্থজলং ততস্তাম্বূলং চুলুকাদিশেষং সমাপয়েৎ। ঘণ্টাবাদ্যৈঃ তথা যথাশক্ত্যুপচারৈঃ সংপূজ্য যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য দেবি আজ্ঞাপয় পরিবারাংস্তে পূজয়ামি ইত্যুক্ত্বা ষড়ঙ্গানি সংপূজ্য দেব্যা মৌলৌ ওঁ অক্ষোভ্যবজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহা ইত্যাদিনা সর্ব্বত্রাভ্যর্চ্চয়েৎ। দেব্যা দক্ষ-

---

ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন দ্বারা তাহাতে মূলমন্ত্র দশবার জপ ও ফট্ বলিয়া সংরক্ষণপূর্ব্বক গালিনীমুদ্রা দ্বারা বাম হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধারণ ও অর্ঘ্যোদক দ্বারা এতন্নৈবেদ্যং সোপকরণং শ্রীমদেকজটাদেব্যৈ নমঃ” এই বলিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করত স্ত্রী ও শূদ্রেতর ব্যক্তি ‘ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা” এই বলিয়া জল দিয়া বাম হস্ত দ্বারা গ্রাসমুদ্রা-বন্ধন ও দক্ষিণহস্তদ্বারা প্রাণাদিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। পরে পানার্থ জল, তাম্বূল ও চুলুকাদি শেষ যথাক্রমে সমাপন করিয়া, ঘণ্টাবাদন পূর্ব্বক যথাশক্তি উপচারে বিশেষরূপে পূজা ও যোনিমুদ্রা-প্রদর্শন পূর্ব্বক, “দেবি! আজ্ঞাপয়, পরিবারাংস্তে পূজয়ামি।” এই বলিয়া ষড়ঙ্গের পূজা ও দেবীর মৌলিতে, ‘ওঁ অক্ষোভ্য বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ

হস্তোর্দ্ধে খড়্গং তদধঃ কর্ত্তৃকাং বামোর্দ্ধে ইন্দীবরং তদধঃ সদ্যঃকৃত্তশিরঃসহিতচসকং সংপূজ্য বায়ব্যাৎ শিবকোণপর্য্যন্তং গুরুপংক্তিং প্রপূজয়েৎ। ঊর্দ্ধকেশব্যোমকেশনীলকণ্ঠবৃষধ্বজাঃ। তত্রানন্দনাথান্তান্ পূজয়িত্বা ফলং লভেৎ। তারাবতী ভানুমতী জয়া বিদ্যা মহোদরী। অম্বান্তাঃ পূজয়েচ্চৈতা ইষ্টমোক্ষার্থসিদ্ধয়ে। বশিষ্ঠমীননাথশ্চ হরিনাথকুলেশ্বরৌ। বিরূপাক্ষমহেশ্বরসুখপারিজাতাঃ। মহাকালরুদ্রাণী উগ্রা ভীমা ঘোরা ভ্রামরী কালরাত্রির্বিশ্বরূপা চ। ওঁ ঊর্দ্ধকেশানন্দনাথ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হু ফট্ স্বাহা। এবং ব্যোমকেশানন্দনাথনীলকণ্ঠানন্দনাথবৃষধ্বজানন্দনাথান্ এবং তারাবত্যম্বভানুমত্যম্বজয়াবত্যম্ববিদ্যাবত্যম্বমহোদর্য্যম্বাঃ তথা বশিষ্ঠানন্দনাথমীননাথানন্দনাথহরিনাথানন্দনাথকুলেশ্বরানন্দনাথমহেশ্বরানন্দনাথসুখানন্দ-

---

হুং ফট্ স্বাহা, বলিয়া অর্চ্চনা করিতে হইবে। পরে দেবীর দক্ষিণ হস্তের ঊর্দ্ধে খড়্গ, অধোভাগে কর্ত্তৃকা, বামহস্তের ঊর্দ্ধে ইন্দীবর ও অধোভাগে সদ্যচ্ছিন্নশির সহিত চসকের পূজা করিয়া, বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত গুরুপংক্তির অর্চ্চনা করিবে। গুরুপংক্তি যথা,—ঊর্দ্ধকেশানন্দনাথ, ব্যোমকেশানন্দনাথ, নীলকণ্ঠানন্দনাথ, বৃষধ্বজানন্দনাথ। ইহাদের পূজা করিলে সাধক ফললাভ করিতে পারে। অনন্তর অভীষ্ট, মোক্ষ ও অর্থসিদ্ধির জন্য তারাবতী ভানুমতী, জয়াবতী, বিদ্যাবতী ও মহোদরী এই সকল নামের পরে অম্বা শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিতে হইবে। পরে বশিষ্ঠ,

নাথপারিজাতানন্দনাথান্ তথা মহাকালরুদ্রাণ্যম্বউগ্রাম্বভীমাম্বঘোরাম্বভ্রামর্য্যম্বকালরাত্র্যম্ববিশ্বরূপাম্বাঃ। ততঃ পূর্ব্বাদিবামাবর্ত্তেনাষ্টদলে পূজয়েৎ। ওঁ বিরোচন বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহা। এবং শঙ্খপাণ্ডব পদ্মনাভ অসিতাঙ্গনামক পাণ্ডব তারক পদ্মান্তক বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হু ফট্ স্বাহা ইতি পূর্ব্বদ্বারে। তথা উদীচ্যাং যমান্তক পশ্চাদ্বিঘ্নান্তক দক্ষিণে নরান্তক এতান্ সংপূজ্য পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা পাদ্যার্ঘ্যাদিনা দেবীং সংপূজ্য বামে ত্রিকোণং ষট্কোণং বৃত্তং চতুরস্রং বিলিখ্য তত্র বিভরিতসাধারপাত্রং সমাংসতণ্ডুলদধিহরিদ্রাদগ্ধমীনাসবপিণ্যাকলবণার্দ্র-

---

নন্দনাথ, মীননাথানন্দনাথ, হরিনাথানন্দনাথ, কুলেশ্বরানন্দনাথ, বিরূপাক্ষানন্দনাথ, মহেশ্বরানন্দনাথ, সুখানন্দনাথ ও পারিজাতানন্দনাথের অর্চ্চনা করিয়া মহাকালরুদ্রাণী, উগ্রা, ভীমা, ঘোরা, ভ্রামরী, কালরাত্রি ও বিশ্বরূপা এই সকল নামের পরে, অম্বাশব্দ যোগ করিয়া আরাধনা করিবে। বাক্য যথা,—ওঁ ঊর্দ্ধকেশানন্দনাথ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহা"। এই প্রকার ব্যোমকেশাদির পূজা করিয়া পূর্ব্বাদি বামাবর্ত্তক্রমে অষ্ট দলে "ওঁ বিরোচন ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে পূর্ব্বদলে বিরোচন, উত্তর দ্বারে যমান্তক, পশ্চিমে বিঘ্নান্তক ও দক্ষিণে নরান্তক, ইহাদের পূজা করিয়া, পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিদান পূর্ব্বক পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা দেবীর আরাধনা করিয়া বামে ত্রিকোণ, ষট্কোণ, বৃত্ত ও চতুরস্র লিখিয়া, তাহাতে জলপূর্ণ আধার পাত্র, মাংস, তণ্ডুল, দধি, হরিদ্রা, দগ্ধ মৎস্য, আসব, পিণ্যাক, লবণ, আর্দ্রক, ইহা-

কান্যতমং গৃহীত্বা দক্ষহস্তে জলং নীত্বা ওঁ হ্রীং শ্রীমদেকজটে দেবি ময়োপনীতং বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন গৃহ্নাপয়, গৃহ্নাপয় মম শান্তিং কুরু কুরু পরবিদ্যামাকৃষ্যাকৃষ্য ত্রুট ত্রুট ছিন্ধি ছিন্ধি ভিন্ধি ভিন্ধি সর্ববিঘ্নগন্ধশমানয় ওঁ হ্রীঁ স্বাহা (ক) ইতি ত্রিঃ পঠিত্বা বলিং দদ্যাৎ। যদুক্তং কালিকাকল্পে বলিং স্বতনুশোণিতং। তৎ সর্ব্বং কালিকার্চ্চায়াং ন তারাবিষয়ে কচিৎ। স্বগাত্ররুধিরং যত্তু তারকায়ৈ প্রদীয়তে। তস্য রুষ্টা সদা তারা ন পূজাফলমাপ্নুয়াৎ। ত্রিকোণঞ্চাষ্টকোণঞ্চ বৃত্তং কোণচতুষ্টয়ং। বলিদানে ত্বিদং স্থানং শস্যতে তারকার্চ্চনে। ওঁ হ্রীঁ একজটেত্যুক্ত্বা দেবীতি তদনন্তরং। মহাযক্ষাধিপতয়ে ময়োপনীতকং পদং। বলিঞ্চোক্ত্বা গৃহ্নযুগ্মং শ্রাবয়েত্তদনন্তরং। গৃহ্নাপয় পদ-

---

দের অন্যতম দ্রব্য গ্রহণ করিয়া, দক্ষিণহস্তে জল লইয়া, ওঁ হ্রীঁ শ্রীমদেকজটে ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করত বলি প্রদান করিবে। কালিকাকল্পে যে, আপনার শরীরের শোণিত বলি দিতে হইবে লিখিয়াছেন, তাহা কালিকার অর্চ্চনায়, তারাবিষয়ে কখনও নহে। যে ব্যক্তি দেবী তারাকে আপনার গাত্রের রক্ত প্রদান করে, দেবী তারা তাহার প্রতি রুষ্টা হন। সেই জন্য তাহার পূজাফললাভ হয় না। তারার অর্চ্চনায় ত্রিকোণ, অষ্টকোণ, বৃত্ত, অথবা কোণচতুষ্টয় বলিদানের স্থানরূপে বিহিত হইয়া থাকে। ওঁ হ্রীঁ ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া বলি প্রদান করিতে হইবে। অনন্তর

দ্বন্দ্বং মম শান্তিং সমাচরেৎ। কুরুদ্বয়ং পরবিদ্যাম্যাক্রু-
য্যাকৃষ্য এব চ। ক্রটযুগ্মং বদেৎ পশ্চাৎ ছিন্ধিযুগ্মং
ততঃ পরং। ভিন্ধিযুগ্মং সমুচ্চার্য্য সর্ব্বজগদ্বশমানয়।
লজ্জাতারং সমুচ্চার্য্য বলিং দদ্যাৎ পঠেন্ত্রয়ং। ততঃ পুনরর্ঘ্যং
কৃত্বা ওঁ হ্রৌং ঐঁ শ্রীমদেকজটে দেবি মম সর্ব্ববিদ্যাং
সিদ্ধয় সিদ্ধয় গৃহাণার্ঘ্যং সর্ব্ববাচস্পতিত্বং দেহি,
স্বাহা। ইত্যুক্ত্বা জয় জয় ইত্যুক্ত্বা নীরাজপুরসরং
দেব্যা মৌলৌ দত্ত্বা যথাশক্তি জপ্ত্বা সমর্প্য জপং দেব্যা
বামহস্তে দদ্যাৎ॥ ততঃ স্তবকবচাদিপাঠঃ। সর্ব্বত্র কুলক্রি-
য়াদিপূর্ব্বিকা॥ ততঃ প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ ঘণ্টাবাদ্যপুরঃসরং।
ঊর্দ্ধং দক্ষিণকং হস্তং কৃত্বা বারত্রয়ং নরঃ। যাম্যাচ্চ
বায়ব্যাং গচ্ছেৎ স্থিত্বা কিঞ্চিচ্চ শঙ্করীং। পুনর্যাম্যাং
প্রাগত্বা তু প্রণমেচ্চ পুরস্থিতঃ। প্রণমেৎ সপ্তবারন্তু ত্রিঃ
প্রকুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং। দণ্ডাকারং নিপত্যাথ কঃ ফলী

পুনরায় অর্ঘ্য সজ্জিত করিয়া, ওঁ হ্রৌং ইত্যাদি বলিয়া জয়
জয় বলিয়া নীরাজন করত, দেবীর মৌলীতে ঐ অর্ঘ্য দান
ও যথাশক্তি জপ করিয়া জপসমর্পণপূর্ব্বক দেবীর বাম হস্তে
প্রদান করিবে। অনন্তর স্তব ও কবচাদি পাঠ করিবে। পরে
প্রদক্ষিণ করিয়া ঘণ্টাবাদনপুরঃসর, উর্দ্ধীকৃত দক্ষিণ হস্তে বার-
ত্রয় দক্ষিণদিক্ হইতে বায়বীতে গমন করিবে। কিঞ্চিৎ অবস্থানের
পর পুনরায় যাম্যদিকে গমনপূর্ব্বক পুরঃস্থিত হইয়া প্রণাম
করিতে হইবে। এইরূপে সাতবার প্রণাম ও তিনবার

ভূমিমধ্যতঃ। অঙ্গুলানাঞ্চ অগ্রাণি একীকৃত্য সুমানসঃ। ত্রিকোণাকারমাধায় কিঞ্চিদ্বামাংশতো নমেৎ। উরসা শিরসা পশ্চাৎ পাণিভ্যাং জানুতস্তথা। নাসাচিবুকযোগেন প্রণম্য সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥ ৩॥

অথ জপক্রমঃ। কুল্লুকাং প্রজপেচ্ছীর্ষে দশধা মন্ত্রসিদ্ধয়ে। মুখে সেতুং সপ্তধা চ প্রণবেন পুটং হৃদি। প্রাণায়ামঃ পরঃ পূর্ব্বো জপেৎ সাধকসত্তমঃ। কুল্লুকা যথা। স্বরং দ্বিতীয়ং চন্দ্রাঢ্যং লজ্জা চাঙ্কুশ এব চ। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ ইতি শিরসি দশধা জপেৎ। মুখে সেতুং ওঁ ইতি সপ্তধা জপেৎ। হৃদি প্রণবপুটিতমন্ত্রং সপ্তধা জপেৎ।

প্রদক্ষিণ করিয়া, দণ্ডাকারে ভূমিমধ্যে নিপতিত হইয়া, পবিত্র চিত্তে অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ একত্রীকৃত ও ত্রিকোণাকার ভাবে বামাংশে কিঞ্চিৎ অবনত হইবে। পরে বক্ষঃস্থল, মস্তক, পাণিযুগল ও জানু দ্বারা এবং নাসা ও চিবুক যোগে প্রণাম করিয়া, সিদ্ধি লাভ করিবে॥ ৩॥

অতঃপর জপক্রম লিখিত হইতেছে। মন্ত্রসিদ্ধির জন্য মস্তকে দশবার কুল্লুকাজপ করিবে। মুখে সাতবার সেতু জপ করিয়া, হৃদয়ে প্রণব দ্বারা পুটিত মন্ত্র জপ করিতে হইবে। পূর্ব্বে ও পরে প্রাণায়াম করিয়া, জপ করিবে। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ ইহাই কুল্লুকা। ইহা মস্তকে দশবার জপ করিয়া, মুখে সেতু অর্থাৎ ওঁ সাতবার জপ করিবে। পরে হৃদয়ে প্রণবপুটিত মন্ত্র সাতবার জপ করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই আদিতে প্রাণায়াম

সর্ব্বত্রাদৌ প্রাণায়ামঃ। ততঃ সেতুং ততো মহাসেতুং ততো মন্ত্রশিখাং ওঁ হ্রেঁ ঐং ইতি সপ্তধা জপেৎ। ততো মন্ত্রপ্রাণং কলরীং ইতি সপ্তধা। ততঃ সহস্রং অষ্টোত্তরশতং বিংশতিং বা জপেৎ। ততো জলপুষ্পং করতলে নীত্বা ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাত্ত্বয়ি স্থিতে (ক)। ইতি জপং দেব্যা বামহস্তে সমর্পয়েৎ। ততঃ প্রাণায়ামঃ। ইতি জপক্রমঃ। কাম্যজপঃ পুরশ্চরণপ্রকরণে বক্তব্যঃ। নিত্যজপে নিগমং অস্যা এব। সহস্রং প্রজপেন্মন্ত্রং ধর্ম্মমোক্ষার্থসিদ্ধয়ে। অষ্টোত্তরশতং যত্তু তৎ পূজায়াঃ ফলাপ্তয়ে। বিংশতিঞ্চ জপেন্মন্ত্রং পূজাসিদ্ধ্যর্থমেব হি। পূজ-

---

করিবে। পরে সেতু, মহাসেতু, তৎপরে মন্ত্রশিখা অর্থাৎ ওঁ হ্রেঁ ঐং যথাক্রমে সাতবার জপ করিবে। তৎপরে মন্ত্রপ্রাণ অর্থাৎ কলরীং এই মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া, পরে সহস্র বা অষ্টোত্তরশত অথবা বিংশতিবার মন্ত্র জপ করিতে হইবে। তদনন্তর করতলে জল ও পুষ্প লইয়া, ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রে দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ করিবে। পরে প্রাণায়াম করিতে হইবে। ইহাই জপক্রম। পুরশ্চরণ প্রকরণে কাম্য জপ বলা হইবে। নিত্য জপের নিয়মই এইস্থলে কথিত হইল। ধর্ম্ম, মোক্ষ ও অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত সহস্রবার মন্ত্র জপ করিবে। অষ্টোত্তরশত জপ করিলে পূজার ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর, বিংশতিবার জপ

নেতরজপে তারাসারে। যাবন্ন ক্রিয়তে কর্ম্ম পুরশ্চরণ-মুত্তমং। তাবন্নৈব প্রজপ্তব্যং সহস্রাদধিকং শিব। প্রজপেৎ সাধকো যস্তু ক্ষোভযুক্তোপ্যনন্যধীঃ। সহস্রাদধিকং বৎস সহস্রেষু সমর্পয়েৎ। এতেন পুরশ্চরণহীনঃ সহস্রাদূৰ্দ্ধং ন জপেৎ। যদ্যেকদাযুতং জপেৎ তদা সহস্রং সহস্রং জপ্ত্বা সমর্পয়েৎ। সহস্রং প্রজপেন্মন্ত্রং পুরশ্চরণকর্ম্মণি। ততোঽর্ঘ্যজলং নীত্বা ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎস্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীমদেকজটাদেবতায়ৈ সর্ব্বং সমর্পিতমস্তু (ক) ॥ ৪ ॥

করিলে, কেবল পূজাসিদ্ধি হয়। পূজন ব্যতিরেকে জপবিষয়ে তারাসারে বলিয়াছেন, হে শিব! যাবৎ পুরশ্চরণকার্য্য করা না হয়, তাবৎ সহস্রের অধিক জপ করিবে না। যে সাধক ঐ রূপ জপ করে, সে অনন্যচিত্ত হইলেও ক্ষোভযুক্ত হইয়া থাকে। বৎস! সহস্রের অধিক সহস্রেই সমাপন করিবে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইল, পুরশ্চরণ না করিলে, সহস্রের ঊর্দ্ধ জপ করিবে না। যদি একদা অযুত জপ করা হয়, তাহা হইলে, এক এক সহস্র জপ করিয়া সমর্পণ করিবে। পুরশ্চরণকার্য্যে সহস্রবার জপ করিতে হইবে। অনন্তর অর্ঘ্য জল লইয়া, ওঁকার উচ্চারণ করিয়া, ইতঃপূর্ব্বং প্রাণ বুদ্ধি ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত বাক্যে আত্মসমর্পণ করিবে ॥ ৪ ॥

ততঃ সংহারমুদ্রয়া ক্ষমস্বেতি বিসৃজ্য ঐশান্যাং ত্রিকোণে ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ। ততস্তেন যন্ত্রলেপনচন্দনেন টীকাপাদ্যাদিকং নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্যান্যচ্ছক্তিভ্যো দত্ত্বা যথেচ্ছং বিহরেদিতি একজটাপূজাপদ্ধতিঃ ॥ ৫ ॥

প্রত্যালীঢ়পদাং দেবীং মহামায়াং ত্রিলোচনাং। সর্ব্বালঙ্কারভূষাঢ্যাং মহানীলপ্রভাং পরাম্। খড়্গং পাশং দক্ষিণে চ বামেন্দীবরমূর্দ্ধ্বতঃ। দধতঞ্চসকং দেব্যা ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ। ইতি ধ্যাত্বা তৎকল্পোক্তযন্ত্রে পূজয়েৎ॥ ইতি তারাপূজা ॥ ৬ ॥

অথ কামতারাপূজনম্। তৎকল্পোক্তযন্ত্রে। ঘোর-

অনন্তর সংহারমুদ্রা দ্বারা, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ঈশান কোণে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহাতে উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালিনীর পূজা করিবে। অনন্তর সেই যন্ত্রলেপন চন্দনদ্বারা টীকা ও নৈবেদ্য কিঞ্চিৎ স্বীকার করিয়া, শক্তি সকলকে অবশিষ্ট অংশ সম্প্রাদানপূর্ব্বক যথেচ্ছ বিহার করিবে। ইহাই একজটাপূজাপদ্ধতি ॥ ৫ ॥

অনন্তর সাধকসত্তম তারার ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—দেবী প্রত্যালীঢ়পদে অবস্থিতা। ইনি মহামায়া, ত্রিলোচনা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, মহানীলপ্রভা, পরমস্বরূপা, ইহাঁর দক্ষিণে খড়্গ ও পাশ, এবং বামে ঊর্দ্ধভাগে ইন্দীবর এবং চসক শোভিত হইতেছে। এই প্রকার দেবী তারার ধ্যান করিয়া, তৎকল্পোক্ত যন্ত্রে পূজা করিবে। ইহাই তারাপূজা।

অতঃপর, কামতারার পূজা বিধি কথিত হইতেছে। কাম-

হাস্যাং মহাদেবীং তারিণীং তাররূপিণীম্। চসকেন্দীবরঞ্চৈব খড়্গঞ্চাপি বরস্তথা। ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্। বক্ষলা নাগহারঞ্চ মহাযোগস্বরূপিণীম্॥ ইতি ধ্যাত্বাবাহ্য পূর্ব্ববৎ সর্ব্বম্। ইতি কামতারা॥ ৭॥

উগ্রতারাপ্রকরণোক্তযন্ত্রে যত্র তত্র লক্ষ্ম্যাদিপীঠশক্তয়ঃ। অত্র তন্ন কিন্তু ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশ্চাপি কামিনীং কামদায়িনীম্। রতিং রতিপ্রিয়াঞ্চৈব রতিদাং পরিপূজয়েৎ। শবোপরি মহাদেবীং শবেশহাস্যসংযুতাম্। বিপরীতরতাসক্তাং উগ্রতারাং পরাৎপরাম্। কর্ত্তৃকাং খড়্গসংযুক্তাং দক্ষিণে তারিণীং পরাম্। বামভাগে নীলপদ্মং চসকং তদধঃ স্মৃতম্। মুণ্ডমালাবলীরম্যাং রক্তধারাবিভূষিতাম্। ঘোরহাস্যাং ত্রিনে-

---

তারার ধ্যান বলিয়াছেন, যথা,—কামতারা ঘোরহাস্যা, মহাদেবী, তারিণী, তাররূপিণী, চসক, ইন্দীবর, খড়্গ ও বরধারিণী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরীধানা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, নাগহারশোভিতা ও মহাযোগস্বরূপিণী। এইরূপে তারিণীকে ধ্যান ও আবাহন করিয়া, পূর্ব্ববৎ সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে। ইহাই কামতারাপূজা॥ ৭॥

উগ্রতারাপ্রকরণোক্ত যন্ত্রে পীঠশক্তি সকলের নির্দ্দেশ আছে। এখানে কিন্তু তাহা নাই। এস্থলে, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, কামিনী, কামদায়িনী, রতি, রতিপ্রিয়া ও রতিদার পূজা করিবে। উগ্রতারার ধ্যান যথা, মহাদেবী শবের উপরি আরোহণ করিয়া আছেন। দক্ষিণে কর্ত্তৃকা ও খড়্গ। বাম ভাগে নীলপদ্ম ও তাঁহার অধোভাগে চসক। তিনি বিপরীতরতা-

ত্রাঞ্চ সর্ব্বদা, জ্ঞানদায়িনীম্। একবেণীং মহাবেণীং ফণিরাজ-বিভূষিতাম্। সুবর্ণমুকুটৈঃ শোভাং রাজতে দন্তকুন্দকাম্॥ ইতি ধ্যাত্বা পূর্ব্ববৎ। ইত্যুগ্রতারা॥ ৮॥

শম্ভুপত্নীমহাকালপ্রিয়াণাং আসাং প্রাণায়ামঃ বেদকলাব-সুমন্ত্রযুতঃ। ইয়ান্ন বিশেষঃ।—নীলবাণীং সদা বন্দে নীলা-ঞ্জনচয়প্রভাম্। স্ত্র্যলঙ্কারসমোপেতাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ। নাগেনাবেষ্টিতাং দেবীং ফণিহারবিধায়িনীম্। ফণিমস্তক-যোগেন দক্ষপাদং প্রপকিতম্। বামপাদং শবে নাভৌ রত্যুল্লাসহৃদান্বিতাম্। তামসীং জরসীং বিশ্বমোহিনীং ঘোর-কামিনীং। শিববক্ত্রস্থ ভ্রমরীং প্রত্যালীঢ়পদাং শুভাম্।

সজ্জা ও মুণ্ডমালাবলীর সংসর্গে রমণীয়মূর্ত্তিসম্পন্না এবং ঘোরহাস্যা, ত্রিনেত্রা, রক্তধারাবিভূষিতা, সর্ব্বজ্ঞানবিধায়িকা, একবেণী ও মহা-বেণীবিশিষ্টা, ফণিরাজবিভূষিতা, সুবর্ণ মুকুটে সুশোভিতা, এবং তাঁহার দন্ত কুন্দসন্নিভ। পশ্চাৎপরা উগ্রতারাকে এইরূপে ধ্যান করিয়া, পূর্ব্ববৎ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। ইহাই উগ্রতারার ধ্যান॥ ৮॥

নীলসরস্বতীর ধ্যান। যথা,—সর্ব্বদা নীলবাণীর বন্দনা করি। তিনি নীলাঞ্জনচয়সন্নিভা, স্ত্রীজনসমুচিত যাবতীয় অলঙ্কারে ভূষিতা, ব্যাঘ্রচর্ম্মে পরিবৃতা, নাগ কর্ত্তৃক আবেষ্টিতা ও ফণিহারে বিভূষিতা। তাঁহার হৃদয় রতিভরে উল্লসিত। তিনি বিশ্ববিমোহিনী ও ঘোর-কামিনী। তিনি তামসী ও বেগবতী। তিনি শিবের বদন-পদ্মের ভ্রমরী। তিনি প্রত্যালীঢ়পদা। তিনি প্রমথপরিবৃত ও

চমরীকেশসংস্কারসদাগলিতকুন্তলাম্। নানামণিযুতাং শীর্ষে মহাপাপবিনাশিনীম্। কপালঞ্চাপি খড়গঞ্চ নীলপদ্মাং সরস্বতীম্। ভাবয়েৎ সর্ব্বসিদ্ধ্যর্থং নীলবাণীং কপিথদাম্॥ এবং ধ্যাত্বা সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ। যন্ত্রস্যাষ্টদিক্ষু পদ্মখড়্গাদণ্ডপাশকপালশূলগদাপদ্মচক্র এতান্ পূজয়েৎ। ইতি বিশেষঃ। ইতি পূজনং নীলসারদায়াঃ মহানীলসরস্বত্যাশ্চ। ততো যথাশক্তি নিত্যহোমঃ। তথা নিগমে।—একধা আহুতি যস্তু তারকায়ৈ প্রদীয়তে। কোটিজন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥ ততো বলিদানম্। ছাগং বা মহিষং বাপি শূকরং বা পত-

---

পরমমঙ্গলময়স্বরূপা। তাঁহার কেশপাশ চমরীর ন্যায়। তাঁহার কুন্তল সর্ব্বদাই বিগলিত। তাঁহার মস্তক নানাজাতীয় মণিতে অলঙ্কৃত। তিনি মহাপাপবিনাশিনী। তিনি কপাল ও খড়্গধারিণী। তিনি নীলপদ্ম আশ্রয় করিয়া আছেন। সেই নীলবাণী সরস্বতীকে সর্ব্বসিদ্ধির নিমিত্ত ভাবনা করিবে। এইরূপে তাঁহার ধ্যান করিয়া, পূর্ব্ববৎ বিধানে সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে। যন্ত্রের আট দিকে পদ্ম, খড়্গ, দণ্ড, পাশ, কপাল, শূল, গদা, পদ্ম ও চক্র, এই সকলের পূজা করিবে। ইহাই বিশেষ। ইহাই মহানীলসরস্বতী ও নীলসারদার পূজাপদ্ধতি। অনন্তর যথাশক্তি নিত্যহোম করিবে। নিগমে তাহা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি একবার তারার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করে, তাহার কোটিজন্মকৃত পাপও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনন্তর বলিদান করিতে হইবে। ছাগ, মহিষ, শূকর, পক্ষী, অথবা হস্তী, কিম্বা, মূষিক, মার্জ্জার, অণ্ডজ

ত্রিণম্‌। হস্তিনং মুষিকং বাপি, মার্জ্জারঞ্চাপি চাণ্ডজম্‌। দত্বা দেব্যৈ মহাদেব্যৈ স ভবেৎ কুলনায়কঃ। বলিং পুরত আনীয় যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য চ। দক্ষিণে তদ্‌গলং ধৃত্বা বামপৃষ্ঠে নিযোজয়েৎ। শ্রীমদেকজটে দেবি বলিং গৃহ্ণ সুরোত্তমে। মন্ত্রাণাঞ্চাপি মে সিদ্ধিং লতাসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে॥ ওঁ হ্রীঁ হ্রঁ। হুং ঐং ঐঁ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে মে চতুর্ব্বর্গসিদ্ধিং দেহি দেহি বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা। ইতি নিবেদ্য খড়্গং জলপুষ্পাদিনা সংপূজ্য একঘাতেন ছেদয়েৎ॥ ইতি বলিদানং। আসবং সম্বিদাঞ্চাপি নিবেদ্যানন্দমাচরেৎ। তদা পূজা প্রকর্ত্তব্যা হ্যন্যথা নিষ্ফলা ভবেৎ। সম্বিদাং চতুর্ধা বিভজ্য প্রথমে তত্ত্বমুদ্রয়া ওঁ সম্বিদে ব্রহ্মসংভূতে ব্রহ্মপুত্রি সদানঘে ভৈরবাণাঞ্চ তৃপ্ত্যর্থং পবিত্রা ভব সর্ব্বদা॥ ওঁ ব্রীং ক্রোং নমঃ স্বাহা (খ)

প্রাণীকে মহাদেবীর উদ্দেশে বলিদান করিলে, কুলনায়ক হওয়া যায়। পুরোভাগে বলি আনয়ন ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া, দক্ষিণে তাহার গলদেশ ধারণপূর্ব্বক বামপৃষ্ঠে নিয়োজিত করিবে। অনন্তর, শ্রীমদেকজটে দেবি ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্র পাঠ করিয়া বলি নিবেদনপূর্ব্বক জল ও পুষ্প দ্বারা খড়্গের পূজা করত এক ঘাতে ছেদন করিতে হইবে। ইহাই বলিদান প্রণালী। পরে আসব ও সম্বিদা প্রদান করিয়া আনন্দকরণে প্রবৃত্ত হইবে। তৎকালে পূজা করিবে। তাহা না হইলে নিষ্ফল হইবে। সম্বিদা চারিভাগ করিয়া, প্রথমে তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা, ওঁ সম্বিদে ব্রহ্মসম্ভূতে ইত্যাদি (খ) চিহ্নিত মন্ত্রে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। ইহা

ইতি ভূমৌ ক্ষিপেৎ ॥ ওঁ সিদ্ধিমূলকরে দেবি হীনবোধপ্রবোধিনি। রাজপ্রজাবশকরি শত্রুকণ্ঠে ত্রিশূলিনি। ঐঁ ক্ষত্রিয়ায়ৈ নমঃ (ক)। ওঁ নমস্যামি নমস্যামি যোগমার্গপ্রদর্শিনি। ত্রৈলোক্যবিজয়ে মাতঃ সমাধিফলদা ভব। হ্রীঁ বৈশ্যায়ৈ নমঃ। (খ) ওঁ অজ্ঞানেন্ধনদীপ্তাগ্নে জ্বালাগ্নিব্রহ্মরূপিণি। আনন্দস্বাহুতিং প্রীতিং সম্যগ্‌জ্ঞানং প্রযচ্ছ মে। ক্লীং শূদ্রায়ৈ নমঃ স্বাহা (গ)। ততস্তন্মধ্যে ত্রিকোণং বিলিখ্য ওঁ অমৃতে অমৃতোদ্‌ভবে অমৃতবর্ষিণি প্রিয়ে অমৃতমাকর্ষয়াকর্ষয় স্বাহা (ঘ)। ততস্তত্ত্বমুদ্রয়া পূর্ব্ববত্তর্পয়েৎ। ততো ভূমৌ কিঞ্চিন্নিক্ষিপ্য ঐঁ ঐঁ বদ বদ বাগ্বাদিনি মম জিহ্বায়াং স্থিরীভব সর্ব্বশত্রুক্ষয়ং কুরু কুরু স্বাহা ॥ ইত্যনেন জুহুয়াদিতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যব্রহ্মানন্দগিরি-
তীর্থাবধূতবিরচিতে তারারহস্যে সর্ব্বরহ-
স্যোত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে
সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদঃ তৃতীয়ঃ
পটলঃ ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মী সম্বিদার শোধন। পরে ওঁ সিদ্ধিমূলকরে দেবি ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রে ক্ষত্রিয় জাতীয় বিজয়ার শুদ্ধি এবং ওঁ নমস্যামি নমস্যামি ইত্যাদি (খ) চিহ্নিত মন্ত্রে বৈশ্য-জাতীয়ার এবং ওঁ অজ্ঞানেন্ধনদীপ্তাগ্নে ইত্যাদি (গ) চিহ্নিত মন্ত্রে শূদ্র-জাতীয়া বিজয়ার শোধন করিবে। অনন্তর বিজয়ার মধ্যে

চতুর্থঃ পটলঃ ।

অথ ষোঢ়া । প্রণবং মাতৃকাবর্ণৈঃ পুটিতং মাতৃকাস্থলে । তেনৈব পুটিতং বর্ণং ন্যসেত্তত্রৈব পার্ব্বতি ॥ ইতি যামলে ॥ কেবলাং মাতৃকাং কৃত্বা মাতৃকাং তারসংপুটাং । মাতৃকা-পুটিতং তারং লজ্জা তু মাতৃকাপুটা । লজ্জয়া পুটিতা সা তু ন্যস্তব্যা সাধকোত্তমৈঃ । মাতৃকয়া পুটা যোষা যোষয়া মাতৃকা তথা । মাতৃকয়া পুটং কূর্চ্চং কুর্চ্চেন পুটিতাস্তু তাম্ । মাতৃকাপুটিতং চাস্ত্রং হ্যস্ত্রং মাতৃকয়া তথা ।

ত্রিকোণ লিখিয়া, ওঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে ইত্যাদি (ঘ) চিহ্নিত মন্ত্র বলিয়া, তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা পূর্ব্ববৎ তর্পণ করিতে হইবে। পরে ভূমিতে কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিয়া, ঐং ঐং ইত্যাদি (ঙ) চিহ্নিত মন্ত্র পাঠ পুরঃসর হোম করিবে,(পান) করিবে।

তারারহস্যে তৃতীয় পটল সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

অতঃপর ষোঢ়ান্যাস বর্ণিত হইতেছে। প্রণবকে মাতৃকাবর্ণ (অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণ) দ্বারা পুটিত করিয়া, মাতৃকাস্থলে এবং প্রণব দ্বারা মাতৃকাবর্ণকে পুটিত করিয়া, তাহাতেই ন্যাস করিবে। যামলে এইরূপ কহিয়াছেন। কেবল মাতৃকন্যাস করিয়া, পরে প্রণবপুটিত মাতৃকা ও মাতৃকাপুটিত প্রণব ন্যাস করিতে হইবে। এইরূপে হ্রীঁ বীজকে মাতৃকাপুটিত ও মাতৃকাকে হ্রীংবীজপুটিত

মাতৃকাপুটিতং মন্ত্রং মন্ত্রেণ পুটিতন্তু তম্। অযুতং বিন্যসেদ্‌যস্তু বায়ুকুম্ভকযোগতঃ। মহাযোগী ভবেৎ সোঽপি দেবীং পশ্যতি চক্ষুষা। যোঢ়াহীনস্য মন্ত্রস্য দুর্ব্বলত্বং প্রজায়তে। ন সিদ্ধিদো ভবেৎ সোঽপি মোক্ষদো ন কদাচন। ওঁ অং ওঁ নমঃ। অং ওঁ অং নমঃ। অং হ্রীং অং। হ্রীঁ অং হ্রীং নমঃ। অং স্ত্রীং অং। স্ত্রীং অং স্ত্রীং নমঃ। অং হূঁ অং। হূঁ অং হূঁ নমঃ। অং ফট্ অং। ফট্ অং ফট্ নমঃ। অং মূলং অং। মূলং অং মূলং নমঃ। ইতি বায়ুধারণেন ন্যস্বা মূলেন সপ্তধা ব্যাপকং কুর্য্যাৎ। ইতি গুহ্যযোঢ়া॥ হ্রীং ঐঁ হৌঁ ক্লীং হুঁ ফট্। লজ্জাবাগ্‌ভববীজঞ্চ প্রাসাদং কাম এব চ। বর্ম্মবীজং

করিয়া ন্যাস করিবে। পরে মাতৃকা দ্বারা স্ত্রীংবীজকে ও স্ত্রীংবীজ দ্বারা মাতৃকাকে, হূঁবীজকে মাতৃকা দ্বারা ও মাতৃকাকে হূঁবীজ দ্বারা, ফট্ মন্ত্রকে মাতৃকা দ্বারা ও মাতৃকাকে ফট্ মন্ত্র দ্বারা, এবং মূল মন্ত্রকে মাতৃকা দ্বারা ও মাতৃকাকে মূল মন্ত্র দ্বারা পুটিত করিয়া ন্যাস করিতে হইবে। যে ব্যক্তি বায়ুর কুম্ভক করিয়া অযুতবার জপ করিতে পারে, সে মহাযোগী ও দেবীকে নয়নগোচর করিতে সমর্থ হয়। মন্ত্র যোঢ়াহীন হইলে দুর্ব্বল হইয়া থাকে। তাহাদ্বারা কখনও সিদ্ধিলাভ হয় না এবং মোক্ষলাভও হয় না। যোঢ়ার ক্রম মূলে লিখিত আছে। এই বিধানে কুম্ভক করিয়া ন্যাস করত, মূলমন্ত্রে সাতবার ব্যাপক ন্যাস করিবে। ইহাই গুহ্য যোঢ়া। তৎপরে হ্রীং ঐং হৌং ক্লীং ফট্, এই বীজাবলী ন্যাস

ততোঽপ্যস্ত্রৈ ন্যস্বা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ধুং ধুং ধূমাবতি স্বাহা ।
ইতি মন্ত্রং জপেদ্দশ । বর্ণন্যাসক্রমেণৈব মায়য়া পুটিতা
বধূঃ ॥ অথবা সংপুটিতান্ বর্ণান্ বিন্যসেৎ সাধকোত্তমঃ ।
ষড়্ধা ন্যাসং ততঃ কৃত্বা মহাসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ইতি পূর্ব্ববৎ
পুটিতং কৃত্বা বর্ণন্যাসবৎ পঞ্চাশৎস্থানে ষড়্ধা ন্যসেৎ ॥
ইতি মহাষোঢ়া । প্রত্যহং ক্রিয়তে যেন ষোঢ়া বৎস মহামহা ।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য স্বপ্নে বাক্যং শৃণোতি হি ॥ ১০ ॥

ইতি চতুর্থপটলে ত্রিষোঢ়াপ্রকরণম্ ॥

ষোঢ়া নক্তং মৎস্যমাংসং পরমান্নাদিভির্ভোগো দেয়ঃ ॥
সায়ংসন্ধ্যাং ততঃ কৃত্বা যোগং পরিপ্রকল্পয়েৎ । আধার-

করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবে । পরে ধুং ধুং ধূমাবতি স্বাহা এই মন্ত্র দশবার জপ করিয়া বর্ণন্যাসক্রমানুসারে মায়াপুটিত স্ত্রীংবীজ ও স্ত্রীংবীজপুটিত বর্ণ সকল বিন্যস্ত করিবে । এই প্রকারে ছয়বার ন্যাস করিলে, মহাসিদ্ধি লাভ হইবে । পূর্ব্ববৎ পুটিত করিয়া, বর্ণন্যাসের ন্যায় পঞ্চাশৎ স্থানে ছয়বার ন্যাস করিবে । ইহাই মহাষোঢ়া । হে বৎস ! যে ব্যক্তি প্রতিদিন মহাষোঢ়া ন্যাস করিয়া থাকে, তাহার মন্ত্রসিদ্ধি ও স্বপ্নে দেবী বাক্য শ্রুত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

তারারহস্যে চতুর্থপটলে ত্রিষোঢ়াপ্রকরণ সমাপ্ত ॥

এই প্রকারে ষোঢ়ান্যাস করিয়া রাত্রিতে মৎস্য, মাংস ও পরমান্নাদি দ্বারা দেবীকে ভোগপ্রদান ও সায়ংসন্ধ্যা করিয়া, যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে । আধারমূল, গ্রীবাগ্র ও মেরুদণ্ড, শরীরের

মূলং গ্রীবাগ্রং মেরুদণ্ডং প্রকীর্ত্তিতম্। তদাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে লোকে কোটিতীর্থত্রয়ং তনৌ। বামে তদংশে নাড়ী স্যাৎ ঈড়া সর্ব্বার্থসিদ্ধিদা। দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী সর্ব্বতীর্থময়ী শুভা। সুষুম্না মেরুপুরতঃ পুণ্যানাড্যখিলপ্রদা। তন্মধ্যে চিত্রিণী বজ্রা তন্মধ্যমধ্যতঃ স্মৃতা। ব্রহ্মনাড়ী সমাখ্যাতা ব্রহ্মানন্দপ্রদায়িনী। ইন্দীবরমৃণালেব রাজতে মধ্যমধ্যতঃ। স্থিরবায়ুসমাযোগাত্তিষ্ঠত্যেব চরাচরম্। স তাবৎ কুণ্ডলীশক্তির্নাসাবায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। মায়াযোগসমাযোগাৎ পথান্যষ্টস্থিতানি বৈ। তিলকাকাররজতং যথা ভাতি বিতিষ্ঠতি। চৈতন্যরহিতা নাড্যো বদ্ধাস্তিষ্ঠন্তি দেহতঃ। তীর্থং পুণ্যং মহাপীঠং তদাশ্রিত্য বিতিষ্ঠতি। যন্ত্রঞ্চ দেবতা তত্র অমূল-

---

মধ্যে এই তিনটীকে আশ্রয় করিয়া কোটিতীর্থত্রয় বাস করে। শরীরের বামদিকে সর্ব্বার্থসিদ্ধিদায়িনী ঈড়ানাড়ী, দক্ষিণে সর্ব্বতীর্থময়ী পরমমঙ্গলস্বরূপিণী পিঙ্গলানাড়ী ও মেরুর পুরোভাগে অখিলসিদ্ধিদায়িনী পুণ্যনাড়ী সুষুম্না অবস্থিত। তন্মধ্যে চিত্রিণী, তাহার মধ্যতঃ ব্রহ্মানন্দপ্রদায়িনী ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যমান আছে। এই নাড়ী ইন্দীবরমৃণালের ন্যায় মধ্যে বিরাজমান হইতেছে। এই নাড়ী স্থিরবায়ুসহযোগে চরাচর এই নাড়ী অবস্থিতি করে। এই নাসাবায়ুর নামই কুণ্ডলীশক্তি। মায়াযোগসমাযোগে এই দেহমধ্যে আটটী পথ প্রতিষ্ঠিত আছে। তিলকাকার রজতের ন্যায় চৈতন্যরহিত নাড়ী সকল দেহমধ্যে পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে এবং এই দেহকে আশ্রয় করিয়াই পুণ্যতীর্থ এবং মহাপীঠ

চলতা যথা। মেরোর্মূলে যথা পদ্মং মূলাধারং প্রকীর্ত্তিতম্। চতুরঙ্গুলবিস্তীর্ণমুচ্ছ্রিতঞ্চতুরঙ্গুলম্। চতুঃপর্ণং শোণপর্ণং ত্রিকোণং কর্ণিকা ততঃ। তন্মধ্যে বিন্দুরূপো হি কাকিনীশক্তিসংযুতঃ। স্বয়ম্ভুলিঙ্গমাখ্যাতং স্বর্ণবর্ণং সুশোভনম্। যবপঞ্চকমানস্তু মহালিঙ্গং মনোহরম্। বিবেষ্টয়িত্বা বিহরেৎ শক্তিঃ কুণ্ডলিনী পরা। বিলোলভুজগাকারা ব্রহ্মরূপা বিধারিণী। সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা মহাযোগময়ী সদা। ষট্পদেব প্রোচ্যমানা নৈব লিঙ্গং স্পৃশেৎ ক্বচিৎ। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশা চন্দ্রকোটিসুশীতলা। তড়িচ্চঞ্চলরূপাভা পরব্রহ্ম-

---

অবস্থিত আছে। ইহাতেই যন্ত্র ও দেবতার অধিষ্ঠান। মেরুর মূলদেশে মূলাধার পদ্মের অধিষ্ঠান। উহা চতুরঙ্গুল-বিস্তৃত ও চতুরঙ্গুল উন্নত। উহার চতুর্দ্দিকের পত্র সকল রক্তবর্ণ। উহার তিন কোণ। তন্মধ্যে বিন্দুরূপ ও কাকিনীশক্তি সংযুক্ত স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়। তাহার শোভা অতি মনোহর। তাহার পরিমাণ পঞ্চ যব। পরা শক্তি কুণ্ডলিনী মূলাধারমধ্যস্থ সেই মনোহর মহালিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া বিহার করিয়া থাকেন। এই কুণ্ডলিনীর আকার চপল ভুজঙ্গমের ন্যায় এবং সার্দ্ধত্রিবলয়সমন্বিত। ইনি সর্ব্বদা মহাযোগময়ী ও ব্রহ্মরূপধারিণী। ইনি ভ্রমরীর ন্যায়, ষট্পদ্মের মধুপানে লোলুপা থাকেন। ইনি লিঙ্গকে কখনই স্পর্শ করেন না। সূর্য্যকোটির ন্যায়, ইহার প্রতিভা এবং চন্দ্রকোটির ন্যায়, ইনি সুশীতলা। অধিক কি ইহার চঞ্চলতা, রূপ ও আভা তড়িতের ন্যায় এবং ইনি পরমব্রহ্ম-

স্বরূপিণীং। বিরাটমূর্ত্তির্দেবেশো বিহরেৎ পূর্ব্বতো দলে। চিৎকলাশক্তিসংযুক্তঃ স্তূয়তে চ কৃতাঞ্জলিঃ। মহাকালো দক্ষিণে চ কালিকাশক্তিসংযুতঃ। স্তূয়তে পরয়া ভক্ত্যা মহাজ্ঞানস্বরূপিণীং। নারায়ণঃ পশ্চিমে চ মহালক্ষ্মীকুলেশ্বরঃ। স্তূয়তে পরয়া ভক্ত্যা ভাবেন কুণ্ডলীং পরাম্। উত্তরে চ মহাদেবঃ পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ। স্তূয়তে তারিণীং দেবীং সর্পাকারাং মহেশ্বরীম্। যদা কদাচিৎ তদ্বাচাং একং বাক্যং শৃণোতি হি। তদা সৃষ্টিং স্থিতিঞ্চাপি সংহারং কর্ত্তুমেব হি। তে শক্তাঃ স্যুর্মহাদেব সাধু সাধু প্রকাশিতম্। যদা লিঙ্গে ভবেল্লিপ্তা তদা নিদ্রাং ব্রজেন্নরঃ। যদা

স্বরূপিণী। বিরাট্মূর্ত্তি দেবেশ্বর ইহার পূর্ব্বদিকের দলে বিহার ও চিৎকলাশক্তির সহিত সমবেত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কুণ্ডলিনীর স্তব করিতেছেন। দক্ষিণে কালিকাশক্তিসমভিব্যাহারী মহাকাল পরমভক্তিভরে মহাজ্ঞানস্বরূপিণী কুণ্ডলীশক্তির স্তবগানে প্রবৃত্ত আছেন। মহালক্ষ্মীকুলেশ্বর নারায়ণ পশ্চিমে অবস্থিতি করিয়া, পরমভক্তিভাবে ঐরূপে পরমাশক্তি কুণ্ডলীর স্তব করিতেছেন। উত্তরে মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত অবস্থান করিয়া সেই সর্পাকারা মহেশ্বরী দেবী তারিণীর স্তবগানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। কোন সময়ে তাঁহার একমাত্র বাক্য শ্রবণ করিলেও, তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিবার ক্ষমতা জন্মে। ইহা নিঃসংশয়রূপেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই কুণ্ডলিনীশক্তি লিঙ্গে বিশ্রান্তা হইলেই লোকের নিদ্রা হইয়া থাকে। সেই পরমাশক্তি

সা পরমা শক্তিঃ স্থিরলগ্নগতয়ে ভবেৎ। তদা পুণ্যকরো লোকো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। যদা মূর্দ্ধনি লিঙ্গস্থ সা দদাতি সুখং পরম্। জপাশক্তো ভবেজ্জীবস্তত্র শব্দে চ সিদ্ধিদা। যদা পুচ্ছং লিঙ্গমূর্দ্ধ্নি দদাতি ব্রহ্মরূপিণী। গুরুতল্পং ব্রহ্মযোষাং গচ্ছেদ্বালাঞ্চ কামিনীম্। ষড়্দলং লিঙ্গমূলে চ পদ্মং স্যাদ্রক্তপাণ্ডরম্। তন্মধ্যে রক্তপাণ্ডুঞ্চ লিঙ্গং বিশ্বোদ্ভবাত্মকম্। হাকিনীশক্তিসংযুক্তং সর্ব্বসিদ্ধপ্রদায়কম্। ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো ভগশ্চন্দ্রঃ শচীপতিঃ। রাজন্তে দলমধ্যে তু সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্। স্তুন্বতে পরমং লিঙ্গং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্। মূলাধারাৎ কুণ্ডলিনীং তত্র যত্নেন

যে সময়ে স্থির লগ্নে অবস্থিতি করেন, সেই সময়ে লোকে নিঃসন্দেহই পুণ্যকার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকে। তিনি যখন লিঙ্গের মস্তকে পরমসুখ প্রদান করেন, জীব সেই সময়ে জপে অশক্ত হয়। তখন তিনি শব্দমাত্রেই সিদ্ধিদান করেন। সেই ব্রহ্মরূপিণী কুণ্ডলিনী যে সময়ে লিঙ্গের মস্তকে পুচ্ছ প্রদান করেন, লোকে সেই সময়ে গুরুপত্নীগমন, ব্রাহ্মণীহরণ এবং বালিকার সংসর্গ করিয়া থাকে। লিঙ্গমূলে যে রক্তপাণ্ডরবর্ণ ষড়্দল পদ্ম আছে, তন্মধ্যে রক্তপাণ্ডর বর্ণ লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। উহাই বিশ্বসৃষ্টির উপাদান এবং উহাই সর্ব্ববিধ-সিদ্ধির আশ্রয় স্থান। হাকিনীশক্তি উহার সহিত সম্মিলিতা আছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সূর্য্য, চন্দ্র ও ইন্দ্র ইহারা দলমধ্যে বিরাজ করিতেছেন এবং সেই সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ও সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিপ্রদ পরমলিঙ্গের স্তব করিতেছেন। কুণ্ডলিনীকে

চালয়েৎ। তস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেণ দলং উদ্ধোত্তরং মুখম্। পদ্মোপরি ব্রজেন্নৈব মহাশক্তি মহেশ্বরি। কিন্তু তত্র স্থিতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বা গচ্ছন্তি তৎকুলে। একত্রীভূয়তে সর্ব্বে স্তুবন্তি সিদ্ধিদায়িনীং। নাভাবষ্টদলং পদ্মং নবীনজলদপ্রভম্। বিশ্বান্তকস্তত্র লিঙ্গং শাকিনীশক্তিসংযুতম্। ইন্দ্রো বহ্নিঃ পিতৃপতির্নৈর্ঋতো বরুণো মরুৎ। কুবেরস্তত্র ঈশানঃ স্বস্বশক্তিসমন্বিতঃ। অত্র পদ্মস্য মধ্যে তু ব্রহ্মনাড়ীসমাশ্রিতাঃ। তে তে দেবাস্ততো গত্বা স্তুবন্তি ভক্তিসংযুতাঃ। হৃদয়ে চ ততো ধ্যায়েৎ পদ্মং ষোড়শভির্দ্দলৈঃ। মহাশুক্লং মহাপদ্মং গজকুম্ভাকৃতং দলম্। ইন্দ্রশ্চন্দ্রো গুরুঃ শুক্রো বামদেবঃ

মূলাধার হইতে তথায় যত্নসহকারে চালনা করিবে। তাঁহার স্পর্শনমাত্রেই তাহার দল উত্তর মুখ হইয়া থাকে এবং কখন পদ্মের উপরি গমন করে না। কিন্তু সকলেই তথায় অবস্থিতি করে এবং সকলেই তাহার কুলে গমন করিয়া থাকে। আবার, সকলেই তথায় একত্রীভূত হইয়া, সেই সিদ্ধিদায়িনীর স্তব করে। নাভিদেশে নবীনজলদপ্রভ অষ্টদল পদ্ম আছে। বিশ্বসংহারের হেতুভূত লিঙ্গ হাকিনীশক্তির সহিত তাহাতে বিরাজ করিতেছেন। ইন্দ্র, অনল, পিতৃপতি, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশান, স্বস্বশক্তির সমভিব্যাহারে সেই পদ্ম আশ্রয় করিয়া আছেন। তাহার মধ্যে ব্রহ্মনাড়ীর অধিষ্ঠান। সেই সেই দেবগণ তথায় গমন করিয়া, ভক্তিভরে স্তব করিয়া থাকেন। অনন্তর হৃদয়মধ্যে ষোড়শদল পদ্মের ধ্যান করিবে। ঐ মহাপদ্ম অতিশয় শ্বেতবর্ণ এবং উহার দল গজকুম্ভাকৃতি। ইন্দ্র, চন্দ্র,

শিবাপতিঃ। ঈশ্বরঃ শঙ্করঃ কৃষ্ণো বামদেবঃ কুলেশ্বরঃ। কমলানায়কঃ কোপঃ কামরূপঃ কৃপাময়ঃ। কমণে ষোড়শকে চ স্বস্বযোষাসমন্বিতঃ। স্তুয়তে সর্ব্বদা ভক্ত্যা মহালিঙ্গং মহেশ্বরম্। লাকিনীশক্তিসংযুক্তং ভাবয়েচ্চ পরাৎপরম্। তৎপন্থানং সমারুহ্য তত্র দেবীং সমানয়েৎ। তদ্বামে রাজতে জীবস্তদধঃ পাপ মেব চ। সুরাপানহৃদা যুক্তং গুরুতল্প-কটিদ্বয়ম্। বজ্রদন্তসমোপেতং মুষ্টদন্তবিভূষিতম্। মহাকায়ং মহাদেবরহিতং হৃদয়ে সদা। নখে স্বর্ণহৃতং চিহ্নং সর্ব্বদোষ-যুতং পরম্। নবাকারং মোক্ষহীনং কুলাচারবিহীনকম্। কামদঃ কামরূপেণ রতিদোষপ্রদং তথা। ততঃপরং ভাবয়েচ্চ

গুরু, শুক্র, কামদেব, শিব, ঈশ্বর, শঙ্কর, কৃষ্ণ, কুলেশ্বর, কমলা নায়ক, কোপ, কামরূপ, কৃপাময়, ইহাঁরা স্বস্বশক্তির সমভিব্যা-হারে তাহার ষোড়শ দলে যথাক্রমে অবস্থিতি করিয়া, সর্ব্বদা ভক্তিসহকারে সেই হাকিনীশক্তিসহিত ঐ মহেশ্বর মহালিঙ্গের স্তব করিতেছেন। সেই পরাৎপর লিঙ্গের ঐরূপে ভাবনা এবং তাহার পন্থা আশ্রয় করিয়া, দেবী কুণ্ডলীকে তাহাতে আনয়ন করিবে। তাহার বামভাগে জীব ও অধোভাগে পাপ অবস্থিতি করিতেছে। সুরাপান ঐ পাপের হৃদয়; গুরুতল্পগমন উহার নিতম্বদ্বয়, বজ্র সকল উহার দন্ত। তদ্ভিন্ন, তাহার মুষ্ঠদন্তও আছে। উহার কলেবর অতিপ্রকাণ্ড। উহার হৃদয়ে হরী-কেশ নাই। উহার নখে স্বর্ণহরণের চিহ্ন। উহার শরীর, সমুদায় দোষের অধিষ্ঠান ও আশ্রয়। ঐ পাপ মোক্ষহীন, কুলা-

দশপত্রং সুশোভনম্। নীলবর্ণং মহাপদ্মং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্। মহালিঙ্গং কামনাম রাজতে কামিনীযুতম্। কামদেবশ্চ শাম্বশ্চ কামাচারশ্চ কামুকঃ। কামিনীনায়কঃ কামো ব্রহ্মানন্দঃ কুলেশ্বরঃ। ত্রিলোকেশশ্চ সদানন্দঃ কৌলো দশদলে স্থিতঃ। স্বস্বশক্তিসমোপেতাঃ স্তুবন্তি কুণ্ডলীং পরাম্। ললাটে নেত্রপত্রঞ্চ ব্রহ্মলিঙ্গসমন্বিতম্। সশক্তির্বিষ্ণু-রুদ্রশ্চ স্তৌতি তারাসমন্বিতঃ। তং বিভিদ্য গতা দেবী কুণ্ডলী শক্তিরুত্তমা। অধোমুখং সহস্রারং মেরুদণ্ডাগ্র-নাড়ীতঃ। ত্রিলোকস্থাস্ততো দেবাঃ সন্তি তত্রৈব শক্তিভিঃ।

চারহীন, কামদ, কমারূপ ও রতিদোষপ্রদ। ইহার পর, দশদল-সমলঙ্কৃত, নীলবর্ণসমন্বিত, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক সুশোভন মহাপদ্মের ভাবনা করিবে। কামনামক মহালিঙ্গ কামিনীর সহিত তাহাতে বিরাজ করিতেছেন। কামদেব, শাম্ব, কামাচার, কামুক, কাম-নায়ক, কাম, ব্রহ্মানন্দ, কুলেশ্বর, ত্রিলোকেশ, সদানন্দ, কৌল ইহারা ঐ দশদলে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহারা স্বস্বশক্তি-সমন্বিত হইয়া, সেই পরমরূপিণী কুণ্ডলিনীকে স্তব করিয়া থাকেন। ইহার পর, ললাটদেশে দলত্রয়সম্পন্ন, ব্রহ্মলিঙ্গসমন্বিত এক পদ্ম আছে। বিষ্ণু ও রুদ্র ইহারা স্ব স্ব শক্তির সহিত তথায় অবস্থিতি করিয়া, কুণ্ডলীর স্তব করেন। দেবী কুণ্ডলীশক্তি সেই পদ্মকে ভেদ করিয়া মেরুদণ্ডের অগ্রভাগস্থ নাড়ীপথে বিরাজমান অধোমুখ সহস্রার পদ্মে গমন করিয়াছেন। তথায় ত্রিলোকস্থ দেবগণ, স্ব স্ব শক্তির সহিত অবস্থিতি করিতেছেন। ইহার পর

নাড়ীত্রয়সমোপেতং সরোজং দ্বাদশং দলম্। ত্রিকোণ-কর্ণিকা তত্র ব্রহ্মবিষ্ণুশিবান্বিতা। দস্তাবৌকবতী শয্যা শক্তিবজ্রসমন্বিতা। তত্রাপি শ্রীগুরুঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ। কর্পূরধবলো দেবো ব্রহ্মরূপিণমব্যয়ম্। পরমং শিবমাখ্যাতং কৌবেরাস্যং বিভাবয়েৎ। মূলাদি দেবতাঃ সর্ব্বে স্তুবন্তি সর্ব্বকারণম্। কুণ্ডলিনীং মহাশক্তিং ললাটে কমলাবতু। যাজয়েৎ শিবরূপেণ বামভাগে সমানয়ন্। বামে রতিঞ্চ সংস্থাপ্য গুরোরেব সুসিদ্ধয়ে। তত্রাপি গুরুণা দেবি বীতশঙ্কা মহেশ্বরী। উবাস স্বীয়তে তেন মহামোহ-বিনাশিনী। বামপাদাঙ্গুষ্ঠতোঽস্যা বক্ষ্যতেঽমৃতমুত্তমম্।

নাড়ীত্রয়সমন্বিত দ্বাদশ দল পদ্ম। তাহার ত্রিকোণ কর্ণিকায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বিরাজ করিতেছেন। তাহাতে শক্তিবজ্র সমন্বিতা যে শয্যা আছে, সেই শয্যায় কর্পূরের ন্যায় ধবলবর্ণ, সর্ব্বভূতহিতে রত, গুরুদেব স্বকীয় শক্তির সহিত বিরাজমান হইতেছেন। তাঁহার নাম পরমশিব। সেই অব্যয় ও ব্রহ্মরূপী কৌবেরাস্য গুরুদেবকে ভাবনা করিবে। মূলাধারাদির সকল দেবতা সেই সর্ব্ব-কারণ পরমশিবকে স্তব করেন। ললাটস্থা মহাশক্তি কুণ্ডলিনীকে বামভাগে আনয়ন করিয়া, শিবরূপে পূজা করিবে। তৎ-কালে সুসিদ্ধির জন্য গুরুর বামভাগে রতির স্থাপনা করিতে হইবে। দেবি! বীতশঙ্কা মহেশ্বরী গুরুর সহিত তথায় বাস করেন। তিনি মহামোহ বিনাশ করিয়া থাকেন। ইহার বামপদের অঙ্গুষ্ঠ হইতেই অমৃতের উদ্ভব হইয়াছে, বলিয়া থাকে। তাহা পান

তৎ পীত্বা সুখদুঃখাভ্যাং জীবো জীবতি নিত্যশঃ। ভাবনা-ভ্যাসযোগেন যদি নাড়ীং প্রবেশয়েৎ। মহাসিদ্ধিং স লভতেহ-প্যমরো জায়তে ধ্রুবম্। ইতি তারাযোগে যোগ-সারঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যব্রহ্মানন্দগিরি-
তীর্থাবধূতবিরচিতে তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যো-
ত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে যোগাচারো
নাম চতুর্থঃ পটলঃ ॥ ৪ ॥

করিয়া, জীব নিত্য সুখ-দুঃখে জড়িত হইয়া জীবিত অবস্থায়, কালযাপন করে। ভাবনাভ্যাসযোগে ঐ স্থানে নাড়ী প্রবেশিত করিতে পারিলে, মহাসিদ্ধি লাভ করিয়া, নিশ্চয়ই অমর হওয়া যায় ॥ ১১ ॥

যোগাচার নামক চতুর্থ পটল সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

শ্রীমৎ প্রসন্নকুমার শাস্ত্রি ভট্টাচার্য্য-
কৃত তারারহস্যের বঙ্গা-
নুবাদ সমাপ্ত ॥

সম্পূর্ণমিদং তারারহস্যম্ ॥